পরম পবিত্র

বেদসার সংগ্রহ

স্বামী অরুণানন্দ

প্রকাশক
স্বামী সারস্বতানন্দ
ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
২১১, রাসবিহারী এভিনিউ,
বালীগঞ্জ, কোলকাতা-১৯
ফোন— ৯২৩১৮৭৮১১১

প্রথম সংস্করণ
শ্রীশ্রীগুরুপূর্ণিমা, ২০০৮
দ্বিতীয় সংস্করণ
শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী, ২০১০

পুস্তক প্রাপ্তির স্থান

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
২১১, রাসবিহারী এভিনিউ,
বালীগঞ্জ, কোলকাতা-১৯
ও অন্যান্য শাখাসমূহ
ফোন — ২৪৪০-৫১৭৮

সর্বোদয় বুক স্টল
হাওড়া স্টেশন।

শ্রীগুরু পুস্তক ভাণ্ডার
বেহালা নিউ মার্কেট, ১৪ নং বাসস্ট্যান্ড
৩৭৫, ডায়মণ্ড হারবার রোড,
কলকাতা - ৩৪

মহেশ লাইব্রেরী
২/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কোলকাতা-৭৩
ফোন — ২২৪১-৭৪৭৯

জয়গুরু পুস্তকালয়—
২/১, বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কোলকাতা-৭৩

রত্না বুক হাউস—
৭, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কোলকাতা-৭৩

মূল্য ঃ ৫০.০০ টাকা মাত্র

মুদ্রক
সুমিত সরকার
ক্লাসিক প্রেস
২১, পটুয়াটোলা লেন
কোলকাতা -৯

আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ
প্রতিষ্ঠাতা
ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

আশীর্বাণী

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ একটি মহান্ ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠান। সনাতন ধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন হিন্দুশাস্ত্র প্রচারও এই সঙ্ঘের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। বিশেষতঃ এই সঙ্ঘের মহান্ প্রতিষ্ঠাতা—সঙ্ঘনেতা যুগাচার্য্য শ্রীশ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ চাহিতেন যে—হিন্দুশাস্ত্রের মহত্তর বিষয়গুলি সহজ সরল ভাষায় জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হউক।

হিন্দুধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ হইতেছে—পরম পবিত্র বেদ। কিন্তু বাংলা ভাষায় বেদ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবার মত গ্রন্থ বড় বেশী নাই।

আমার একান্ত স্নেহাস্পদ স্বামী অরুণানন্দ বহু পরিশ্রম করিয়া চতুর্বেদের বিশেষ বিশেষ চারিশত মন্ত্র সরল ভাষায় ইহাতে প্রকাশ করিয়াছে। ইহাতে সাধারণ লোকের পবিত্র বেদ সম্বন্ধে বুঝিবার সুবিধা হইবে সন্দেহ নাই। এই পবিত্র শাস্ত্র জনসাধারণের ভিতরে আধ্যাত্মিক চেতনা ফিরাইয়া আনুক—শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে এই প্রার্থনা করি।

শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে প্রার্থনা করি—স্বামী অরুণানন্দের লেখনী-প্রতিভা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হউক। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বামী [signature]

সভাপতি

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

গ্রন্থকারের নিবেদন

শ্রীশ্রীঠাকুরের অপার কৃপা ও আশীর্বাদে "বেদসার-সংগ্রহ" পুস্তকটি প্রকাশিত হইল। দীর্ঘ পাঁচ বছরের কঠোর প্রচেষ্টার পর তাঁহারই কৃপায় ইহা সম্ভব হইল।

পরম পবিত্র বেদ হিন্দুধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ। কিন্তু এই পবিত্র ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধে আমাদের কোন পরিষ্কার ধারণা নাই। কারণ একে বেদ দুরূহ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এবং তারপর দুষ্প্রাপ্য। বাংলা ভাষায় লিখিত বেদ সাধারণতঃ পাওয়া যায় না। যাহা পাওয়া যায় তাহাতেও অর্থ পরিষ্কার নয়। ফলে আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের বেদ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা নাই। বেদে কি আছে না আছে তাহা অনেকেই জানেন না।

অথচ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মহান্ প্রতিষ্ঠাতা যুগাচার্য্য শ্রীশ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ চাহিতেন যে হিন্দুশাস্ত্রের মহত্তর বিষয়গুলি সহজ সরল ভাষায় জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হউক। সেজন্য পূর্বে **'হিন্দুশাস্ত্র-পরিচয়'** নাম দিয়া সমস্ত হিন্দুশাস্ত্রের বিষয় সংক্ষেপে সহজ ভাষায় লিখিত হইয়াছে। বর্তমানে 'বেদসার-সংগ্রহ' পুস্তকটি প্রকাশ করা হইল। ইহাতে চতুর্বেদের চারিশত বিশেষ বিশেষ মন্ত্র, অন্বয় ও অর্থ সহ প্রকাশিত হইল।

বেদে বহু প্রয়োজনীয় বিষয় আছে। তাহা জানিতে পারিলে বিস্ময়ে ও গর্বে আমাদের বুক ফুলিয়া উঠে। সেই সব বিষয়গুলি বাছিয়া বাছিয়া ইহাতে অর্থসহ সন্নিবেশিত হইল এবং প্রত্যেকটি বিষয় পৃথক পৃথক ভাবে সূচীপত্রে উল্লেখ করা হইল। তাহাতে আগ্রহী পাঠকগণের পৃথক ভাবে পাঠ করিতে সুবিধা হইবে। এইভাবে যতদূর সম্ভব এই দুর্বোধ্য বিষয় সহজবোধ্য করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কতদূর সফল হওয়া গিয়াছে তাহা সুধী পাঠকগণই বিচার করিবেন।

এই পুস্তক রচনায় গ্রন্থকারের বিশেষ কিছু কৃতিত্ব নাই। বেদের ভাষা অতি প্রাচীন সংস্কৃত, তাহার অর্থ উদ্ধার করা খুবই দুরূহ ব্যাপার। সেজন্য পূর্বসূরী মহা মহা পণ্ডিতদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা ভিন্ন কোন গত্যন্তর নাই। এ বিষয়ে পণ্ডিত দুর্গাদাস লাহিড়ী, রমেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীবিজনবিহারী

গোস্বামী প্রভৃতির পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। তাঁহাদের নিকট লেখক বিশেষভাবে ঋণী। বিশেষতঃ আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর বেদ ভাষ্য অবলম্বনে পণ্ডিত দীনবন্ধু বেদশাস্ত্রী যে বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন তাহাই এই গ্রন্থে বিশেষভাবে অনুসরণ করা হইয়াছে। সেজন্য তাঁহার নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা ও ঋণ স্বীকার করিতেছি।

এই গ্রন্থপাঠে বাংলাভাষী জনসাধারণের মধ্যে পবিত্র বেদ পাঠের কিঞ্চিৎ আগ্রহ সৃষ্টি হইলে লেখকের পরিশ্রম সার্থক হইবে।

অলমিতি বিস্তরেণ।

সবশেষে বিনীত নিবেদন—যাঁহার অপার কৃপা ও করুণায় এই পরম পবিত্র শাস্ত্র লিখিত হইয়াছে, সেই প্রাণারাম শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে ইহার সমস্ত কৃতিত্ব ও ফলাফল উৎসর্গ করা হইল।

ওঁ ন জানামি দেবং, ন বা তস্য চার্চনম্।
শাস্ত্রং ন জানে ন চ ব্রহ্মদর্শনম্।
জানামি সারং শ্রীগুরুপাদপদ্মম্।
শরণ্যং ত্বমেকং প্রণবং ভজামি॥
শরণ্যং ত্বমেকং প্রণবং নমামি॥

শ্রীশ্রীপ্রণবার্পণমন্ত্র।

—স্বামী অরুণানন্দ

প্রকাশকের নিবেদন

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মহান্ প্রতিষ্ঠাতা জ্যোতির্ময় পুরুষ যুগাচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজীকে স্মরণ মনন করে 'বেদসার-সংগ্রহ' বইটি প্রকাশ করা হলো। বেদ সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনে মানুষের আগ্রহ ও নানা জিজ্ঞাসা এবং সঙ্ঘের উপর আস্থার কথা শুনে দেখে মনে মনে চিন্তা হতো যদি আমাদের সঙ্ঘের প্রকাশনায় দুরূহ বেদ সম্বন্ধে কিছু একটা প্রকাশিত হতো তাহলে সুধী পাঠকবর্গের হাতে তুলে দেওয়া যেত। স্বামী অরুণানন্দজী এই দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেছেন সেজন্য গর্বিত। বইটি পাঠকবর্গের কতটা পিপাসা পূরণ করবে সে বিচারের ভার তাঁদের উপর।

বেদ মানে হলো জ্ঞান। শাস্ত্রের মূলস্বরূপ হলো বেদ। বিষ্ণুপুরাণের কথা—সৃষ্টি কর্তা ব্রহ্মার মুখনিঃসৃত বাক্যই হলো বেদ। যত হিন্দুশাস্ত্র আছে সবই বেদ থেকে উৎপন্ন। মূল কাণ্ড হলো বেদ। বেদের আর একটি নাম হলো শ্রুতি। গুরুশিষ্য পরম্পরায় বেদমন্ত্র কানে কানে চলে এসেছে। বেদ সম্বন্ধে বিতর্ক চিরকালের। কেহ কেহ বলেন—বেদ হলো অপৌরুষেয় আবার কেহ কেহ বলেন—বেদ পৌরুষেয়। সে সকল প্রসঙ্গ এখানে উত্থাপন না করে আমরা বেদকে যে চক্ষে দেখি, যা প্রচার করি—তা হলো বেদ অপৌরুষেয়, বেদ নিত্য, সত্য, ভগবৎ বাক্য তাতে আমাদের মনে কোন সংশয় সন্দেহ নাই। বেদ সম্বন্ধে শাস্ত্রবাক্য—

'যস্ত্বনধীতবেদোঽন্যত্র শ্রমং কুর্যাৎ অসৌ সসন্তানঃ শুদ্রত্বমেতি' অর্থাৎ যিনি বেদ অধ্যয়নে বিরত থেকে অন্য গ্রন্থাদি পাঠে অনুরক্ত থাকেন তিনি পুত্রাদি সহ অধোগতি প্রাপ্ত হন। বেদ পাঠের সুফল প্রসঙ্গে শাস্ত্র কহে—সর্প যেমন খোলস পরিত্যাগ করে নতুন দেহ লাভ করে সেইরূপ বেদাধ্যয়নের ফলে মানুষও নতুন জীবন প্রাপ্ত হয়।

স্বামীজী আমাদের বেদজ্ঞানের পথে বাধা দূর করার জন্য প্রচেষ্টা করে চারিশতটি ব্রহ্মার মুখনিসৃত বাণী দিয়ে বেদের সারসংক্ষেপ সহজ করে সর্বসাধারণের পাঠের উপযোগী করে লিখেছেন। আশা করি পাঠকবর্গ বইটি পাঠ করে ধর্মের সাধনা ও অনুষ্ঠানে এবং মনকে ভগবদনুসারী হওয়ার প্রেরণা পাবেন। ভুল ত্রুটি মার্জনীয়।

প্রকাশকস্য

সূচীপত্র

বেদ পরিচয়

হিন্দুধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বপ্রধান শাস্ত্র—পরম পবিত্র বেদ। বেদ—সমস্ত শাস্ত্রের আদি এবং শ্রীভগবানের মুখনিঃসৃত। সেজন্য বেদই হিন্দুর সর্বস্ব, বেদই সমস্ত শাস্ত্রের চূড়ামণি। বেদ—ধর্ম ও ব্রহ্ম প্রতিপাদক অপৌরুষেয় বাক্য।

আর্য্য হিন্দুগণের সম্যক্ পরিচয়—তাঁহাদের শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ। বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, দর্শন, স্মৃতি-সংহিতা, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থসমূহে তাঁহাদের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহাদের ধর্ম-কর্ম, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি—সকলেরই নিদর্শন শাস্ত্রাদিতে পরিদৃশ্যমান। তাঁহারা কিভাবে জীবনযাপন করিতেন, কি প্রকারে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনায় তাঁহাদের জীবন অতিবাহিত হইত, কিভাবে তাঁহারা ঐহিক ও পারলৌকিক সকল সুখের অধিকারী হইয়াছিলেন—শাস্ত্রাদি পাঠে তাহার নিগূঢ় তত্ত্বাদি বুঝিতে পারা যায়।

সমস্ত শাস্ত্রের মূল হইতেছে—পরম পবিত্র বেদ। বেদ চারিভাগে বিভক্ত—ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ। সৃষ্টির প্রথমে আদিপুরুষ ভগবান্ ব্রহ্মা যোগাসনে সমাসীন হইয়া স্থিরচিত্তে পরমাত্ম-চিন্তায় নিমগ্ন আছেন; এমন সময় কল্যাণময় পরমেশ্বরের কৃপায় তাঁহার (ব্রহ্মার) হৃদয়-কন্দরে একটি অস্ফুট নাদ-ধ্বনি প্রকাশ পাইল। পরে তাহা হইতে সর্ববেদের বীজরূপী ব্রহ্মনাম 'প্রণব' এবং স্বর-ব্যঞ্জনময় বর্ণরাশি একে একে অভিব্যক্ত হইল। তখন ভগবান্ ব্রহ্মা সেই বর্ণরাশির সহায়ে যে শব্দসমূহ উচ্চারণ করিলেন, তাহাই জগতে বেদবিদ্যা বলিয়া বিখ্যাত হইল।

অতঃপর ভগবান্ ব্রহ্মা সেই অপূর্ব বেদবিদ্যার বিস্তার করিবার ইচ্ছায় মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিগণকে তাহা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ক্রমে বৈদিক জ্ঞান জগতে প্রসার লাভ করিল। এইরূপে গুরু-শিষ্যানুক্রমে যুগ যুগান্তর চলিতে লাগিল। ক্রমে দ্বাপর যুগ আসিয়া পড়িল। মানুষের স্মৃতিশক্তি হ্রাস হইয়া পড়িল। তখন—

পরাশরাৎ সত্যবত্যামংশাংশ-কলয়া বিভুঃ।
অবতীর্ণো মহাভাগো বেদং চক্রে চতুর্বিধম্॥

ঋগথর্ব-যজুঃ-সাম্নাং রাশীনুদ্ধৃত্য বর্গশঃ।
চতস্রঃ সংহিতাশ্চক্রে মন্ত্রৈ-র্মণিগণা ইব॥

—ভগবান্ নারায়ণ, পরাশরের ঔরসে মাতা সত্যবতীর গর্ভে পুত্ররূপে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার নাম হইল—'কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন'। তিনি বেদশিক্ষার সুবিধার্থে এক এক শ্রেণীর মন্ত্রসমূহ একত্র সংগ্রহ করিয়া ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব নামে এক বেদকে চারিটি ভাগে ভাগ করিলেন, এইভাবে বেদকে বিভাগ করিবার জন্য তখন হইতে তাঁহার অপর নাম হইল—'বেদব্যাস'।

মহর্ষি ব্যাসদেব বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার বহুল প্রচারোদ্দেশ্যে স্বীয় শিষ্য পৈলকে ঋগ্বেদ, বৈশম্পায়নকে যজুর্বেদ, জৈমিনিকে সামবেদ এবং সুমন্তকে অথর্ববেদ শিক্ষা দিলেন। পরে তাঁহারাও আবার স্বীয় স্বীয় শিষ্যমণ্ডলীকে যথাযথরূপে চতুর্বেদ শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এইরূপে এক বেদ বহু শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িল।

বেদ অপৌরুষেয় এবং নিত্য অর্থাৎ কোন পুরুষের বা মানুষের রচিত নহে। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্ত বলেন—বেদ পরমেশ্বরের রচিত নহে। শ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় তাঁহা হইতে স্বতঃ নির্গত। এইজন্য বেদ নিত্য ও অপৌরুষেয়। স্বনামধন্য বেদের আচার্য—সায়ণাচার্য তাঁহার বেদের ভাষ্যের প্রারম্ভে বলিয়াছেন—

যস্য নিঃশ্বাসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ।
নির্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থ-মহেশ্বরম্॥

অর্থাৎ যে চারিবেদ হইতে নিখিল বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে, সেই বেদ-চতুষ্টয় যাঁহার নিঃশ্বাস-স্বরূপ এবং যিনি সর্ববিদ্যার আধার—সেই মহেশ্বরকে আমি বন্দনা করি।

জগৎকারণ পরব্রহ্ম বা জগদীশ্বর সম্বন্ধীয় অলৌকিক জ্ঞানরাশি চিরদিন বিদ্যমান। অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম-যোগজ-শক্তিসম্পন্ন আর্য ঋষিগণ সেই শাশ্বত সনাতন জ্ঞানরাশি কঠোর তপস্যার দ্বারা অন্তরে উপলব্ধি বা দর্শন করেন এবং তাহা জগতে প্রকাশ করেন—তাহাই বেদবাণী। বৈদিক ঋষিগণ ছিলেন আধ্যাত্মিক সত্যসমূহের আবিষ্কর্তা বা দ্রষ্টা—সৃষ্টিকর্তা নহেন। তাঁহারা বেদ রচনা করেন নাই। তাঁহারা ছিলেন বৈদিক মন্ত্রসমূহের দ্রষ্টামাত্র—

ঋষয়ো মন্ত্রদ্রষ্টারো ন তু বেদস্য কর্তারঃ।
ন কশ্চিদ্বেদ কর্ত্তা চ বেদস্মর্তা চতুর্ভুজঃ॥
যুগান্তেঽন্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্মহর্ষয়ঃ।
লেভিরে তপসা পূর্বমনুজ্ঞাতাঃ স্বয়ম্ভুবা॥

—মহাভারত, শান্তিপর্ব ২১০/১৯

অর্থাৎ ঋষিগণ মন্ত্রদ্রষ্টা মাত্র, বেদ রচনাকারী নহেন। বেদের রচয়িতা কেহ নাই। ভগবান্ ব্রহ্মা বেদ স্মরণকারী মাত্র। যুগান্তে অর্থাৎ প্রলয়কালে ইতিহাসাদি সহ বেদ অন্তর্হিত হইলে মহর্ষিগণ, স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা কর্তৃক পূর্ব উপদিষ্ট সেই বেদজ্ঞান তপস্যা দ্বারা পুনরায় লাভ করেন।

'বেদ' শব্দটি 'বিদ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। বিদ্ ধাতুর অর্থ—জানা। সেজন্য 'বেদ' শব্দের ধাতুগত অর্থ—জ্ঞান বা বিদ্যা। বিদ্যা দুই প্রকার—পরা ও অপরা। জগৎকারণ পরব্রহ্ম-বিষয়ক অলৌকিক জ্ঞান—পরাবিদ্যা। আর জাগতিক বিষয় সম্বন্ধীয় যাবতীয় লৌকিক জ্ঞান—অপরা বিদ্যা। বেদ-নামক গ্রন্থে পরা ও অপরা এই দুই বিদ্যাই স্থান পাইয়াছে। সেজন্য বেদকে সর্বজ্ঞানের ভাণ্ডার বলা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বেদের বেদত্ব ঐ পরাবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা প্রকাশের জন্য। পরাবিদ্যাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা।

'বিদ্' ধাতুর চারিপ্রকার অর্থ হয়—

বেত্তি বেদ বিদ জ্ঞানে,
বিন্তে বিদ বিচারণে।
বিদ্যতে বিদ সত্তায়াং,
লাভে বিন্দতি বিন্দতে॥

এই চারিপ্রকার অর্থ হইতেছে—জানা, বিচার করা, অবস্থান করা ও লাভ করা। যাহা পাঠ করিলে মানুষ সত্য বিদ্যা জানিতে পারে, সত্যাসত্যের বিচার করিতে পারে, প্রকৃত বিদ্বান্ হইতে পারে এবং প্রকৃত শান্তি ও আনন্দ লাভ করিতে পারে—তাহার নাম 'বেদ'। বেদ শব্দের দুই অর্থ—মুখ্য ও গৌণ। ইহার মুখ্যার্থ—জ্ঞানরাশি, আর গৌণার্থ—শব্দরাশি। বৈদিক জ্ঞানরাশি বা ভাবরাশি আত্মপ্রকাশ করে বৈদিক শব্দরাশি বা ভাষার সাহায্যে। বেদগ্রন্থে বৈদিক শব্দরাশির স্থান। যেজন্য বেদ গ্রন্থকেও বেদ বলা হয় এবং এই পবিত্র গ্রন্থ হিন্দুর পূজ্য। বেদগ্রন্থ শব্দব্রহ্ম; ইহার তাৎপর্য—বেদগ্রন্থ অনন্ত পুরুষ পরব্রহ্মের বাঙ্ময়ী মূর্তি।

বেদের বিভিন্ন নাম—শ্রুতি, ত্রয়ী, নিগম ইত্যাদি। 'শ্রু' ধাতুর অর্থ শ্রবণ করা। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে আজ পর্যন্ত যাহাতে মানুষ সমস্ত সত্যবিদ্যা শ্রবণ করিতে পারে তাহার নাম শ্রুতি। তাছাড়া বেদ পূর্বে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ না হইয়া গুরু-শিষ্য পরম্পরাক্রমে যুগ যুগ ধরিয়া শ্রুত হইয়া ঋষি-সমাজে প্রচলিত ছিল বলিয়া বেদের অপর নাম 'শ্রুতি'। আর বেদমন্ত্রসমূহ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—ঋক্, যজুঃ ও সাম অর্থাৎ পদ্য, গদ্য ও গীতি। যেজন্য বেদকে 'ত্রয়ী' বলা হয়। আর 'নিগম' শব্দের অর্থ নিশ্চিতরূপে গমন করানো। যে শাস্ত্র পাঠে সাধককে নিশ্চিতরূপে শ্রীভগবানের নিকটে গমন করায় বা লইয়া যায় তাহাই 'নিগম' বা বেদ।

প্রতি বেদ আবার দুই ভাগে বিভক্ত—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ—'মন্ত্র-ব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্'। মন্ত্রভাগের অপর নাম—'সংহিতা'। ইহাতে প্রধানতঃ যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়ার বিধি নিষেধ, মন্ত্র ও অর্থবাদ প্রভৃতি বিষয়সমূহ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আর সংহিতা-ভাগে যে সকল গূঢ় রহস্য প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত আছে, সেই সকল অপ্রকাশিত অর্থ শ্রুতি নিজেই যে অংশে প্রকাশ করিয়াছেন, সেই অংশের নাম 'ব্রাহ্মণ'। ব্রাহ্মণ ভাগে প্রধানতঃ স্তোত্র, ইতিবৃত্ত, উপাসনা ও ব্রহ্মবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়সমূহ রহিয়াছে। এই অংশ গদ্যে রচিত।

এই ব্রাহ্মণাংশের অংশবিশেষকে 'আরণ্যক' বলে। কারণ উহা বানপ্রস্থাশ্রমে অরণ্যবাসীদের পাঠ্য ছিল। বানপ্রস্থ আশ্রমে অরণ্যবাসীদের পক্ষে যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠান কষ্টসাধ্য হওয়ায় এবং উচ্চতর জ্ঞানলাভের জন্য তাঁহাদের হৃদয় ব্যাকুল হওয়ায় আত্মোপলব্ধির অভিপ্রায়ে ধ্যান-জপ, প্রার্থনা, উপাসনাদি ছিল তাঁহাদের মুখ্য কর্ম। যাগযজ্ঞ ছিল গার্হস্থ্যাশ্রমে গৃহীদের প্রধান কর্ম। আরণ্যকও গদ্যে রচিত।

বেদের সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ হইতেছে—'উপনিষদ্'। উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাই বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ব্রহ্মবিদ্যাই বেদের সারবস্তু; সেজন্য উহার নাম 'বেদান্ত'। অজ্ঞান নিবৃত্তি ও ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় বলিয়া বেদান্তের অপর নাম 'উপনিষদ্'। উপনিষদের অর্থই হইল ব্রহ্মবিদ্যা। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ—এই উভয় বিভাগেই উপনিষদসমূহ রহিয়াছে এবং

তদনুযায়ী তাহারা সংহিতোপনিষৎ বা ব্রাহ্মণোপনিষৎ নামে উল্লিখিত হইয়া থাকে।

বেদের এই চারিটি ভাগ অর্থাৎ সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ—ইহাদের মধ্যে একটি পারম্পর্য আছে। যেমন প্রথমে সংহিতা, তারপরে ব্রাহ্মণ, তারপর আরণ্যক ও সর্বশেষে উপনিষদ্। এইরূপে বেদের অন্তে বা শেষভাগে অবস্থিত হওয়ায় উপনিষদ্ "বেদান্ত" নামে পরিচিত। অথবা বেদের সার অর্থাৎ শ্রেষ্ঠভাগ বলিয়াই উপনিষদ বেদান্ত নামে অভিহিত। বস্তুতঃ উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

সমগ্র বেদকে আবার কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড—এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। তন্মধ্যে সংহিতা ও ব্রাহ্মণসমূহ মুখ্যতঃ কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। কারণ তাহারা সাধারণতঃ যজ্ঞাদি কার্য্যেই প্রযুক্ত হয়। আর আরণ্যক ও উপনিষদ—জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত। কারণ তাহাদের বিশেষ উদ্দেশ্য হইল—উপাসনা ও ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিপাদন। কর্মকাণ্ড জীবকে অভ্যুদয় অর্থাৎ ঐহিক ধনরত্নাদি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং পারলৌকিক স্বর্গাদি ফল প্রদান করে। কিন্তু জ্ঞানকাণ্ড মানুষের চিত্তশুদ্ধিক্রমে নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ মুক্তি-মোক্ষ দান করে। কর্মকাণ্ড মানুষকে প্রবৃত্তি মার্গে আর জ্ঞানকাণ্ড তাহাকে নিবৃত্তি মার্গে চলিবার প্রেরণা দান করে।

বেদমন্ত্র সমূহ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়—পদ্যাত্মক মন্ত্রের নাম 'ঋক্', গদ্যাত্মক মন্ত্রের নাম 'যজুঃ' এবং গানাত্মক মন্ত্রের নাম 'সাম'। সেজন্য বেদের অপর এক নাম 'ত্রয়ী'। ভগবান্ ব্যাসদেব যজ্ঞে ব্যবহার্য এক এক শ্রেণীর মন্ত্রগুলিকে এক এক স্থানে সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে ঋক্, যজুঃ ও সাম—এই তিনটি বেদ-গ্রন্থাকারে বিভক্ত করিলেন। আর যজ্ঞে ব্যবহার্য নহে যে সকল অবশিষ্ট মন্ত্র, সেগুলি যে ভাগে সন্নিবিষ্ট করিলেন, তাহার নাম অথর্ববেদ। অথর্ববেদে একদিকে যেরূপ উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব রহিয়াছে, অন্যদিকে সেইরূপ রাজোচিত বিভিন্ন কর্ম এবং মারণ, উচাটন প্রভৃতির মন্ত্রও রহিয়াছে। এই চতুর্বেদেই সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষৎ আছে। অনেকের ধারণা—অথর্ববেদ বেদ নহে—বেদ বহির্ভূত। কিন্তু এই ধারণা সত্য নহে, ভ্রান্ত। অথর্ববেদও বেদ, তবে তাহার মন্ত্র সাধারণতঃ যজ্ঞকার্য্যে ব্যবহৃত হয় না।

বেদের অনেক মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি সম্পূর্ণ আত্মগোপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের শিষ্য প্রশিষ্যগণ যতটুকু আভাস দিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা ধরিতে পারি যে কোন্ বৈদিক মন্ত্রের দ্রষ্টা কোন্ ঋষি। বৈদিক ঋষিদের মধ্যে অনেক মহিলা ঋষি ছিলেন। তাঁহাদিগকে ব্রহ্মবাদিনী বা ঋষিকা বলা হয়। এইরূপ প্রায় ২৬ জন ব্রহ্মবাদিনী ঋষির নাম পাওয়া যায়। ব্রহ্মবাদিনী যজ্ঞবারা যজ্ঞে ঋত্বিকের আসনও গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৈদিক ঋষিগণের মধ্যে একজন শূদ্র ঋষিরও নাম পাওয়া যায়। শূদ্র কবয় ঐলুষ ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের কয়েকটি সূক্তের দ্রষ্টা।

পবিত্র বেদ অনাদি ও অনন্ত; কালাদির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে। বেদগ্রন্থ নাশ হইতে পারে। কিন্তু বেদ নামধেয় জ্ঞানরাশি অনাদি ও অনন্ত। কারণ ভগবান্ ব্রহ্মা কল্পারম্ভে অর্থাৎ সৃষ্টির প্রারম্ভে বেদের সাহায্যেই সৃষ্টি করেন। সৃষ্টির আদি নাই। কারণ বেদেই আছে—বিধাতা পূর্বকল্পের সৃষ্টির অনুরূপ পরকল্পের সৃষ্টি করেন—

ওঁ সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্বমকল্পয়ৎ॥

ঋগ্বেদ্, ১০/১৯০/৩

প্রত্যেক সৃষ্টির পূর্বে আর একটি সৃষ্টি ছিল। অতএব যেহেতু সৃষ্টি অনাদি, সুতরাং সৃষ্টির পূর্ববর্তী বেদও অনাদি। এইজন্য বেদের উৎপত্তির সময় নির্ণয় করা যায় না। তবে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই অভিমত স্বীকার করেন না। তাঁহারা বেদগ্রন্থ মানুষের রচিত বলেন এবং ইহার রচনাকাল সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছেন। তবে ঋগ্বেদ্ যে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম গ্রন্থ—ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। স্বনামধন্য পৃথিবী বিখ্যাত পণ্ডিত অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার বলিয়াছেন—One thing is certain, there is nothing more ancient and primitive, not only in India, but in the whole world, than the hymns of the Rig Veda. অর্থাৎ একটি বিষয় সুনিশ্চিত যে শুধুমাত্র ভারতবর্ষে নয়, সমগ্র পৃথিবীতে ঋগ্বেদ অপেক্ষা প্রাচীন আর কোন গ্রন্থ নাই।

বেদই হিন্দুর ধর্ম, বেদই হিন্দুর কর্ম, বেদই হিন্দুর হিন্দুত্ব। এক কথায় যিনি বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন—তিনিই হিন্দু নামে অভিহিত হন। বেদ না মানিলে তিনি হিন্দু নহেন। হিন্দু হইতে হইলে বেদকে মানিয়া

চলিতে হয়। বেদে সকল শ্রেণীর সকল হিন্দুর সর্বপ্রকার উপাসনার সার-সামগ্রী নিহিত রহিয়াছে। পরবর্তীকালে জগতে যত কিছু উপাসনা পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে তাহা সকলই বৈদিক উপাসনার অনুকৃতি মাত্র। সেজন্য দেখিতে পাই—বৈদিক ঋষিগণ তুচ্ছাতিতুচ্ছ তৃণ হইতে নিরাকার নির্গুণ পরব্রহ্মের পর্যন্ত উপাসনা করিতেছেন। বেদের মতে—"সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"; "ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ॥" জগতে চেতন অচেতন যত কিছু বস্তু আছে, সমস্ত কিছুর মধ্যেই ব্রহ্ম বিদ্যমান। এই পৃথিবীতে যত জাতির—যত ধর্ম-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে, সকল জাতির সকল ধর্মের সার-সামগ্রী—বৈদিক ধর্মের অন্তর্ভুক্ত আছে। প্রকৃতপক্ষে এমন কোন অবিসম্বাদিত তত্ত্ব এই পর্য্যন্ত কেহ আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, বৈদিক ধর্মে যাহার অস্তিত্ব নাই।

অলৌকিক বিষয়ে বেদ বা শ্রুতিই একমাত্র প্রমাণ। অন্য কোন প্রমাণ বা স্মৃতি গ্রন্থাদি বেদের অনুকূল হইলে গ্রাহ্য, আর প্রতিকূল হইলে ত্যাজ্য। "শ্রুতি-স্মৃতি বিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী", শ্রুতি বা বেদ স্বতঃ প্রমাণ।

কালক্রমে শিষ্য-প্রশিষ্য পরম্পরায় চারি বেদ বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া পড়ে। ঋগ্বেদের ২১ শাখা, যজুর্বেদের ১০৯টি শাখা, সামবেদের ১০০০টি শাখা এবং অথর্ববেদের ৫০টি শাখা আছে—সর্বসমেত চারি বেদের মোট ১১৮০টি শাখা। বর্তমানে এই সকল শাখা-প্রশাখার অধিকাংশ বিলুপ্ত। এই শাখা বলিতে বৃক্ষের অংশ বিশেষ এক এক শাখার ন্যায় বেদের অংশবিশেষকে বুঝায় না। এখানে এক এক শাখা অর্থে এক এক সংস্করণ বুঝিতে হইবে। যে কোন বেদের প্রত্যেক শাখায় সেই বেদের পূর্ণাঙ্গ আছে। কোন বেদের একটি শাখা পড়িলে সেই বেদের সম্পূর্ণ অংশই পড়া হয়।

বেদের প্রতি শাখাতেই ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ ছিল। বেদের শাখাপ্রশাখার মোট সংখ্যা ১১৮০। সুতরাং, অনুমান করা যাইতে পারে যে ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদের প্রত্যেকের সংখ্যা ছিল—১১৮০। কিন্তু বর্তমানে প্রায় অধিকাংশই বিলুপ্ত হইয়াছে। কেবলমাত্র কয়েকখানা ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকের নাম পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের দুইখানি ব্রাহ্মণ—ঐতরেয় ও কৌষিতকী। যজুর্বেদের দুইখানি ব্রাহ্মণ—শুক্ল যজুর্বেদের ব্রাহ্মণ ভাগের

নাম—শতপথ ব্রাহ্মণ। ইহা খুব প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ইহাতে বহু ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। তৎকালীন বৈদিক সমাজ-ব্যবস্থা ও অন্যান্য বহু প্রামাণ্য তথ্য ইহাতে জানা যায়। আর কৃষ্ণ যজুর্বেদের ব্রাহ্মণ ভাগের নাম—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ। সামবেদের দুইটি ভাগ—উত্তর ও পূর্ব। অনেক শাখা ছিল, কিন্তু এখন মাত্র দুইটি শাখা পাওয়া যায়—কৌথুমী ও রাণ্যায়ন। সামবেদের ব্রাহ্মণ সংখ্যা—আটখানি। অথর্ববেদের ব্রাহ্মণ ভাগের নাম—গোপথ ব্রাহ্মণ।

ভগবান্ ব্যাসদেব যখন বেদমন্ত্রগুলি সংহিতারূপে সংকলন করেন, তখন এক একটি ঋষিবংশের ঋক্‌গুলি এক এক মণ্ডলে সন্নিবিষ্ট করেন। কেবলমাত্র প্রথম ও শেষ মণ্ডলে অনেক ঋষির মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

ঋগ্বেদের এক একটি মন্ত্র বা শ্লোকের নাম—'ঋক্'। কয়েকটি ঋক্ বা মন্ত্র দ্বারা কোন একজন দেবতার যে স্তুতি করা হয় তাহাকে 'সূক্ত' বলে। কয়েকটি সূক্ত লইয়া একটি 'অনুবাক' এবং কয়েকটি অনুবাক লইয়া একটি 'মণ্ডল' রচিত হইয়াছে। সমগ্র ঋগ্বেদ-সংহিতায় মোট ১০টি মণ্ডল, ৮৫টি অনুবাক, ১০২৮টি সূক্ত এবং ১০,৫৫২টি ঋক্ আছে। নিম্নে বিভিন্ন মণ্ডলে অনুবাক, সূক্ত ও ঋক্ সংখ্যা প্রদত্ত হইল—

প্রথম মণ্ডল	২৪ অনুবাক	১৯১ সূক্ত	২০০৬ ঋক্
দ্বিতীয় ,,	৪ ,,	৪৩ ,,	৪২৯ ,,
তৃতীয় ,,	৫ ,,	৬২ ,,	৬১৭ ,,
চতুর্থ ,,	৫ ,,	৫৮ ,,	৫৮৯ ,,
পঞ্চম ,,	৬ ,,	৮৭ ,,	৭২৭ ,,
ষষ্ঠ ,,	৬ ,,	৭৫ ,,	৭৬৫ ,,
সপ্তম ,,	৬ ,,	১০৪ ,,	৮৪১ ,,
অষ্টম ,,	১০ ,,	১০৩ ,,	১৭১৬ ,,
নবম ,,	,,	১১৪ ,,	১১০৮ ,,
দশম ,,	১২ ,,	১৯১ ,,	১৭৫৪ ,,
মোট=১০টি মণ্ডল	৮৫ অনুবাক	১০২৮ সূক্ত	১০,৫৫২ ঋক্

ইহাদের মধ্যে অষ্টম মণ্ডলের অন্তর্গত ৮০টি ঋক্ লইয়া ১১টি সূক্তকে বালখিল্য সূক্ত বলা হয়। সায়ণাচার্য এইগুলিকে ঋগ্বেদের অন্তর্ভুক্ত

বলিয়া স্বীকার করেন নাই। সেজন্য এইগুলিকে বাদ দিলে ঋগ্বেদের সূক্ত সংখ্যা দাঁড়ায় ১০১৭টি এবং ঋক্ সংখ্যা হয় ১০,৪৭২টি।

অধ্যয়ন ও অনুষ্ঠান অনুসারে সমগ্র ঋগ্বেদকে দুই প্রকারে বিভক্ত করা হইয়াছে। অধ্যয়নের সুবিধার্থে ঋগ্বেদ মোট ৮টি অষ্টক, ৬৪টি অধ্যায় এবং ১০২৪ বর্গে বিভক্ত। আর অনুষ্ঠান অনুসারে উহা দশটি মণ্ডল, ১০১৭টি সূক্ত এবং ১০,৪৭২টি ঋকে বিভক্ত।

মহর্ষি শৌনক অথবা তদ্বংশীয় কোন ঋষি ঋগ্বেদের একখানি অনুক্রমণিকা লিখিয়াছেন। তাহাতে ঋগ্বেদের প্রত্যেক সূক্তের ছন্দঃ, দেবতা ও ঋষির নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তাছাড়া সেই অতি প্রাচীনকালে তিনি ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রত্যেক শ্লোক, প্রত্যেক শব্দ এবং প্রতিটি অক্ষর পর্য্যন্ত গণনা করিয়া লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাহার ফলে ঋগ্বেদের মধ্যে কোন প্রক্ষিপ্ত শ্লোক অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নহে। কতখানি দূরদৃষ্টি লইয়া ঋষি সেই প্রাচীনকালে এত সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাবিলেও বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। সমগ্র ঋগ্বেদ সংহিতায় ১,৫৩,৮২৬টি শব্দ এবং ৪, ৩২,০০০টি অক্ষর রহিয়াছে। যদিও এই বিষয়ে কিছু কিছু মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু সেই প্রাচীনকালেই যদি ঋগ্বেদের সঙ্কলন কার্য্য শেষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আরও কত সহস্র বৎসর পূর্বে আর্য ঋষিগণ যে ঋগ্বেদের সহস্রাধিক সূক্তগুলি একে একে দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা বলা একান্ত দুঃসাধ্য। সেই সুদূর প্রাচীনকালে ঋষিগণ কঠোর তপস্যা ও প্রজ্ঞাবলে যে ব্রহ্মজ্ঞান ও ধর্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই অদ্যাবধি আর্য হিন্দুধর্মের মূল স্তম্ভস্বরূপ।

যে সমস্ত প্রাতঃস্মরণীয় আর্যঋষিগণ এই সকল হাজার হাজার মন্ত্র সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ কণ্ঠস্থ করিয়া পুরুষানুক্রমে সেইগুলিকে সুরক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট সমগ্র হিন্দু সমাজ যে কতদূর ঋণী, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহাদের ঐকান্তিক যত্ন ও প্রচেষ্টা, অসাধারণ ধীশক্তি ও অধ্যবসায়, প্রগাঢ় আত্মবিশ্বাস ও ধর্মনিষ্ঠার জন্যই আজ আমরা এই শ্রেষ্ঠ অমূল্য রত্নের অধিকারী হইয়াছি। তাঁহাদের সেই অদম্য উদ্যম-উৎসাহ-অধ্যবসায়ের ফলেই আজ আমরা আমাদের দুর্লভ পৈতৃক ধন লাভ করিতে পারিয়াছি।

বেদে বহুপ্রকার দেবতার নাম উল্লেখ আছে। ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ ঐশ্বরিক কার্য ও ক্ষমতার ভিন্ন ভিন্ন বিকাশগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়া আহ্বান করিয়াছেন। কিন্তু সেই ঐশ্বরিক কার্য পরম্পরার নিয়ন্তা ও প্রভু যে এক ও অদ্বিতীয়, তাহা তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদে সেই কথারই সুস্পষ্ট উল্লেখ তাঁহারা করিয়াছেন—

ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুঃ
অথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি
অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ॥

—ঋগ্বেদ ১/১৬৪/৪৬

অর্থাৎ সেই সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মকে ঋষিগণ এক ও অদ্বিতীয় জানিয়াও তাঁহাকে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি, দিব্য, সুপর্ণ, গরুত্মান্, যম, মাতরিশ্বা ইত্যাদি বহু নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞানুষ্ঠানে যে যে বিশেষ মন্ত্রগুলি আবশ্যক হয় এবং যে যে নিয়ম পালন করিতে হয়, তাহা যাহাতে লিখিত হইয়াছে, তাহার নাম 'যজুর্বেদ-সংহিতা'। যজুর্বেদ গদ্যে রচিত। ইহা দুই প্রকার—শুক্ল যজুর্বেদ ও কৃষ্ণ যজুর্বেদ। যজুর্বেদে যজ্ঞকার্য সম্পাদনের বিধানগুলি দেওয়া হইয়াছে। যজুর্বেদের বিভাগগুলি ক্রিয়ামূলক। ইহার ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞক্রিয়ার মন্ত্র ও বিধান দেওয়া হইয়াছে।

যাঁহার জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাঁহাকে বলা হয় 'যজমান'। আর যে যে ঋষি বা ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞকার্য অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদেরকে বলা হয়—'ঋত্বিক'। এই ঋত্বিকের আবার শ্রেণীবিভাগ আছে। যিনি যজ্ঞমন্ত্র পাঠ করেন তিনি হোতা; তিনি ঋক্‌মন্ত্র পাঠ করেন। আর যিনি গান গাহিয়া স্তুতি করেন, তিনি হইতেছেন—উদ্‌গাতা; তিনি সামমন্ত্রে গান করেন। যিনি যজ্ঞে আহুতি দেন তিনি হইতেছেন—অধ্বর্যু। তিনি যজুঃ মন্ত্রে আহুতি দেন।

যজুর্বেদের মোট মন্ত্রসংখ্যা—১৯৭৫। সমগ্র যজুর্বেদ ৪০টি অধ্যায়ে এবং ৩০৩টি অনুবাকে বিভক্ত। সামবেদের মোট মন্ত্রসংখ্যা ১৮৯৩। সামবেদ দুইভাগে বিভক্ত—পূর্বার্চিক ও উত্তরার্চিক। পূর্বার্চিক চারি কাণ্ডে বিভক্ত। চারি কাণ্ড ছয় প্রপাঠক বা পাঁচ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রপাঠকগুলি

অর্ধ প্রপাঠক ও দশতিতে বিভক্ত। উত্তরার্চিকে ২১টি অধ্যায় ও ৯টি প্রপাঠক। এই প্রপাঠকগুলিতে অর্ধ প্রপাঠক আছে; দশতি নাই, কিন্তু সূক্ত আছে।

অথর্ববেদের মোট মন্ত্রসংখ্যা ৫৯৭৭। অথর্ববেদে ২০টি কাণ্ড। এই কাণ্ডগুলি ৩৪৯টি প্রপাঠকে বিভক্ত। ইহাতে ১১১টি অনুবাক, ৭৭টি বর্গ এবং ৭৩১টি সূক্ত আছে।

সমগ্র চতুর্বেদে মোট মন্ত্র সংখ্যা—২০,৩১৭টি। যদিও এবিষয়ে কিছু কিছু মতভেদ আছে।

ইহাই চতুর্বেদের অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

—স্বামী অরুণানন্দ

পাঠ-সঙ্কেত

এই গ্রন্থে প্রত্যেক মন্ত্রের শেষে সেই মন্ত্র কোন্ বেদের কোন্ স্থান হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। যথা—

ঋগ্বেদ, ৩/৬২/১০ অর্থাৎ মণ্ডল ৩, সূক্ত ৬২ এবং মন্ত্র ১০।

সামবেদ পূর্বার্চিক, ১/১/১ অর্থাৎ পূর্বার্চিক-প্রপাঠক ১, দশতি ১ এবং মন্ত্র ১।

সামবেদ উত্তরার্চিক, ৮/১/১২ অর্থাৎ উত্তরার্চিক-প্রপাঠক ৮, দ্বিতীয়ার্ধ প্রপাঠক ১ এবং মন্ত্র ১২।

যজুর্বেদ, ৩/৩৫ অর্থাৎ অধ্যায় ৩ এবং মন্ত্র ৩৫।

অথর্ববেদ, ২/১৫/৪ অর্থাৎ কাণ্ড ২, বর্গ ১৫ এবং মন্ত্র ৪।

১। গায়ত্রী মন্ত্র—

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ,
তৎ সবিতুর্বরেণ্যং,
ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ ওঁ॥

—ঋগ্বেদ, ৩/৬২/১০
যজুর্বেদ, ৩/৩৫, ৩০/২
সামবেদ উত্তরার্চিক, ৬/৩/১০

এই মন্ত্রের দেবতা—সবিতা,
দ্রষ্টা ঋষি—বিশ্বামিত্র
ছন্দ—গায়ত্রী
এইটি বেদের সর্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্র।

শব্দার্থ—ওঁ (পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম) ভূঃ (পৃথিবী) ভুবঃ (অন্তরিক্ষ) স্বঃ (স্বর্গ)। তৎ (সেই) সবিতুঃ (সবিতার) দেবস্য (দেবতার) বরেণ্যং (বরণীয়) ভর্গঃ (জ্যোতি) ধীমহি (ধ্যান করি) ধিয়ঃ (বুদ্ধি সমূহকে) যঃ (যিনি) নঃ (আমাদের) প্রচোদয়াৎ (প্রেরণা দান করেন)।

অনুবাদ—যিনি ত্রিলোক স্রষ্টা অর্থাৎ সমগ্র বিশ্ব জগতের প্রসবিতা, সেই সচ্চিদানন্দঘন পরব্রহ্মের বরণীয় জ্যোতিকে আমরা ধ্যান করি। তিনি আমাদের মন ও বুদ্ধিকে শুভ কার্যে প্রেরণা দান করুন।

শান্তিপাঠ

২। ঋগ্বেদীয় শান্তিপাঠ—

ওঁ বাঙ্‌ মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা,
মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতম্‌,
আবিরাবীর্ম এধি।
বেদস্য ম আণীস্থঃ,
শ্রুতং মে মা প্রহাসীঃ,
অনেন অধীতেন অহোরাত্রান্‌ সংদধামি।
ঋতং বদিষ্যামি, সত্যং বদিষ্যামি,
তন্মামবতু, তদ্বক্তারমবতু,
অবতু মাম্‌, অবতু বক্তারম্‌,
অবতু বক্তারম্‌॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

শব্দার্থ—(মে) আমার (বাক্‌) বাক্য (মনসি) মনে (প্রতিষ্ঠিতা) প্রতিষ্ঠিত হউক। (মে) আমার (মনঃ) মন (বাচি) বাক্যে (প্রতিষ্ঠিতং) প্রতিষ্ঠিত হউক অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিপাদক শব্দরাশিই মনের বিবক্ষিত হউক। (আবিঃ) হে স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম (মে) আমার সকাশে (আবীঃ এধি) প্রকটিত হও (মে) আমার নিকট (বেদস্য) বেদার্থের (আণীস্থঃ) আনয়নে সমর্থ হও (মে শ্রুতং) মৎকর্তৃক শ্রুত বেদার্থ আমাকে (মা প্রহাসীঃ) পরিত্যাগ না করুক (অনেন) এই (অধীতেন) অধীত শাস্ত্রের দ্বারা (অহোরাত্রান্‌) দিবা ও রাত্রিকে (সংদধামি) সংযোজিত করিব (ঋতং) মানসিক সত্য (বদিষ্যামি) বলিব (সত্যং) বাচনিক সত্য (বদিষ্যামি) বলিব। (তৎ) সেই ব্রহ্ম (মাম্‌) আমাকে (অবতু) রক্ষা করুন (তৎ) সেই ব্রহ্ম (বক্তারম্‌ অবতু) আচার্য্যকে রক্ষা করুন। (অবতু মাম্‌) আমাকে রক্ষা করুন (অবতু বক্তারম্‌) আমার আচার্য্যকে রক্ষা করুন। (অবতু বক্তারম্‌) আমার আচার্য্যকে রক্ষা করুন। (আচার্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং শান্তিপাঠের সমাপ্তির জন্য দুইবার পুনরুক্তি করা হইল)।

অনুবাদ—আমার বাক্য মনে প্রতিষ্ঠিত হউক, আমার মন বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হউক। হে স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম, আমার নিকট কৃপাপূর্বক প্রকাশিত হও।

হে বাক্য ও মন, তোমরা আমার নিকট বেদার্থের আনয়নে সমর্থ হও। আমার শ্রুত বিষয় যেন আমাকে পরিত্যাগ না করে। এই অধ্যয়নের দ্বারা আমি দিবারাত্র সংযোজিত করিব।

আমি মানসিক সত্য বলিব। আমি বাচনিক সত্য বলিব। ব্রহ্ম আমায় রক্ষা করুন, ব্রহ্ম আচার্য্যকে (গুরুদেবকে) রক্ষা করুন।

আমাকে রক্ষা করুন, আচার্য্যকে রক্ষা করুন; আমার আচার্য্যকে রক্ষা করুন।

আমাদের ত্রিবিধ দুঃখের শান্তি হউক।

৩। শুক্ল যজুর্বেদীয় শান্তিপাঠ—(১)

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

শব্দার্থ—(অদঃ) উহা অর্থাৎ পরব্রহ্ম (পূর্ণম্‌) পূর্ণ বা সর্বব্যাপী (ইদম্‌) ইহা অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান জগৎ (পূর্ণম্‌) পূর্ণ (পূর্ণাৎ) পূর্ণব্রহ্ম হইতে (পূর্ণম্‌) পূর্ণ সৃষ্টি (উদচ্যতে) উৎপন্ন হয় বা উদ্গত হয়। (পূর্ণস্য) পূর্ণ ব্রহ্মের বা পূর্ণ ব্রহ্ম হইতে (পূর্ণম্‌) পূর্ণ সৃষ্টি (আদায়) উৎপত্তি হইলেও (পূর্ণম এব) পূর্ণত্বই (অবশিষ্যতে) অবশিষ্ট থাকে অর্থাৎ তাঁহার পূর্ণত্বের কোনরূপ হানি হয় না।

অনুবাদ—উহা অর্থাৎ পরব্রহ্ম পূর্ণ, ইহা অর্থাৎ এই পরিদৃশ্যমান জগৎও পূর্ণ। পূর্ণব্রহ্ম হইতে পূর্ণ সৃষ্টি উৎপত্তি (উদ্‌গত) হন।

পূর্ণব্রহ্ম হইতে পূর্ণ সৃষ্টি উৎপত্তি হইলেও পূর্ণব্রহ্মের পূর্ণত্ব-ই অবশিষ্ট থাকে। অর্থাৎ তাঁহার পূর্ণত্বের কোনরূপ হানি বা ক্ষয় হয় না।

আমাদের আধ্যাত্মিক দুঃখ (শারীরিক ও মানসিক দুঃখ) আধিদৈবিক দুঃখ (দৈব দুর্ঘটনাজনিত দুঃখ) এবং আধিভৌতিক দুঃখ (মনুষ্যেতর প্রাণী হইতে দুঃখ)—এই ত্রিবিধ দুঃখের শান্তি হউক।

৪। শুক্ল যজুর্বেদীয় শান্তিপাঠ—(২)

ওঁ দ্যৌঃ শান্তিরন্তরিক্ষং শান্তিঃ,
পৃথিবী শান্তিরাপঃ শান্তিঃ, ওষধয়ঃ শান্তিঃ।
বনস্পতয়ঃ শান্তিঃ, বিশ্বে দেবাঃ শান্তিঃ,
ব্রহ্ম শান্তিঃ, সর্বং শান্তিঃ,
শান্তিরেব শান্তিঃ, সা মা শান্তিরেধি॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

শব্দার্থ—(দৌঃ শান্তিঃ) দ্যুলোকে বা স্বর্গলোকে যে শান্তি (অন্তরিক্ষং শান্তিঃ) অন্তরিক্ষলোকে যে শান্তি, (পৃথিবী শান্তিঃ) পৃথবীতে যে শান্তি, (আপঃ শান্তিঃ) জলে যে শান্তি (ওষধয়ঃ শান্তিঃ) ওষধিতে যে শান্তি (বনস্পতয়ঃ শান্তিঃ) বনস্পতি সমূহে যে শান্তি, (বিশ্বে দেবাঃ শান্তিঃ) সকল দেবতাতে যে শান্তি, (ব্রহ্ম শান্তিঃ) পরব্রহ্মে যে শান্তি (সর্বং শান্তিঃ) সর্ব জগতে যে শান্তি বিরাজমান (শান্তিরেব শান্তিঃ) স্বরূপতঃ যাহা শান্তি (সা মাম্) সেই শান্তি আমাকে (এধি) প্রাপ্ত হউক।

অনুবাদ—দ্যুলোকে (স্বর্গলোকে) যে শান্তি, অন্তরিক্ষলোকে যে শান্তি, পৃথিবীতে যে শান্তি, জলে যে শান্তি, ওষধিতে যে শান্তি, বনস্পতিতে যে শান্তি, সকল দেবতাতে যে শান্তি, পরব্রহ্মে যে শান্তি, সর্বজগতে যে শান্তি বিরাজমান এবং স্বরূপতঃ যাহা শান্তি, সে সমস্তই শ্রীভগবৎ কৃপায় আমাকে প্রাপ্ত হউক।

আমাদের ত্রিবিধ দুঃখের শান্তি হউক।

৫। কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় শান্তিপাঠ—(১)

ওঁ সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু,
সহ বীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বি নাবধীতমস্তু,
মা বিদ্বিষাবহৈ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

শব্দার্থ—(নৌ) আমাদের [গুরু ও শিষ্য] উভয়কে (সহ) তুল্যরূপে (অবতু) রক্ষা করুন (নৌ) উভয়কে (সহ) তুল্যরূপে (ভুনক্তু) ভোগ করান [বিদ্যাফল] (সহ) তুল্যভাবে [আমরা যেন] (বীর্যং) সামর্থ্য [বিদ্যার নিমিত্ত] (করবাবহৈ) লাভ করিতে পারি (নৌ) আমাদের উভয়ের (অধীতম্) লব্ধবিদ্যা (তেজস্বি) বীর্য্যশালী অর্থাৎ তাৎপর্য্যের-প্রকাশক (অস্তু) হউক [আমরা যেন] (মা-বিদ্বিষাবহৈ) পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ যুক্ত না হই (ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ) ত্রিবিধ বিঘ্নের শান্তি হউক।

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ আমাদের উভয়কে (গুরু ও শিষ্য—এই উভয়কে) সমভাবে রক্ষা করুন। আমাদের উভয়কে সমানভাবে বিদ্যা (ফল) দান করুন। আমরা উভয়েই যেন সমভাবে বিদ্যালাভের সামর্থ্য অর্জ্জন করিতে পারি। আমাদের উভয়ের লব্ধ বিদ্যা সফল হউক। আমরা যেন পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি।

আমাদের ত্রিবিধ দুঃখের শান্তি হউক।

৬। কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় শান্তিপাঠ—(২)

ওঁ শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শং নো ভবত্বর্যমা।
শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শংনো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ।
নমো ব্রহ্মণে নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি।
ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি। ঋতং বদিষ্যামি।
সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু। তদ্বক্তারমবতু। অবতু মাম্।
অবতু বক্তারম্॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

শব্দার্থ—(মিত্রঃ) মিত্রদেব বা সূর্য্যদেবতা (নঃ শম্) আমাদের প্রতি সুখপ্রদ হউন (বরুণঃ) বরুণদেব (নঃ শম্) আমাদের প্রতি সুখপ্রদ হউন (অর্য্যমা) অর্য্যমাদেব (নঃ শম্ ভবতু) আমাদের প্রতি সুখকর হউন। (ইন্দ্রঃ চ বৃহস্পতিঃ) দেবরাজ ইন্দ্র ও দেবগুরু বৃহস্পতি (নঃ শম্) আমাদের প্রতি আনন্দপ্রদ হউন। (উরুক্রমঃ বিষ্ণুঃ) বিস্তীর্ণ পাদবিক্ষেপকারী বিষ্ণু (নঃ শম্) আমাদের প্রতি

সুখদায়ক হউন। (ব্রহ্মণে নমঃ) ব্রহ্মরূপী পরোক্ষ বায়ুকে নমস্কার, (নমস্তে বায়ো) প্রত্যক্ষ বায়ুদেবতা তোমাকে নমস্কার। (ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম অসি) তুমিই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম, (ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি) তোমাকে প্রত্যক্ষ ব্রহ্মরূপে বলিব। (ঋতং বদিষ্যামি) তোমাকে ঋতস্বরূপে অর্থাৎ যথার্থ বস্তুরূপে বলিব। (সত্যং বদিষ্যামি) তোমাকে সত্যস্বরূপে বলিব। (তৎ মাম্ অবতু) সেই ব্রহ্ম আমাকে রক্ষা করুন। (তৎ বক্তারম্ অবতু) সেই ব্রহ্ম আচার্য্যকে রক্ষা করুন। (অবতু মাম্) আমাকে রক্ষা করুন, (অবতু বক্তারম্) আমার আচার্য্যকে রক্ষা করুন।

অনুবাদ—মিত্রদেব আমাদের প্রতি সুখপ্রদ হউন। বরুণদেব সুখপ্রদ হউন। অর্য্যমা সুখকর হউন। দেবরাজ ইন্দ্র ও দেবগুরু বৃহস্পতি আমাদের প্রতি আনন্দপ্রদ হউন; বিস্তীর্ণ পাদবিক্ষেপকারী বিষ্ণু আমাদের সুখদায়ক হউন।

ব্রহ্মরূপী (পরোক্ষ) বায়ুকে নমস্কার, হে (প্রত্যক্ষ) বায়ু, তোমাকে নমস্কার। তুমিই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম, তোমাকে প্রত্যক্ষ ব্রহ্মরূপে বলিব, তোমাকে ঋতস্বরূপে—(যথার্থ বস্তুরূপে) বলিব, তোমাকে সত্য স্বরূপে—বলিব।

সেই ব্রহ্ম আমাকে রক্ষা করুন, সেই ব্রহ্ম—আচার্যকে রক্ষা করুন। আমাকে রক্ষা করুন, আমার আচার্য্যকে রক্ষা করুন।

আমাদের ত্রিবিধ বিঘ্নের শান্তি হউক।

৭। সামবেদীয় শান্তিপাঠ—

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি, বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ,
শ্রোত্রমথ বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্বাণি।
সর্বং ব্রহ্মৌপনিষদম্।
মাঽহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাং, মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ,
অনিরাকরণমস্তু, অনিরাকরণং মেঽস্তু।
তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু
ধর্মাস্তে ময়ি সন্তু, তে ময়ি সন্তু॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

শব্দার্থ—(মম) আমার (অঙ্গানি) অঙ্গসমূহ (বাক্) বাগিন্দ্রিয় (প্রাণঃ) প্রাণ (চক্ষুঃ) চক্ষু (শ্রোত্রম্) কর্ণ (অথ) এবং (বলম্) বল (চ) ও (সর্বাণি) সকল (ইন্দ্রিয়ানি) ইন্দ্রিয় (আপ্যায়ন্তু) পুষ্টিলাভ করুক (সর্বং) বস্তুমাত্রই (ঔপনিষদং) উপনিষৎ—প্রতিপাদ্য (ব্রহ্ম) ব্রহ্মস্বরূপ। (অহং) আমি (ব্রহ্মা) ব্রহ্মকে (মা নিরাকুর্যা.) যেন অস্বীকার না করি (ব্রহ্ম) ব্রহ্ম (মা) আমাকে (মা নিরাকরোৎ) যেন প্রত্যাখ্যান না করেন (অনিরাকরণম্) [তাহার নিকট আমার] অপ্রত্যাখ্যান (অস্তু) হউক (মে) আমার নিকট [তাঁহার] (অনিরাকরণম্ অস্তু) অপ্রত্যাখ্যান হউক [আমাদের পরস্পরের নিত্য সম্বন্ধ হউক]। (উপনিষৎসু) উপনিষৎ-সমূহে (যে) যে সকল (ধর্মাঃ) ধর্ম [আছে] (তে) তাহারা (তৎ আত্মনি) সেই—পরমাত্মাতে (নিরতে) নিষ্ঠ (ময়ি) আমাতে (সন্তু) হউক।

অনুবাদ—আমার অঙ্গসমূহ, বাক্-প্রাণ-চক্ষু-কর্ণ-বল ও ইন্দ্রিয়সকল পুষ্টিলাভ করুক। সর্ববস্তুই স্বরূপতঃ উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম।

আমি যেন ব্রহ্মকে অস্বীকার না করি, ব্রহ্মও যেন আমাকে প্রত্যাখ্যান না করেন। তাঁহার সহিত আমার এবং আমার সহিত তাঁহার নিত্য অবিচ্ছেদ্য-সম্বন্ধ হউক।

সেই পরমাত্মায় সতত নিষ্ঠ আমাতে উপনিষৎ প্রতিপাদ্য ধর্মসমূহ প্রতিভাত হউক, আমাতে উহা প্রতিভাত হউক।

আমাদের ত্রিবিধ বিঘ্নের শান্তি হউক।

৮। অথর্ববেদীয় শান্তিপাঠ—

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা,
ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভিঃ যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈ-স্তুষ্টুবাংস-স্তনূভিঃ,
ব্যশেম দেবহিতঃ যদায়ুঃ॥
ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ,
স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।

স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ,
স্বস্তি নো বৃহস্পতি-র্দধাতু॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

শব্দার্থ—(দেবাঃ) দেবগণ (কর্ণেভিঃ) শ্রোত্র সমূহের দ্বারা (ভদ্রং) কল্যাণবচন (শৃণুয়ামঃ) শুনিতে যেন সমর্থ হই (যজত্রাঃ) যজনীয় দেবগণ (অক্ষভিঃ) চক্ষু সমূহের দ্বারা (ভদ্রং) সুশোভন দ্রব্য (পশ্যেম) দর্শন করিতে যেন সমর্থ হই (স্থিরৈঃ,) দৃঢ় (অঙ্গৈঃ) হস্তপদাদি অবয়ব [এবং] (তনূভিঃ) শরীরের সহিত [যুক্ত হইয়া আমরা] (তুষ্টুবাংসঃ) তোমাদিগের স্তব করিয়া (দেবহিতং) প্রজাপতিদ্বারা বিহিত অথবা দেবকর্মে রত (যৎ)-যে (আয়ুঃ) জীবনকাল [তাহা] (ব্যশেম) যেন প্রাপ্ত হই।

(বৃদ্ধশ্রবাঃ) প্রভুত স্তুতি বা হবিঃরূপ অন্ন যাহার আছে সেই (ইন্দ্রঃ) ইন্দ্রদেব (নঃ) আমাদিগের (স্বস্তি) অবিনাশ মঙ্গল [দধাতু (বিধান করুন)]; (বিশ্ববেদাঃ) সর্বজ্ঞানাধার সর্বধনের আধার (পূষা) জগৎ পোষক দেবতা (নঃ) আমাদিগের (স্বস্তি) অবিনাশ [বিধান করুন] (আরিষ্টনেমিঃ) যৎ সম্বন্ধীয় রথনেমির অবাধগতি হয় অথবা-অরিষ্ট-অহিংসা তাহার নেমি বা পালক (তার্ক্ষ্যঃ) গরুড় (নঃ) আমাদিগের (স্বস্তি) অবিনাশ—[বিধান করুন] (বৃহস্পতিঃ) দেবতাদিগের পালয়িতা (নঃ স্বস্তি) অবিনাশ (দধাতু) বিধান করুন।

অনুবাদ—হে দেবগণ, আমরা যেন আমাদের কর্ণের দ্বারা কল্যাণ বচন শ্রবণ করি। হে পূজনীয় দেবগণ, আমরা যেন আমাদের চক্ষু দ্বারা সুন্দর বস্তু দর্শন করি। দৃঢ় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যুক্ত হইয়া আমরা যেন তোমাদের স্তবগান পূর্বক দেবকর্মে নিয়োজিত আয়ুষ্কাল প্রাপ্ত হই।

বৃদ্ধশ্রবাঃ ইন্দ্র আমাদের মঙ্গল করুন; সর্বজ্ঞানাধার পূষা (অর্থাৎ জগৎ পোষক দেবতা) আমাদের মঙ্গল করুন। হিংসা নিবারক গরুড় আমাদের মঙ্গল করুন; দেবগুরু বৃহস্পতিও আমাদের মঙ্গল বিধান করুন।

আমাদের ত্রিবিধ বিঘ্নের শান্তি হউক।

স্বস্তিবাচন

৯।

ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্।
হোতারং রত্নধাতমম্॥

ঋগ্বেদ, ১/১/১

শব্দার্থ—(অগ্নিম্) জ্ঞানস্বরূপ (পুরোহিতম্) সম্মুখে স্থিত (যজ্ঞস্য) শুভকর্মের (দেবম্) পরমাত্মাকে (ঋতু-ইজম্) সব ঋতুতে উপাস্য (হোতারম্) মঙ্গলদাতা (রত্নধাতমম্) রত্নের ধারণ কর্ত্তা (ঈড়ে) স্তুতি করি।

অনুবাদ—শুভকর্মের অনুষ্ঠাতা, সব ঋতুতে পূজনীয়, অভীষ্ট ফল দাতা এবং রত্ন সমূহের ধারণ কর্ত্তা, জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মাকে আমি স্তুতি করি।

১০।

ওঁ স নঃ পিতেব সূনবেঽগ্নে সূপায়নো ভব।
সচস্বা নঃ স্বস্তয়ে॥

ঋগ্বেদ, ১/১/৯

শব্দার্থ—(অগ্নে) হে জ্যোতিঃ স্বরূপ (সঃ) এইরূপে তুমি (সুনবে) পুত্রের জন্য (পিতা ইব) পিতার ন্যায় (নঃ) আমাদের জন্য (সু-উপ-অয়নঃ) সহজলভ্য (ভব) হও (নঃ) আমাদিগকে (স্বস্তয়ে) কল্যাণের জন্য (সচস্ব) আমাদের পরস্পরকে যুক্ত কর।

অনুবাদ—হে জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মন্! পুত্রের নিকট পিতার ন্যায় তুমি আমাদের নিকট সহজলভ্য হও। কল্যাণের জন্য তুমি আমাদের পরস্পরকে যুক্ত কর।

১১।

ওঁ স্বস্তি নোমিমীতামশ্বিনা ভগঃ স্বস্তি দেব্য দিতিরণ র্বণঃ।
স্বস্তিপূষা অসুরো দধাতু নঃ, স্বস্তি দ্যাবা পৃথিবী-সুচেতুনা॥

ঋগ্বেদ, ৫/৫১/১১

শব্দার্থ—(ভগঃ) ভজনীয় প্রভু (নঃ) আমাদের জন্য (অশ্বিনা) দিন ও রাত্রিকে (স্বস্তি) কল্যাণকারী (মিমীতাম্) করুন (দেবী) প্রকাশমান (অদিতি) অখণ্ডনীয় শক্তি (অন্-অর্বণঃ) অলসের প্রতি (স্বস্তি) উৎসাহ দাত্রী হউক (অসুর) বর্ষণকারী (পূষা) পুষ্টিদাতা প্রভু (নঃ) আমাদের (স্বস্তি) হিত (দধাতু) বিধান করুন (দ্যাবা পৃথিবী) দ্যুলোক ও ভূলোক (সুচেতুনা) চেতন জীব দ্বারা (স্বস্তি) কল্যাণ করুক।

অনুবাদ—উপাস্য প্রভু দিন ও রাত্রিকে আমাদের জন্য কল্যাণকারী করুন। প্রভুর অখণ্ডনীয় দিব্য শক্তি অলসদের অন্তরে উৎসাহের সঞ্চার করুক। পুষ্টিশক্তি সম্পন্ন বৃষ্টি কল্যাণকারিণী হউক। দ্যুলোক ও ভূলোক চেতন জীব দ্বারা আমাদের কল্যাণ সাধন করুক।

১২।

ওঁ স্বস্তয়ে বায়ুমুপ ব্রবামহৈ সোমং স্বস্তি ভুবনস্য যস্পতিঃ।
বৃহস্পতিং সর্বগণং স্বস্তয়ে স্বস্তয় আদিত্যাসো ভবন্তু নঃ॥

ঋগ্বেদ, ৫/৫১/১২

শব্দার্থ—(স্বস্তয়ে) স্বস্তির জন্য (বায়ুম্) বায়ুর (উপ, ব্রবামহৈ) কীর্ত্তি গান করি (ভুবনস্য) ব্রহ্মাণ্ডের (যঃ) যিনি (পতিঃ) পালক (সোমম্) চন্দ্রের (স্বস্তি) স্বস্তির জন্য (সর্বগণম্) সকলের সহিত (বৃহস্পতিম্) পরমাত্মার (স্বস্তয়ে) স্বস্তির জন্য (আদিত্যাসঃ) অখণ্ড পরমাত্মা (নঃ) আমাদের (স্বস্তয়ে) কল্যাণের জন্য (ভবন্তু) হউন।

অনুবাদ—কল্যাণের জন্য আমরা বায়ুর কীর্ত্তি গান করি, ব্রহ্মাণ্ডের পোষক চন্দ্রমার কীর্ত্তি গান করি, সকলে মিলিত হইয়া পরমাত্মার কীর্ত্তি গান করি। অখণ্ড পরমাত্মা আমাদের কল্যাণ বিধান করুন।

ভাবার্থ—বায়ু ও চন্দ্রমার স্বরূপকে উপলব্ধি করিয়া তাহা কার্য্যে প্রয়োগ করাকে বায়ু ও চন্দ্রমার স্তুতি করা বলে। বায়ুর শক্তি রহস্য মানব সভ্যতাকে ক্রমোন্নতি দান করিতেছে। চন্দ্রমার শীতল জ্যোতি বা সোম শক্তি ওষধি জগতের পুষ্টিদাতা এবং জীব জগতের রক্ষক। পরমাত্মাই একমাত্র উপাস্য কিন্তু জগতের মধ্যে তাঁহার যে শক্তি লুক্কায়িত আছে তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে।

১৩।

ওঁ বিশ্বে দেবা নো অদ্যা স্বস্তয়ে, বৈশ্বানরো বসুরগ্নিঃ স্বস্তয়ে।
দেবা অবন্তৃভবঃ স্বস্তয়ে স্বস্তিনো রুদ্রঃ পাত্বং হসঃ॥

ঋগ্বেদ, ৫/৫১/১৩

শব্দার্থ—(নঃ) আমাদের প্রতি (বিশ্বে) সব (দেবাঃ) দিব্য গুণ (অদ্য) আজ (স্বস্তয়ে) মঙ্গল দায়ক হউক (বৈশ্বানরঃ) সব মানুষের মধ্যে বিরাজমান (বসুঃ) সকলের অধিষ্ঠাতা (অগ্নিঃ) অগ্নি (স্বস্তয়ে) কল্যাণ দায়ক হউক (স্বস্তয়ে) হিতের জন্য (দেবঃ) প্রকাশমান (ঋভবঃ) বিদ্বানেরা (অবন্ত) রক্ষা করুন (নঃ) আমাকে (রুদ্রঃ) পরমাত্মা (অংহসঃ) পাপ হইতে (স্বস্তি) শান্তির জন্য (পাতু) রক্ষা করুন।

অনুবাদ—দিব্যগুণ সমূহ আমার প্রতি আজ মঙ্গলদায়ক হউক, সব মনুষ্যের মধ্যে বিরাজমান এবং সকলের অধিষ্ঠাতা অগ্নি কল্যাণদায়ক হউক, প্রকাশমান বিদ্বানেরা রক্ষা করুন, পরমাত্মা আমাদিগকে পাপ হইতে শান্তির জন্য রক্ষা করুন।

১৪।

ওঁ স্বস্তি মিত্রাবরুণা স্বস্তি পথ্যে রেবতি।
স্বস্তি ন ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ স্বস্তি নো অদিতে কৃধি॥

ঋগ্বেদ, ৫/৫১/১৪

শব্দার্থ—(মিত্রা বরুণা) মিত্র ও বরুণ প্রাণ ও অপান (স্বস্তি) কল্যাণময় হউক (রেবতি) ধনযুক্ত (পথ্যে) সুমার্গ (স্বস্তি) কল্যাণময় হউক (ইন্দ্রঃ) ঐশ্বর্য্য (অগ্নিঃ) অগ্নি (চ) এবং (অদিতে) হে অদিতে পরমাত্মন্! (নঃ) আমাদের (স্বস্তি) কল্যাণ (কৃধি) কর।

অনুবাদ—প্রাণ ও অপান কল্যাণময় হউক, ধনাগমের পথ কল্যাণময় হউক। ঐশ্বর্য্য ও অগ্নি কল্যাণময় হউক। হে পরমাত্মন্ আমাদের কল্যাণ সাধন কর।

১৫।

ওঁ স্বস্তি পন্থামনুচরেম সূর্য্যাচন্দ্রমসাবিব।
পুনর্দদতাঘ্নতা জানতা সঙ্গমে মহি॥

ঋগ্বেদ, ৫/৫১/১৫

শব্দার্থ—(সূর্য্যা চন্দ্রমসৌ ইব) সূর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায় (স্বস্তি) কল্যাণযুক্ত (পন্থাম্) পথের (অনু-চরেম) অনুগামী হইব (পুনঃ) পুনরায় (দদতা) দানশীল (অঘ্নতা) অহিংসক (জানতা) বিদ্বানের সঙ্গে (সংগমেমহি) মিলিত হইব।

অনুবাদ—সূর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায় আমরা কল্যাণমার্গে চলিব এবং দানশীল অহিংসক বিদ্বান্ পুরুষের সঙ্গলাভ করিব।

ভাবার্থ—চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া পরমাত্মার আজ্ঞা পালন করিব এবং সত্য পথে বিচরণ করিব।

১৬।

ওঁ স্বস্তি নঃ পথ্যাসু ধন্বসু, স্বস্ত্যপ্সু বৃজনে স্বর্বতি।
স্বস্তি নঃ পুত্রকৃথেষু যোনিষু স্বস্তিরায়ে মরুতো দধাতন॥

ঋগ্বেদ, ১০/৬৩/১৫

শব্দার্থ—(মরুতঃ) হে বিদ্বৎগণ! (নঃ) আমাদের জন্য (পথ্যাসু) রাজপথে (ধন্বসু) মরুস্থলে (স্বঃ বতি) উজ্জ্বল (বৃজনে) যুদ্ধে (পুত্রকৃথেষু) পুত্রোৎপাদক (যোনিষু) স্ত্রীতে (রায়ে) ঐশ্বর্য্যের জন্য (স্বস্তি) কল্যাণ (দধাতন) ধারণ কর।

অনুবাদ—হে বিদ্বান্‌গণ! তোমরা আমাদের রাজপথে, মরুস্থলে, ধর্মযুদ্ধে এবং সন্তানের জননী স্ত্রীদের সর্বপ্রকার ঐশ্বর্য্য হেতু কল্যাণ বিধান কর।

ভাবার্থ—বিদ্বানেরা সুখে, দুঃখে, ধর্মযুদ্ধে পুরুষদের এবং স্ত্রীদের ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তিতেও সহায়ক হন।

১৭।

ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে।
নি হোতা সৎসি বর্হিষি॥

সামবেদ, ১/১/১

শব্দার্থ—(অগ্নে) হে প্রকাশ স্বরূপ প্রভু (বীতয়ে) জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য (হব্য দাতয়ে) অন্নাদি পদার্থ দানের জন্য (গৃণানঃ) উপদেশ দিতে দিতে (আ-যা-হি) আগমন কর (হোতা) শুভ গুণ দাতা (বর্হিষি) যজ্ঞাদি শুভকর্ম বিস্তারের জন্য (নি-সৎসি) স্থাপিত হও।

অনুবাদ—হে প্রকাশ স্বরূপ পরমাত্মন্! আমাদের জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য এবং অন্নাদি পদার্থ প্রদানের জন্য উপদেষ্টারূপে ও শুভগুণের দাতা রূপে যজ্ঞ ভূমিতে আবির্ভূত হও।

ভাবার্থ—হৃদয় ক্ষেত্রই যজ্ঞ ভূমি। পরমাত্মা উপদেষ্টারূপে সেখানে বিবেকের বাণী প্রেরণ করেন। সেই বাণী শ্রবণ করাই তাঁহাকে যজ্ঞভূমিতে আবির্ভূত হওয়া—বুঝিতে হইবে।

১৮।

ওঁ গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে, প্রিয়াণাং ত্বা প্রিয়পতি হবামহে।
নিধীনাং ত্বা নিধিপতিং হবামহে, বসো মম॥

যজুর্বেদ, ২৩/১৯

শব্দার্থ—(গণানাম্) গণগণের মধ্যে (ত্বা) তোমাকে (গণপতিম্) গণপতিকে (হবামহে) আহ্বান করি। (প্রিয়ানাম্) প্রিয়গণের মধ্যে (ত্বা) তোমাকে (প্রিয়পতিম্) প্রিয়পতিকে (হবামহে) আহ্বান করি। (নিধীনাম্) নিধিগণের মধ্যে (ত্বা) তোমাকে (নিধিপতিম্) নিধিপতিকে (হবামহে) আহ্বান করি। (বসো মম) হে বসুরূপ পরমেশ্বর, তুমি আমার পালক হও।

অনুবাদ—হে পরমেশ্বর, গণগণের মধ্যে গণপতি তোমাকে আহ্বান করি, প্রিয়গণের মধ্যে প্রিয়পতি তোমাকে আহ্বান করি, নিধিগণের মধ্যে নিধিপতি তোমাকে আহ্বান করি। হে বসুরূপ পরমেশ্বর, তুমি আমার পালক হও।

১৯।

ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ, স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতি-র্দধাতু॥

যজুর্বেদ, ২৫/১৯

শব্দার্থ—(বৃদ্ধশ্রবাঃ ইন্দ্রঃ) কীর্তিমান ইন্দ্র (নঃ স্বস্তি) আমাদের মঙ্গল করুন। (বিশ্ববেদাঃ) সর্বজ্ঞানাধার (পূষা) জগত-পোষক বা পরিপালক দেবতা (নঃ স্বস্তি) আমাদের মঙ্গল করুন। (অরিষ্টনেমিঃ তার্ক্ষ্যঃ) হিংসা নিবারক গরুড় (নঃ স্বস্তি) আমাদের মঙ্গল করুন। (বৃহস্পতিঃ) দেবগুরু বৃহস্পতি (নঃ স্বস্তি দধাতু) আমাদের মঙ্গল বিধান করুন।

অনুবাদ—বৃদ্ধশ্রবা ইন্দ্র আমাদের মঙ্গল করুন। সর্বজ্ঞানাধার জগত পরিপালক দেবতা পূষা আমাদের মঙ্গল করুন। হিংসা নিবারক গরুড় আমাদের মঙ্গল করুন এবং দেবগুরু বৃহস্পতিও আমাদের সকলের মঙ্গল বিধান করুন।

২০।

ওঁ যে ত্রিসপ্তাঃ পরিয়ন্তি বিশ্বা রূপাণি বিভ্রতঃ।
বাচস্পতির্বলা তেষাং তন্বো অদ্য দধাতু মে॥

অথর্ববেদ, ১/১/১

শব্দার্থ—(যে) যে (বিশ্বা) সব (রূপানি) রূপকে (বিভ্রতঃ) ধারণ করিয়া (ত্রি-সপ্তাঃ) এক বিংশ (পরিয়ন্তি) সর্বত্র পূর্ণ রহিয়াছে (বাচস্পতিঃ) বিজ্ঞানেশ্বর (তেষাম্) তাহাদের (তন্বঃ) বিস্তৃত স্বরূপকে (বলা) বলসমূহকে (অদ্য) আজ (মে) আমার (দধাতু) ধারণ করুন।

অনুবাদ—যিনি সমস্ত স্বরূপের ধারণ কর্ত্তা, যাঁহার একবিংশ তত্ত্ব সর্ব্বত্র পূর্ণ রহিয়াছে, যিনি—বিজ্ঞানেশ্বর পরমাত্মা তাঁহার বিস্তৃত স্বরূপের শক্তিকে তিনি আজ আমার মধ্যে ধারণ করুন।

ভাবার্থ—সমগ্র জগতে সত্ত্ব, রজঃ তমঃ এই তিনগুণেরই ক্রীড়া চলিতেছে। শ্রোত্র, নেত্র, প্রাণ, রসনা ও ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন ও বুদ্ধির যোগ করিয়া সাতগ্রহ বা সাধন। এই সপ্তসাধন তিনগুণের ভেদে একবিংশ প্রকারের। ইহাদের সাহায্যেই বাহ্য ও আন্তরিক জগতের অনুভব হয়।

সঙ্কল্প মন্ত্র

২১।

ওঁ যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবং, তদু সুপ্তস্য তথৈবৈতি।
দূরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মে মনঃ শিব-সঙ্কল্পমস্তু॥

যজুর্বেদ, ৩৪/১

শব্দার্থ—(যৎ) যাহা (দৈবম্) দিব্য (জাগ্রতঃ) জাগ্রতের (দূরম্) দূর (উৎ এতি) বাহির হইয়া যায় (উ) এবং (তথা-এব) সেইরূপই (তৎ) তাহা (সুপ্তস্য) নিদ্রিতের (এতি) গমন করে (দূরঙ্গমম্) দূর দূর ধাবমান (জ্যোতিষাম্) ইন্দ্রিয়রূপী জ্যোতিসমূহের মধ্যে (একম্) এক (জ্যোতিঃ) জ্যোতি (তৎ) সেই (মে) আমার (মনঃ) মন (শিব সঙ্কল্পম্) শুভ সঙ্কল্পযুক্ত (অস্তু) হউক।

অনুবাদ—যে দিব্য শক্তিসম্পন্ন মন জাগ্রতাবস্থায় ও নিদ্রিতাবস্থায় উভয় সময়েই দূর দূর ধাবিত হয় এবং যাহা ইন্দ্রিয়রূপী জ্যোতি সমূহের মধ্যে অন্যতম জ্যোতি, আমার সেই মন শুভ সঙ্কল্পযুক্ত হউক।

২২।

ওঁ যেন কর্মাণ্যপসো মনীষিণো যজ্ঞে কৃণ্বন্তি বিদথেষু ধীরাঃ।
যদপূর্বং যক্ষমন্তঃ প্রজানাং, তন্মে মনঃ শিব-সঙ্কল্পমস্তু॥

যজুর্বেদ, ৩৪/২

শব্দার্থ—(যেন) যাহাদ্বারা (অপসঃ) কর্মনিষ্ঠ (মনীষিণঃ) মননশীল (ধীরাঃ) ধীর, (যজ্ঞে) শুভকর্মে (বিদথেষু) জীবন সংগ্রামে (কর্ম্মাণি) কর্ম (কৃণ্বন্তি) করেন (যৎ) যাহা (প্রজানাম্) প্রজাদের (অন্তঃ) মধ্যে (অপূর্বম্) অপূর্ব (যক্ষম্) শক্তি (তৎ) সেই (মে) আমার (মনঃ) মন (শিবসঙ্কল্পম্) শুভ সঙ্কল্পযুক্ত, (অস্তু) হউক।

অনুবাদ—কর্মনিষ্ঠ বিদ্বান্ এবং ধীর পুরুষেরা শুভ কর্মে এবং জীবন যুদ্ধে যাহার সাহায্যে সব কর্ম সম্পাদন করেন এবং যাহা প্রজাদের মধ্যে অপূর্ব শক্তি, আমার সেই মন শুভ সঙ্কল্পযুক্ত হউক।

২৩।

ওঁ যৎ প্রজ্ঞানমুত চেতো ধৃতিশ্চ, যজ্জ্যোতি-রন্তরমৃতং প্রজাসু।
যস্মান্ন ঋতে কিঞ্চন কর্ম ক্রিয়তে, তন্মে মনঃ শিব-সঙ্কল্পমস্তু॥

যজুর্বেদ, ৩৪/৩

শব্দার্থ—(যৎ) যাহা (প্রজ্ঞানম্) বিশেষ জ্ঞানের সাধন (উত) এবং (চেতঃ) স্মৃতির সাধন (চ) এবং (ধৃতিঃ) ধৈর্য্য বৃত্তির সাধন (যৎ) (যাহা, (প্রজাসু) প্রাণিগণের মধ্যে (অন্তঃ) আভ্যন্তরীণ (অমৃতম) অমর (জ্যোতিঃ) জ্যোতি (যস্মাৎ) যাহা (ঋতে) বিনা (কিংচন) কোন ও (কর্ম্ম) কার্য্য (ন) না (ক্রিয়তে) করা যায় (তৎ) সেই (মে) আমার (মন) মন (শিবসঙ্কল্পম্) শুভ সংকল্প যুক্ত (অস্তু) হউক।

অনুবাদ—যাহা প্রাণিগণের মধ্যে জ্ঞান, চেতনা, ধৈর্য্য ও অমৃত জ্যোতির প্রয়োজন সিদ্ধ করে এবং যাহা বিনা কোনও কার্য্য চলিতে পারে না, আমার সেই মন শুভ সংকল্পযুক্ত হউক।

২৪।

ওঁ যেনেদং ভূতং ভুবনং ভবিষ্যৎ, পরিগৃহীত-মমৃতেন সর্বম্।
যেন যজ্ঞস্তায়তে সপ্তহোতা, তন্মে মনঃ শিব-সঙ্কল্পমস্তু॥

যজুর্বেদ, ৩৪/৪

শব্দার্থ—(যেন) যে (অমৃতেন) অমৃত দ্বারা (ইদম্) এই (সর্বম্) সব (ভূতম্) ভূত (ভুবনম্) বর্ত্তমান (ভবিষ্যৎ) ভবিষ্যৎকে (পরি গৃহীতম্) ভালভাবে গ্রহণ করিয়াছে; (যেন) যাহা দ্বারা (সপ্তহোতা) সপ্তহোতা (যজ্ঞঃ) যজ্ঞ (তায়তে) রচিত হয় (তৎ) সেই (মে) আমার (মনঃ) মন (শিবসংকল্পম্) শুভ সঙ্কল্পযুক্ত (অস্তু) হউক।

অনুবাদ—যে অমৃতময় মন অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকে ভাল ভাবে গ্রহণ করে; যাহা দ্বারা দুই শ্রোত্র, দুই চক্ষু, দুই নাসিকা এবং মুখ এই সপ্ত হোতা জীবনযজ্ঞকে রচনা করে, আমার সেই মন শুভ সংকল্পযুক্ত হউক।

২৫।

ওঁ যস্মিন্ ঋচঃ সাম যজূংষি, যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা রথনাভাবিবারাঃ।
যস্মিংশ্চিত্তং সর্বমোতং প্রজানাং, তন্মে মনঃ শিব-সঙ্কল্পমস্তু॥

যজুর্বেদ, ৩৪/৫

শব্দার্থ—(যস্মিন্) যাহাতে (রথনাভৌ) রথনাভিতে (অরাঃ) অরার (ইব) ন্যায় (ঋচঃ) জ্ঞান (সাম) ভক্তি (যজুংষি) কর্ম (প্রতিষ্ঠিতা) প্রতিষ্ঠিত (যস্মিন্) যাহাতে (প্রজানাম্) প্রজাদের (সর্বম্) সব (চিত্তম্) জ্ঞান (ওতম্) যুক্ত (তৎ) সেই (মে) আমার (মনঃ) মন (শিব সংকল্পম্) শুভ সঙ্কল্পযুক্ত (অস্তু) হউক।

অনুবাদ—যাহাতে জ্ঞান ভক্তি কর্ম রথের নাভিতে অরার ন্যায় স্থিত রহিয়াছে এবং সব প্রজার চিত্ত যাহার অধীন থাকে আমার সেই মন শুভ সংকল্পযুক্ত হউক।

২৬।

ওঁ সুষারথি-রশ্বানিব যন্মনুষ্যান্নেনীয়তে অভীশুভি-র্বাজিন ইব।
হৃৎপ্রতিষ্ঠং যদজিরং জবিষ্ঠং, তন্মে মনঃ শিব-সঙ্কল্পমস্তু॥

যজুর্বেদ, ৩৪/৬

শব্দার্থ—(যৎ) যাহা (মনুষ্যান্) মনুষ্যাদি প্রাণীকে (নেনীয়তে) চালনা করে (ইব) যেমন (সু-সারথিঃ) অভিজ্ঞ সারথী (অভীশুভিঃ) বল্গা দ্বারা (বাজিনঃ) বলযুক্ত (অশ্বান্) অশ্বকে (যৎ) যাহা (অজিরম্) জরারহিত (জবিষ্ঠম্) তীব্রবেগবান্ (হৃৎ প্রতিষ্ঠম্) হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত (তৎ) সেই (মে) আমার (মনঃ) মন (শিব সঙ্কল্পম্) শিব সঙ্কল্পযুক্ত (অস্তু) হউক।

অনুবাদ—যেমন অভিজ্ঞ সারথী বল্গা দ্বারা বেগবান্ অশ্বকে বশীভূত রাখে, সেইরূপ যাহা প্রাণীগণকে কর্মে চালনা করে, যাহা অজর, বেগবান্ ও হৃদয়ে স্থিত আমার সেই মন শুভ সঙ্কল্পযুক্ত হউক।

মধুমতী-সূক্তম্

২৭।

ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।

মাধ্বীর্ন সন্ত্বোষধীঃ॥

ঋগ্বেদ, ১/৯০/৬

শব্দার্থ—(ঋতায়তে) সত্যময় পুরুষের জন্য (বাতা) বায়ুগণ (মধু) (ক্ষরন্তি) বর্ষণ করিতেছে (সিন্ধবঃ) সিন্ধুগণ (মধু) মধুক্ষরণ করিতেছে (নঃ) আমাদের জন্য (ওষধীঃ) খাদ্য সমূহ (মাধ্বীঃ) মধুময় (সন্ত) হউক।

অনুবাদ—সত্যময় পুরুষের জন্য বায়ু ও নদীসমূহ মধু বর্ষণ করিতেছে। আমাদের জন্য ওষধী সমূহ মধুময় হউক।

২৮।

ওঁ মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।

মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা॥

ঋগ্বেদ, ১/৯০/৭

শব্দার্থ—(মধু) মধু হউক (নক্তম্) রাত্রি (উত) এবং (উষসঃ) প্রভাত কাল (পার্থিবম্)—পৃথিবীস্থ (রজঃ) ধূলি (মধুমৎ) মধুময় হউক (নঃ) আমাদের জন্য (পিতা) পুষ্টিদায়ক (দ্যৌ) দ্যুলোক (মধু) (অস্তু) হউক।

অনুবাদ—আমাদের জন্য রাত্রি ও দিন মধুময় হউক। পৃথিবীর ধূলিকণা মধুময় হউক, বর্ষণশীল পুষ্টিকারী দ্যুলোক মধুময় হউক।

২৯।

ওঁ মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্য্যঃ।

মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ॥

ঋগ্বেদ, ১/৯০/৮

শব্দার্থ—(নঃ) আমাদের জন্য (বনস্পতিঃ) বনস্পতি (মধুমান্) মধুময় (সূর্য্যঃ) সূর্য্য (মধুমান্) মধুময় (অস্তু) হউক (গাবঃ) গো (নঃ) আমাদের জন্য (মাধ্বীঃ) মাধুর্য্য যুক্ত (ভবন্তু) হউক।

অনুবাদ—বনস্পতি আমাদের জন্য মধুময় হউক। সূর্য্য আমাদের জন্য মধুময় হউক। গো জাতি আমাদের জন্য মাধুর্য্যময় হউক।

৩০।

ওঁ শংনো মিত্রঃ শং বরুণঃ শং নো ভবত্বর্যমা।

শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ॥

ঋগ্বেদ, ১/৯০/৯

শব্দার্থ—(শম্) সুখদাতা (নঃ) আমাদের জন্য (মিত্রঃ) সকলের সুখদাতা (শম্) সুখদাতা (নঃ) আমাদের জন্য (ভবতু) হউক (অর্য্যমা) ন্যায়াধীশ (শম্) সুখদাতা (নঃ) আমাদের জন্য (ইন্দ্রঃ) ঐশ্বর্য্যদাতা (বৃহস্পতিঃ) মহাশক্তিশালী (শম্) সুখদাতা, (নঃ) আমাদের জন্য (বিষ্ণুঃ) সর্বব্যাপক, (উরু ক্রমঃ) মহাপরাক্রমশালী।

অনুবাদ—যিনি সকলের সুখদাতা, সর্বোৎকৃষ্ট ন্যায়াধীশ, ঐশ্বর্য্যদাতা, মহাশক্তিশালী ও মহাপরাক্রান্ত, সেই শ্রীভগবান আমাদের জন্য সুখ ও শান্তি দান করুন।

৩১। **বীর্য্যপ্রার্থনা বা শক্তি প্রার্থনা—**

ওঁ তেজোঽসি তেজো ময়ি ধেহি। ১

ওঁ বীর্য্যমসি বীর্য্যং ময়ি ধেহি। ২

ওঁ বলমসি বলং ময়ি ধেহি। ৩

ওঁ ওজোঽসি ওজো ময়ি ধেহি। ৪

ওঁ মন্যুরসি মন্যুং ময়ি ধেহি। ৫

ওঁ সহোঽসি সহো ময়ি ধেহি। ৬

যজুর্বেদ, ১৯/৯

শব্দার্থ—(তেজঃ) তেজস্বী (অসি) তুমি হও (ময়ি) আমাতে (ধেহি) স্থাপন

কর। ১

(বীর্য্যম্) বীর্য্যবান্ (অসি) তুমি হও (ময়ি) আমাতে (বীর্য্যম্) বীর্য্য (ধেহি) স্থাপন কর। ২

(বলম্) বলবান (অসি) তুমি হও (ময়ি) আমাতে (বলম্) বল (ধেহি) স্থাপন কর। ৩

(ওজঃ) ওজস্বী (অসি) তুমি হও (ময়ি) আমাতে (ওজঃ) ওজঃ (ধেহি) স্থাপন কর। ৪

(মন্যুঃ) অধর্মের দণ্ডদাতা (অসি) তুমি হও (ময়ি) আমাতে (মন্যুম্) অন্যায়ের বিরুদ্ধে ক্রোধ (ধেহি) স্থাপন কর। ৫

(সহঃ) সহনশীল (অসি) তুমি হও (ময়ি) আমাতে (সহঃ) সহনশক্তি (ধেহি) স্থাপন কর। ৬

অনুবাদ—হে ভগবান্, তুমি তেজঃস্বরূপ, আমাকে তেজ দান কর। ১

তুমি বীর্য্য স্বরূপ, আমাকে বীর্য্যবান কর। ২

তুমি শক্তির বা বলের মূর্ত্ত বিগ্রহস্বরূপ, আমাকে বল বা শক্তি দান কর। ৩

তুমি অফুরন্ত ওজঃ স্বরূপ (জীবনীশক্তি) আমাকে ওজস্বী কর। ৪

তুমি অন্যায়ের দণ্ডদাতা ক্রোধস্বরূপ, আমাকে অন্যায়ের প্রতিরোধ শক্তি দান কর। ৫

তুমি সহ্যশক্তির ঘনীভূত মূর্তিস্বরূপ, আমাকে সহিষ্ণুতা দান কর। ৬

৩২। বেদে সকলের অধিকার—

ওঁ যথেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানি জনেভ্যঃ।
ব্রহ্ম রাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায় চারণায় চ॥
প্রিয়ো দেবানাং দক্ষিণায়ৈ দাতুরিহ,
ভূয়াসময়ং মে কামঃ সমৃধ্যতামুপ মাদো নমতু॥

যজুর্বেদ, ২৬/২

শব্দার্থ—(যথা) যেমন (ইমাম্) এই (কল্যাণীম্) মঙ্গলদায়িনী (বাচম্) বেদবাণী (ব্রহ্ম রাজন্যাভ্যাম্) ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কে (শূদ্রায়) শূদ্রকে (চ) এবং (অর্য্যায়) বৈশ্যকে (চ) এবং (স্বায়) নিজের স্ত্রী ও সেবকাদিকে (চ) এবং (অরণায়) অন্যান্য (জনেভ্যঃ) সমগ্র মানবকে (আবদানি) উপদেশ দিতেছি (প্রিয়ঃ দেবানাম্) বিদ্বান্দের যেমন প্রিয় (দক্ষিণায়ৈ) দানের জন্য (দাতুঃ) দানশীল পুরুষের (ইহ) এই সংসারে (ভূয়াসম্) প্রিয় হইয়াছি (অয়ং মে কামঃ) সমৃধ্যতাম্) আমার ইচ্ছা বেদবিদ্যার প্রচার হউক (মা অদঃ উপনমতু) আমাকে এই পরোক্ষ সুখ প্রাপ্ত হউক।

অনুবাদ—হে মনুষ্যগণ, আমি যেরূপ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রীলোক এবং অন্যান্য সমস্ত জনগণকে এই কল্যাণদায়িনী পবিত্র বেদবাণী বলিতেছি, তোমরাও সেইরূপ কর।

যেমন বেদবাণীর উপদেশ করিয়া আমি বিদ্বান্দের প্রিয় হইয়াছি, তোমরাও সেইরূপ হও। বেদবিদ্যা দানের জন্য আমি এই সংসারে দানশীল পুরুষদের যেমন প্রিয় হইয়াছি, তোমরাও সেইরূপ হও। আমার ইচ্ছা বেদ বিদ্যার প্রচার বৃদ্ধি হউক। আমার মধ্যে যেমন সর্ববিদ্যাহেতু সুখ রহিয়াছে, তোমরাও সেইরূপ বেদ বিদ্যার গ্রহণ ও প্রচার দ্বারা মোক্ষ সুখ লাভ কর।

ভাবার্থ—এখানে বেদের ঋষি সুস্পষ্টভাবে বলিতেছেন যে, তাঁহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রীলোক এবং অন্যান্য সমস্ত জনগণের জন্যই পবিত্র বেদবাণী বলিয়াছেন। সুতরাং বেদমন্ত্র উচ্চারণে সকলেরই অধিকার আছে। ইহাতে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নাই।

সংজ্ঞান-সূক্তম্ (সঙ্ঘবদ্ধতার প্রার্থনা)

৩৩।

ওঁ সংগচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্।
দেবা ভাগং যথা পূর্বে সঞ্জানানা উপাসতে॥

ঋগ্বেদ, ১০/১৯১/২

শব্দার্থ—(সং গচ্ছধ্বং) তোমরা সকলে সমবেত ভাবে একসঙ্গে মিলিয়া চল (সং বদধ্বং) একসঙ্গে মিলিয়া আলোচনা কর (বঃ) তোমাদের (মনাং সি) মনসমূহ (সং জানতাম্) উত্তম সংস্কারযুক্ত হউক (যথা) যেরূপ (পূর্বে) পূর্বকালীন (দেবাঃ) দেবগণ বা জ্ঞানী পুরুষেরা (ভাগম্) হবির্ভাগ বা কর্ত্তব্য কর্ম (উপাসতে) গ্রহণ করিয়াছিলেন বা সম্পাদনা করিয়াছিলেন, তোমরাও সেইরূপ কর।

অনুবাদ—হে মনুষ্য, তোমরা সকলে একসঙ্গে চল,—একসঙ্গে মিলিয়া আলোচনা কর, তোমাদের মন-উত্তম সংস্কারযুক্ত হউক। পূর্বকালীন জ্ঞানী পুরুষেরা যেরূপ সম্মিলিত হইয়া কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করিয়াছেন, তোমরাও সেইরূপ কর।

৩৪।

ওঁ সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাম্।
সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি॥

ঋগ্বেদ, ১০/১৯১/৩

শব্দার্থ—(এষাং) ইহাদের বা তোমাদের (মন্ত্রঃ) মত (সমানঃ) এক হউক (সমিতিঃ) মিলনভূমি (সমানী) এক হউক (মনঃ সমানম্) মন এক হউক (চিত্তং সহ) সকলের চিত্ত একত্র সম্মিলিত হউক (বঃ) তোমাদের সকলকে (সমানেন-হবিষা) একই প্রকারের অন্ন ও উপভোগ (জুহোমি) প্রদান করিতেছি।

অনুবাদ—তোমাদের সকলের মত এক হউক, মিলনভূমি এক হউক, মন এক হউক, সকলের চিত্ত সম্মিলিত হউক, তোমাদের সকলকে একই মন্ত্রে

সংযুক্ত করিতেছি, তোমাদের সকলের জন্য অন্ন ও উপভোগ একই প্রকারের প্রদান করিতেছি।

৩৫।

ওঁ সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি॥

ঋগ্বেদ, ১০/১৯১/৪

শব্দার্থ—(বঃ আকূতিঃ) তোমাদের সকলের লক্ষ্য (সমানী) সমান হউক (বঃ হৃদয়ানি) তোমাদের সকলের হৃদয় (সমানা) সমান হউক (বঃ মনঃ) তোমাদের মন (সমানম্ অস্তু) সমান হউক (বঃ সুসহ) তোমাদের সুন্দর ঐক্য (যথা অসতি) যাহাতে হয় সেইরূপ হউক।

অনুবাদ—তোমাদের সকলের লক্ষ্য সমান হউক। তোমাদের সকলের হৃদয় সমান হউক। তোমাদের সকলের মন এক হউক, তোমাদের সকলের সুন্দর ঐক্য যাহাতে হয় সেইরূপ হউক। এইভাবে তোমাদের সকলের শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক।

পুরুষ-সূক্তম্

৩৬।

ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥

ঋগ্বেদ, ১০/৯০/১

শব্দার্থ—(পুরুষঃ) পুরুষ (সহস্রশীর্ষা) অসংখ্য-মস্তক বিশিষ্ট (সহস্র অক্ষঃ) অসংখ্য নয়নশালী (সহস্রপাৎ) অসংখ্য-চরণযুক্ত (সঃ) তিনি (ভূমিম্) ভুবনকে (বিশ্বতঃ) সর্বতোভাবে (বৃত্বা) পরিব্যাপ্ত করিয়া (দশাঙ্গুলম্ অতি-অতিষ্ঠৎ) জগতকে অতিক্রম করিয়া অসীম স্বরূপে, অথবা জগৎকে অতিক্রম করিয়া নাভির দশাঙ্গুল উর্দ্ধে হৃদয় পদ্মমধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

অনুবাদ—সেই পূর্ণস্বরূপ শ্রীভগবানের—অনন্ত মস্তক, অনন্ত নয়ন, অনন্ত চরণ। তিনি বিশ্ব জগৎকে—সর্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত করিয়াও (অর্থাৎ জগতের সর্বত্র সমস্ত কিছুর মধ্যে অবস্থান করিয়াও) জীবদেহে নাভির দশাঙ্গুল উর্দ্ধে হৃদয়মধ্যে অবস্থিত আছেন।

৩৭।

ওঁ পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্।
উতামৃতত্বস্য-ঈশানো যদন্নেনাতিরোহতি॥

ঋগ্বেদ, ১০/৯০/২

শব্দার্থ—(ইদম্) বর্তমান যাহা কিছু (যৎভূতম্) যাহা অতীত (যৎ চ) এবং যাহা (ভব্যম্) ভাবী (সর্বম্) তৎসমস্ত (পুরুষঃ এব) পুরুষই (উত) অধিকন্তু [তিনি] (অমৃতত্বস্য) অমরত্বের, মুক্তির (ঈশানঃ) বিধাতা (যৎ) যাহা (অন্নেন) অন্নদ্বারা (অতিরোহতি) জীবিত থাকে [তাহারও বিধাতা]

অনুবাদ—যাহা কিছু বর্তমান, যাহা অতীত এবং যাহা ভবিষ্যৎ, তৎ সমস্তই সেই পরম পুরুষ। তিনি মুক্তির বিধাতা এবং যাহা কিছু অন্নাবলম্বনে জীবনধারণ করে, তাহারও বিধাতা।

৩৮।

ওঁ এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পূরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥

ঋগ্বেদ, ১০/৯০/৩

শব্দার্থ—(এতাবান্) ত্রিকালবর্তী সমস্ত জগৎ (অস্য) এই পুরুষের মহিমা [স্বীয় শক্তি বিশেষ কিন্তু পারমার্থিক রূপ নহে] (চ) এবং বস্তুতঃ (পুরুষঃ) সেই পুরুষ (অতঃ) এই মহিমা হইতে (জ্যায়ান্) অতিশয় অধিক (বিশ্বা) সমস্ত (ভূতানি) কাল-ত্রয়বর্তী প্রাণিসমূহ (অস্য) এই পুরুষের (পাদঃ) চতুর্থাংশ (অস্য) ইহার [অবশিষ্ট] (ত্রিপাদ্) ত্রি চতুর্থাংশ (অমৃতং) অবিনাশিরূপে (দিবি) স্বপ্রকাশস্বরূপে—[অবস্থিত আছে]।

অনুবাদ—এই সমস্তই তাঁহার মহিমা মাত্র; বস্তুতঃ সেই পুরুষ এই মহিমা হইতেও অতিশয় শ্রেষ্ঠ; কালত্রয়বর্তী সমস্ত জীব তাঁহার একপাদ্র মাত্র; তাঁহার অবশিষ্ট ত্রিপাদ অবিনাশিরূপে ও স্বপ্রকাশস্বরূপে অবস্থিত আছে।

৩৯।

ওঁ ত্রিপাদূর্ধ্ব উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যে-হাভবৎ পুনঃ।
ততো বিষ্বঙ্ ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি॥

ঋগ্বেদ, ১০/৯০/৪

শব্দার্থ—(ত্রিপাৎ-পুরুষঃ) [ত্রিপাদ অর্থাৎ সংসাররহিত ব্রহ্মস্বরূপ] সেই পুরুষ (উর্দ্ধঃ উদৈৎ) উর্দ্ধে [অর্থাৎ অজ্ঞানের কার্য্য সংসারের বহির্ভূত হইয়া এবং অত্রত্য গুণ ও দোষে অস্পৃষ্ট হইয়া] উৎকৃষ্টরূপে অবস্থিত রহিলেন। (অস্য) সেই ব্রহ্মের (পাদঃ) চতুর্থাংশ অর্থাৎ লেশমাত্র (ইহ) মায়ার অন্তরে [সৃষ্টি ও সংহারের নিমিত্ত] (পুনঃ অভবৎ) পুনঃ পুনঃ আগমন করে (ততঃ) তদনন্তর অর্থাৎ মায়াতে আগমন করিয়া (বিষ্বক্) দেবমনুষ্যাদিরূপে [বিবিধ হইয়া] (সাশনানশনে) ভোজনাদি ব্যাপারযুক্ত ও তদ্রহিত চেতন ও অচেতন সকলকে (অভি) লক্ষ্য করিয়া (ব্যক্রামৎ) ব্যাপ্ত হইয়াছিলেন।

অনুবাদ—ত্রিপাদ পুরুষ (জগতের) উর্দ্ধে উৎকৃষ্টরূপে বিদ্যমান রহিলেন। তাঁহার পাদমাত্র মায়ার ভিতরে পুনঃ পুনঃ আগমন করে। মায়ায় প্রবেশানন্তর তিনি নানারূপ হইয়া চেতন ও অচেতন সকল পদার্থকে পরিব্যাপ্ত করিয়াছিলেন।

৪০।

ওঁ তস্মাদ-বিরাড়জায়ত বিরাজো অধি পূরুষঃ।
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চদ্ভূমিমথো পুরঃ॥

ঋগ্বেদ, ১০/৯০/৫

শব্দার্থ—(তস্মাৎ) সেই আদি পুরুষ হইতে (বিরাট) ব্রহ্মাণ্ড দেহ (অজায়ত) উৎপন্ন হইল (বিরাজঃ) বিরাট দেহের (অধি) উপরে [অর্থাৎ তাহাকে আশ্রয় করিয়া] (পুরুষঃ) তদ্দেহাভিমানী কোনও পুরুষ [জাত হইলেন] (সঃ জাতঃ) উৎপন্ন সেই বিরাট পুরুষ (অত্যরিচ্যত) অতিরিক্ত হইলেন [বিরাটের] (পশ্চাৎ) তৎপরে (ভূমিং) ভূমিকে (অথো) এবং তদনন্তর (পুরঃ) জীবগণের শরীর [সৃষ্টি করিলেন]

অনুবাদ—সেই পরমপুরুষ হইতে ব্রহ্মাণ্ড রূপ শরীর উৎপন্ন হইল; সেই বিরাট দেহকে আশ্রয় করিয়া তদ্দেহাভিমানী পুরুষ জাত হইলেন। জাত সেই বিরাট পুরুষ বিরাটের অতিরিক্ত (দেবমনুষ্যাদিও) হইলেন; তদনন্তর জীবদেহ সকল উৎপন্ন হইল।

৪১।

ওঁ তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদজায়ত॥

ঋগ্বেদ, ১০/৯০/৯

শব্দার্থ—(তস্মাৎ সর্বহুতঃ যজ্ঞাৎ) সেই সর্বপূজ্য পরমাত্মা হইতে (ঋচঃ) ঋক্ সকল (সামানি) সাম সকল (জজ্ঞিরে) উৎপন্ন হইল (তস্মাৎ) তাঁহা হইতে (ছন্দাংসি) অথর্ববেদ (জজ্ঞিরে) উৎপন্ন হইল (তস্মাৎ) তাঁহা হইতে (যজুঃ) যজুর্বেদ (অজায়ত) জাত হইল।

অনুবাদ—সেই সর্বপূজ্য পরমাত্মা হইতে ঋগ্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ ও যজুর্বেদ উৎপন্ন হইল।

৪২।

ওঁ ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরূ তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥

ঋগ্বেদ, ১০/৯০/১২

শব্দার্থ—(ব্রাহ্মণঃ) ব্রাহ্মণ (অস্য) এই ভগবান্ ব্রহ্মার (মুখম্ আসীৎ) মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন (রাজন্যঃ) ক্ষত্রিয় (বাহূ) বাহুদ্বয় হইতে (কৃতঃ) উৎপন্ন হইলেন (তৎ অস্য) সেই ব্রহ্মার (যদ্ ঊরূ) ঊরুদ্বয় হইতে (বৈশ্যঃ) বৈশ্য উৎপন্ন হইল (পদ্ভ্যাম্) পাদদ্বয় হইতে (শূদ্রঃ) শূদ্র (অজায়ত) উৎপন্ন হইল।

অনুবাদ—সেই ভগবান্ ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয় হইতে ক্ষত্রিয়, ঊরুদ্বয় হইতে বৈশ্য এবং পাদদ্বয় হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইল।

৪৩।

ওঁ চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্যো অজায়ত।
মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্বায়ুরজায়ত॥

ঋগ্বেদ, ১০/৯০/১৩

শব্দার্থ—(মনসঃ) মন হইতে (চন্দ্রমাঃ) চন্দ্রদেবতা, (জাতঃ) উৎপন্ন হইলেন (চক্ষোঃ) চক্ষু হইতে (সূর্য্যঃ) সূর্য্যদেবতা (অজায়ত) জাত হইলেন (মুখাৎ) মুখ হইতে (ইন্দ্রঃচ অগ্নিঃচ) ইন্দ্রদেব এবং অগ্নিদেব [জাত হইলেন] (প্রাণাৎ) প্রাণ হইতে (বায়ুঃ) বায়ুদেব (অজায়ত) জাত হইলেন।

অনুবাদ—তাঁহার মন হইতে চন্দ্রদেব জাত হইলেন, চক্ষু হইতে সূর্য্যদেব জন্মিলেন, মুখ হইতে ইন্দ্রদেব ও অগ্নিদেব এবং প্রাণ হইতে বায়ুদেব জাত হইলেন।

৪৪।

ওঁ নাভ্যা আসীদন্তরিক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্তত।
পদ্ভ্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাৎ তথা লোকাঁ অকল্পয়ন্॥

ঋগ্বেদ, ১০/৯০/১৪

শব্দার্থ—(নাভ্যাঃ) [প্রজাপতির] নাভি হইতে (অন্তরিক্ষম্) অন্তরিক্ষলোক (আসীৎ) হইল (শীর্ষ্ণোঃ) মস্তক হইতে (দ্যৌঃ) দ্যুলোক (সমবর্তত) উৎপন্ন হইল (পদ্ভ্যাং) পাদদ্বয় হইতে (ভূমিঃ) পৃথিবী (শ্রোত্রাৎ) কর্ণ হইতে (দিশঃ) দিক্‌সকল [উৎপন্ন হইল]; [দেবগণ] (তথা) উক্ত প্রকারে (লোকান্) লোকসমূহকে (অকল্পয়ন্) কল্পনা করিলেন।

অনুবাদ—তাঁহার নাভি হইতে অন্তরিক্ষলোক হইল, মস্তক হইতে দ্যুলোক উৎপন্ন হইল, পাদদ্বয় হইতে পৃথিবী ও শ্রোত্র হইতে দিকসমূহ উৎপন্ন হইল। উক্ত প্রকারে (দেবগণ) লোকসমূহের কল্পনা করিলেন।

৪৫।

ওঁ সপ্তাস্যাসন্ পরিধয়স্ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ।

দেবা যদ্ যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্॥

ঋগ্বেদ ১০/৯০/১৫

শব্দার্থ—(অস্য) ঐ মানস যজ্ঞের (সপ্ত) [গায়ত্র্যাদি] সপ্ত [ছন্দঃ] (পরিধয়ঃ) পরিধি [আহ্বনীয় অগ্নির উত্তর দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে তিনখানি কাষ্ঠদ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখিতে হয়, তাহাকে পরিধি বলে। ঐষ্টিক বেদিতে তিনটি পরিধি, উত্তর বেদিতে তিনটি পরিধি থাকে; পূর্বদিকে পরিধির প্রতিনিধিস্বরূপ সূর্য্য সপ্তমস্থানীয়। অতএব আদিত্যসহিত সপ্ত পরিধি সপ্তচ্ছন্দঃস্বরূপ] (আসন্) ছিল (ত্রিঃ সপ্ত) একবিংশতি পদার্থ [দ্বাদশ মাস, পঞ্চ ঋতু, ত্রিলোক ও আদিত্য] (সমিধঃ) যজ্ঞকাষ্ঠরূপে (কৃতাঃ) ভাবিত হইয়াছিল; (যজ্ঞং) মানস যজ্ঞ (তন্বানাঃ) অনুষ্ঠানে নিরত; (দেবাঃ) প্রজাপতির প্রাণেন্দ্রিয়রূপ দেবগণ; (যৎ) যে বিরাট পুরুষ আছেন [সেই] (পুরুষং) পুরুষকেই (পশুম্) পশুরূপে (অবধ্নন্) যূগবদ্ধ [রূপে ভাবনা] করিয়াছিলেন।

অনুবাদ—ঐ (মানস) যজ্ঞে (গায়ত্র্যাদি) সপ্ত (ছন্দঃ) পরিধিরূপে (কল্পিত) হইয়াছিল, একবিংশতি (পদার্থ) সমিধরূপে ভাবিত হইয়াছিল; যজ্ঞানুষ্ঠান নিরত দেবগণ বর্তমান (বিরাট) পুরুষকেই পশুরূপে যূগবদ্ধ করিয়াছিলেন (অর্থাৎ ঐ রূপে ভাবিয়াছিলেন)।

সৃষ্টি-সূক্তম্

৪৬।

ওঁ ঋতং চ সত্যং চাভীদ্ধাৎ তপসোঽধ্যজায়ত।

ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ॥

ঋগ্বেদ, ১০/১৯০/১

শব্দার্থ—(অভীদ্ধাৎ) প্রকাশমান পরমাত্মা হইতে অথবা [পূর্বকালে সৃষ্টির জন্য ব্রহ্মার দ্বারা] কৃত (তপসঃ) তপস্যার বা স্রষ্টব্য পর্য্যালোচনার; (অধি) পরে (ঋতং) মানসিক যথার্থ সঙ্কল্প; (সত্যং) বাচিক যথার্থ ভাষণ; (চ চ) এবং অপরাপর শাস্ত্রীয় ধর্মসমূহ; (অজায়ত) উৎপন্ন হইল; (ততঃ) সেই পরমাত্মা হইতে (রাত্রী) রাত্রি; (অজায়ত) জাত হইল; (ততঃ) তাঁহা হইতেই (অর্ণবঃ) জলপূর্ণ (সমুদ্রঃ) সাগর।

অনুবাদ—সৃষ্টি বিষয় পর্যালোচনার পরে প্রকাশ স্বরূপ পরমাত্মা হইতে মানসিক সত্য, বাচিক সত্য ও অপরাপর ধর্ম উৎপন্ন হইল। তাঁহা হইতে দিবা ও রাত্রি এবং তাঁহা হইতে জলপূর্ণ সমুদ্র হইল।

৪৭।

ওঁ সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরো অজায়ত।

অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী॥

ঋগ্বেদ, ১০/১৯০/২

শব্দার্থ—(অর্ণবাৎ) জলপূর্ণ (সমুদ্রাৎ) সাগরের (অধি) পরে (সং বৎসরঃ) সংবৎসর [সর্বকাল] (অজায়ত) জাত হইল [সেই ঈশ্বর] (অহোরাত্রানি) দিবস ও রাত্রির দ্বারা উপলক্ষিত সমস্ত ভূতকে (বিদধৎ) সৃষ্টি করিয়া (মিষতঃ) নিমিষাদিযুক্ত (বিশ্বস্য) সকল প্রাণীর (বশী) স্বামী [রূপে বর্তমান আছেন]

অনুবাদ—জলপূর্ণ সাগরের পরে সংবৎসর জাত হইল। ঈশ্বর দিন রাত্রি ও ভূতবর্গকে সৃজন করিয়া নিমিষাদিযুক্ত প্রাণিবর্গের স্বামিরূপে বর্তমান আছেন।

৪৮।

ওঁ সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ।

দিবং চ পৃথিবীং চাহন্তরিক্ষমথো স্বঃ॥

ঋগ্বেদ, ১০/১৯০/৩

শব্দার্থ—(সূর্যাচন্দ্রমসৌ) কালের চিহ্নস্বরূপ সূর্য্য ও চন্দ্রকে; (স্বঃ দিবং চ) এবং সুখস্বরূপ দ্যুলোককে; (পৃথিবীং চ) ভূলোককে, (অথো অন্তরিক্ষং) এবং অন্তরিক্ষলোককে (ধাতা) বিধাতা (যথাপূর্বং) অতীতকালের ন্যায়; (অকল্পয়ৎ) সৃষ্টি করিয়াছিলেন; [সেই প্রকারে আগামীকালেও সৃষ্টি করিবেন]

অনুবাদ—কালের পরিচায়ক সূর্য্য ও চন্দ্রকে, সুখস্বরূপ স্বর্গকে, পৃথিবীকে এবং অন্তরিক্ষলোককে বিধাতা পূর্ব সৃষ্টির ন্যায় সৃজন করিয়াছিলেন (এবং আগামী কল্পেও সেইরূপই সৃজন করিবেন)।

৪৯। পরব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়

ওঁ ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নি-মাহু রথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।

একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি, অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ॥

ঋগ্বেদ, ১/১৬৪/৪৬

শব্দার্থ—(সৎ) সৎ বস্তু অর্থাৎ পরব্রহ্ম (একং) এক ও অদ্বিতীয়, (বিপ্রাঃ) জ্ঞানীগণ [তু তং] [কিন্তু তাঁহাকে] (ইন্দ্রম্) ইন্দ্র (মিত্রম্) মিত্র (বরুণম্) বরুণ (অগ্নিম্) অগ্নি (অথ) তারপর (দিব্যঃ) দিব্য বা দ্যুলোকস্থিত (সঃ) সেই (সুপর্ণঃ) সুপর্ণ (গরুত্মান্) গরুড় পক্ষী (যমম্) যম (মাতরিশ্বানম্) বায়ু (আহুঃ) বলিয়া থাকেন।

অনুবাদ—সেই সদ্বস্তু অর্থাৎ পরব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়। কিন্তু জ্ঞানীগণ তাঁহাকে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি, দিব্য (সূর্য্য), সুপর্ণ, গরুড়, যম, বায়ু ইত্যাদি বিভিন্ন নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

৫০। সমগ্র বিশ্ববাসীকে আর্য্য ধর্মে দীক্ষিত করণ—

ওঁ ইন্দ্রং বর্ধন্তো অপ্তুরঃ, কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্য্যম্।

অপঘ্নন্তো অরাব্ণঃ॥

ঋগ্বেদ, ৯/৬৩/৫

শব্দার্থ—(ইন্দ্রং বর্ধন্তঃ) ঈশ্বরের মহিমাকে বর্দ্ধিত কর, (অপঘ্নন্তঃ অরাব্ণঃ) স্বত্বাপহারী অনার্য্যদিগকে, (অপ্তুরঃ) সমুচিত শিক্ষা দাও, (কৃণ্বন্তঃ) করিতে থাক, (বিশ্বম্ আর্য্যম্) সমগ্র বিশ্ববাসীকে আর্য্য ধর্মভুক্ত।

অনুবাদ—হে মনুষ্যগণ (আর্য্যগণ) তোমরা ঈশ্বরের মহিমাকে বর্দ্ধিত কর, স্বত্বাপহারী অনার্য্যগণকে সমুচিত শিক্ষা দাও এবং সমগ্র বিশ্ববাসীকে আর্য্যধর্মে দীক্ষিত করিতে থাক।

বিঃ দ্রঃ এই পর্য্যন্ত বেদ মন্ত্র ৫০টি লিখিত হইল—গায়ত্রী মন্ত্র সহ।

ঋগ্বেদ

৫১। ভক্তি

উপ ত্বাগ্নে দিবে দিবে দোষাবস্ত র্ধিয়া বয়ম্।
নমো ভরন্ত এমসি॥

ঋগ্বেদ, ১/১/৭

শব্দার্থ—(অগ্নে) হে পরমাত্মন্! (বয়ম্) আমরা (দিবে দিবে) প্রতিদিন (দোষাবস্তঃ) রাত্রিতে ও দিবা ভাগে (ধিয়া) বুদ্ধি ও কর্মদ্বারা (নমো ভরন্তঃ) ভক্তি উপহার লইয়া (ত্বা) তোমার (উপ) নিকট (এমসি) আসিতেছি।

অনুবাদ—হে পরমাত্মন্! আমরা প্রত্যহ রাত্রিভাগে ও দিবাভাগে বুদ্ধি ও কর্মদ্বারা ভক্তি উপহার লইয়া তোমার নিকট আসিতেছি।

৫২। সরস্বতী

চোদয়িত্রী সূনৃতানাং চেতন্তী সুমতীনাং।
যজ্ঞং দধে সরস্বতী॥

ঋগ্বেদ, ১/৩/১১

শব্দার্থ—(সূনৃতানাম্) সত্য ও প্রিয়বাণীর (চোদয়িত্রী) প্রেরণাদাত্রী (সুমতীনাম্) সৎ বুদ্ধির (চেতন্তী) চেতনা দাত্রী (সরস্বতী) মাতা সবস্বতা (যজ্ঞম্) শুভকর্মকে (দধে) ধারণ করিয়া আছে।

অনুবাদ—সত্য ও প্রিয়বাণীর প্রেরণা দাত্রী এবং সৎ বুদ্ধির চেতনা দাত্রী মাতা সরস্বতী শুভ কর্মকে ধারণ করিয়া আছেন।

৫৩। জ্ঞান সমুদ্র

মহো অর্ণঃ সরস্বতী প্রচেতয়তি কেতুনা।
ধিয়ো বিশ্বা বিরাজতি॥

ঋগ্বেদ, ১/৩/১২

শব্দার্থ—(সরস্বতী) জ্ঞানদেবী (কেতুনা) জ্ঞান দ্বারা (মহঃ অর্ণঃ) মহা জ্ঞান সমুদ্রকে (প্রচেতয়তি) প্রকাশিত করেন (বিশ্বাঃ ধিয়ঃ) সব ধারণাবতী বুদ্ধিকে (বিরাজতি) দীপ্তি দান করেন।

অনুবাদ—জ্ঞানদাত্রী মাতা সরস্বতী প্রজ্ঞাশক্তি দ্বারা মহান্ জ্ঞান সমুদ্রকে প্রকাশ করেন এবং ধারণাবতী বুদ্ধি সমূহকে দীপ্তি দান করেন।

৫৪। ব্রহ্মযজ্ঞ

যুঞ্জন্তি ব্রধ্নমরুষং চরন্তং পরিতস্থুষঃ।
রোচন্তে রোচনা দিবি॥

ঋগ্বেদ, ১/৬/১

শব্দার্থ—(যুৎযন্তি) যুক্ত করেন (ব্রধ্নম্) মহান্ (অরুষম্) অহিংসক (চরন্তম্) সর্বজ্ঞ (পরি) সর্বত্র (তস্থুষঃ) স্থিত (রোচন্তে) জ্যোতির্ময় হন (রোচনা) অবিদ্যান্ধকার হইতে মুক্ত হইয়া (দিবি) পরমাত্মার জ্যোতিতে।

অনুবাদ—বিদ্বানেরা ব্রহ্মযজ্ঞ বা উপাসনা যোগদ্বারা স্বীয় আত্মাকে মহান্ হিংসা রহিত, সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী পরমাত্মার সহিত যুক্ত করেন। তাঁহাদের আত্মা অবিদ্যা অন্ধকার হইতে মুক্ত হইয়া জ্যোতির্ময় পরমাত্মার জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়।

৫৫। মাতৃভাষা, মাতৃসভ্যতা ও মাতৃভূমি বৈদিকযুগে দেশভক্তি

ইলা সরস্বতী মহী তিস্রো দেবীর্ময়োভুবঃ।
বর্হিঃ সীদং-ত্বস্রিধঃ॥

ঋগ্বেদ, ১/১৩/৯

শব্দার্থ—(ইলা) মাতৃভাষা (সরস্বতী) মাতৃসভ্যতা (মহী) মাতৃভূমি (তিস্রঃ দেবীঃ) তিন দেবী (ময়োভুবঃ) কল্যাণকারিণী (বর্হিঃ) অন্তঃকরণে (অস্রিধঃ) না ভুলিয়া (সীদন্তু) উপবিষ্ট হউক।

অনুবাদ—মাতৃভাষা, মাতৃসভ্যতা ও মাতৃভূমি এই তিন দেবী কল্যাণ দান করেন। এই তিন দেবতা আমাদের অন্তঃকরণে স্থায়ীভাবে অবস্থান করুন।

৫৬। সিদ্ধি

যস্মাদৃতে ন সিধ্যতি যজ্ঞো বিপশ্চিতশ্চন।
স ধীনাং যোগমিন্বতি॥

ঋগ্বেদ, ১/১৮/৭

শব্দার্থ—(যস্মাৎ ঋতে) যিনি ছাড়া (বিপশ্চিতঃ চন) বড় বড় বুদ্ধিমানেরও (যজ্ঞঃ) শুভ কর্ম (ন সিদ্ধ্যতি) সিদ্ধ হয় না (স) সেই প্রভু (ধীনাং যোগং ইন্বতি) বুদ্ধি যোগেই ব্যাপ্ত হন।

অনুবাদ—যিনি ছাড়া বড় বড় বুদ্ধিমানের শুভকর্মও সফল হয় না সেই প্রভুকে বুদ্ধি যোগেই লাভ করা যায়।

৫৭। ধারণ কর্তা

ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নি দধে পদম্।
স মূঢ়মস্য পাংসুরে॥

ঋগ্বেদ, ১/২২/১৭

শব্দার্থ—(ইদম্) এই (বিষ্ণুঃ) ব্যাপক পরমাত্মা (বি) বিবিধ ভাবে (চক্রমে) গঠন করেন (ত্রেধা) তিন প্রকারের (নিদধে) ধারণ করিয়াছেন (পদম্) জগৎকে (সম্) সম্যক প্রকারে (উঢ়ম্) তর্কদ্বারা জ্ঞাতব্য (অস্য) ইহার (পাংসুরে) সূক্ষ্ম রেণু পূর্ণ আকাশে।

অনুবাদ—সর্বব্যাপক পরমাত্মা এই প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ জগৎকে বিশেষ ক্রমপূর্বক রচনা করিয়াছেন। স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ এই তিন প্রকারের এবং সূক্ষ্মরেণু পূর্ণ আকাশে সুব্যবস্থিত জগৎকে তিনি ধারণ করিয়াছেন।

৫৮। নিয়ন্তা

বিষ্ণোঃ কর্মাণি পশ্যত যতো ব্রতানি পস্পশে।
ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা॥

ঋগ্বেদ, ১/২২/১৯

শব্দার্থ—(বিষ্ণোঃ) সর্বব্যাপক পরমাত্মার (কর্মাণি) কর্ম সমূহকে (পশ্যত) জান (যতঃ) যাহা হইতে (ব্রতানি) উত্তম কর্ম সমূহকে (পস্ পশে) প্রাপ্ত হয় (ইন্দ্রস্য) জীবের (যুজ্যঃ) সর্বদেশ ও কালে যুক্ত (সখা) সুখ সম্পাদক।

অনুবাদ—যিনি জীবের সহিত সর্বস্থানে সর্বসময়ে যুক্ত রহিয়াছেন, যিনি সর্ব সুখদাতা, যাঁহার জন্য জীব শুভকর্মকে লাভ করে সেই সর্বব্যাপক পরমাত্মার সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কার্য্য সম্যক্ অবগত হও।

ভাবার্থ—বিশ্বসংসার পরমাত্মার নিয়মানুসারেই চলিতেছে। এই নিয়মকে জানিলেই নিয়ন্তাকে জানা যায়।

৫৯। প্রত্যক্ষ

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততম্॥

ঋগ্বেদ, ১/২২/২০

শব্দার্থ—(তৎ) সেই (বিষ্ণোঃ) সর্বব্যাপক পরমাত্মার (পরমম্) সর্বোৎকৃষ্ট (পদম্) জ্ঞাতব্য তত্ত্বকে (সদা) সর্বদা (পশ্যন্তি) সন্দর্শন করেন (সূরয়ঃ) জ্ঞানীরা (দিবি) দ্যুলোকে (ইব) যেমন (চক্ষুঃ) নেত্র (আততম্) বিস্তৃত।

অনুবাদ—ধার্মিক জ্ঞানীরা দ্যুলোকের বিশাল চক্ষু সূর্য্যাদির ন্যায় সর্বব্যাপক পরমাত্মার সেই পরম পদ সন্দর্শন করেন।

ভাবার্থ—প্রাণী যেমন সূর্য্যের সাহায্যে শুদ্ধ নেত্র দ্বারা মূর্তিমান পদার্থকে দর্শন করে, ধার্মিক বিদ্বানেরা শুদ্ধ জ্ঞাননেত্র দ্বারা তেমনই নিজের মধ্যে পরমাত্মার পরমপদ সন্দর্শন করেন।

৬০। জল

অপো দেবীরুপহ্বয়ে যত্রগাবঃ পিবন্তি নঃ।
সিন্ধুভ্যঃ কর্ত্বং হবিঃ॥

ঋগ্বেদ, ১/২৩/১৮

শব্দার্থ—(অপঃ দেবীঃ) দিব্য জলকে (উপহ্বয়ে) আমি অভ্যর্থনা করিতেছি (নঃ)

আমাদের (গাবঃ) ভূমি ও পশু (যত্র পিবন্তি) যেখানে পান করিতেছে (সিন্ধুভ্যঃ) নদীর প্রতি (হবিঃ) যথাযোগ্য ব্যবহার (কর্ত্বম্) করিবে।

অনুবাদ—পবিত্র জলকে আমি অভ্যর্থনা করিতেছি। ইহার দ্বারা আমাদের ভূমি ও পশু তৃষ্ণা নিবারণ করে। নদীকে রক্ষার জন্য যথাযোগ্য প্রচেষ্টা করিবে।

৬১। অমৃত

অপ্‌স্বন্তরমৃতমপ্‌সু ভেষজমপামুত প্রশস্তয়ে।
দেবা ভবত বাজিনঃ॥

ঋগ্বেদ, ১/২৩/১৯

শব্দার্থ—(অপ্সু অন্তঃ) জলের ভিতর (অমৃতম্) অমৃত (অপ্সু) জলে (ভেষজম্) রোগ নিবারক শক্তি (অপাম্) জলের (উত)ই (প্রশস্তয়ে) উত্তম কীর্ত্তির জন্য (দেবাঃ) হে বিদ্বান্‌গণ! (বাজিনঃ) বলবান্ (ভবত) হও।

অনুবাদ—জলের মধ্যে অমৃত ও রোগ নিবারক শক্তি আছে। হে বিদ্বান্‌গণ! জলের সদ্ব্যবহার করিয়া তোমরা শক্তিমান হও।

৬২। বিশ্বভেষজী

অপ্সু মে সোমো অব্রবীদন্ত বিশ্বানি ভেষজা।
অগ্নিং চ বিশ্বশম্ভুবমাপশ্চ বিশ্বভেষজীঃ॥

ঋগ্বেদ, ১/২৩/২০

শব্দার্থ—(সোমঃ) অমৃতময় পরমাত্মা (মে) আমাকে (অব্রবীৎ) উপদেশ দিয়াছেন (অপ্সু অন্তঃ) জলের মধ্যে (বিশ্বা ভেষজা) সব ও ওষধি (অগ্নিম্ চ) এবং অগ্নিকে (বিশ্ব-শম্ভুবম্) সর্বত্র কল্যাণকারী (চ) এবং (আপঃ) জল (বিশ্বভেষজীঃ) সব রোগের চিকিৎসক।

অনুবাদ—অমৃতময় পরমাত্মা আমাকে উপদেশ দিয়াছেন যে জলের মধ্যে সমস্ত ওষধি বিদ্যমান, অগ্নি সর্বত্র কল্যাণকারী এবং জল সব রোগের ঔষধ।

৬৩। দস্যু

বধীর্হি দস্যুং ধনিনং ধনেন একশ্চরন্নু পশাকে ভিরিন্দ্র।
ধনোরধি বিষুনক্তে ব্যায়ন্নযজ্বানঃ সনকাঃ প্রেতিমীয়ুঃ॥

ঋগ্বেদ, ১/৩৩/৪

শব্দার্থ—(ইন্দ্র) হে নরেন্দ্র! (উপশাকেভিঃ) তুমি বিবিধ শক্তিযুক্ত (একঃ চরন্) একাকী বিচরণ করিয়া (ধনেন) বজ্রতুল্য অস্ত্রদ্বারা (হি) নিশ্চয়ই (ধনিনম্) ধনাঢ্য (দস্যুম্) চোর, ডাকাত আদি দুষ্টকে (বধী) বধ কর এবং সেনকাঃ) লুণ্ঠনকারী মনুষ্য (তে) তোমার (ধনোঃ অধি) অস্ত্রশস্ত্রের উপর (ব্যায়ন্) আসিয়া (বিষুক্) সর্বপ্রকারে (প্রেতিম্) মরণকে (ঈয়ুঃ) প্রাপ্ত হউক (অযজ্বানাঃ) যজ্ঞাদি শুভ কর্ম বিরহিত।

অনুবাদ—হে নরেন্দ্র! বিবিধ শক্তিযুক্ত তুমি একাকী বিচরণ করিয়া বজ্রতুল্য অস্ত্র দ্বারা নিশ্চয়ই ধনিক চৌরাদি দুষ্ট প্রাণীকে বধ কর। তোমার অস্ত্রের সম্মুখে আগত দুষ্ট কর্মা পরস্ব লুণ্ঠনকারী মৃত্যু মুখে পতিত হউক।

৬৪। মাধ্যাকর্ষণ

আ কৃষ্ণেন রজসা বর্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্যং চ।
হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্॥

ঋগ্বেদ, ১/৩৫/২

শব্দার্থ—(সবিতা) সূর্য্য (কৃষ্ণেন রজসা) আকর্ষণ শক্তি যুক্ত পৃথিব্যাদি লোক লোকান্তরের সহিত। 'লোকা রজাংস্যুচ্যন্তে' নিরুক্ত। (বর্ত্তমানঃ) থাকিয়া (অমৃতং মর্ত্যং চ) নশ্বর অবিনশ্বর উভয়কে (আ নিবেশন্) নিজ নিজকার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়া (দেবঃ) এই মহান্ দেব (হিরন্ময়েন) নিজের দিকে আকর্ষণকারী (রথেন) রথদ্বারা (ভুবনানি পশ্যম্) চারিদিকের ভুবনকে যেন দেখিতে দেখিতে (আয়াতি) গমনা গমন করে।

অনুবাদ—সূর্য্য আকর্ষণযুক্ত পৃথিব্যাদি লোক লোকান্তরকে সঙ্গে রাখিয়া নশ্বর অবিনশ্বর উভয় পদার্থকে নিজ নিজ কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়া এবং মাধ্যাকর্ষণ রূপ রথে চড়িয়া যেন সারা লোকান্তরকে দেখিতে দেখিতে গমন করিতেছে।

ভাবার্থ—ভাস্করাচার্য্য (১১৫০ খৃঃ) উল্লেখ করিয়াছেন-সিদ্ধান্ত শিরোমণি নামক জ্যোতিঃ শাস্ত্রের গোলাধ্যায়ে—"আকৃষ্টি শক্তিশ্চ মহী তয়া যৎ স্বস্থং গুরু স্বাভিমুখী করোতি। আকৃষ্যতে তৎ পততীব ভাতি সমে সমন্তাৎ কুরিয়ং প্রতীতিঃ॥" অর্থাৎ সর্ব পদার্থের মধ্যে এক আকর্ষণ শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। যে শক্তি দ্বারা পৃথিবী আকাশস্থ পদার্থকে নিজের দিকে লইয়া আসে। যাহাকে ইহা আকর্ষণ করে তাহা পতিত হইল বলিয়া মনে হয়।

৬৫। রক্ষা করা

পাহি নো অগ্নে রক্ষসঃ পাহি ধূর্তেররাব্ণঃ।
পাহি রীষত উত বা জিঘাংসতো বৃহদ্ ভানো যবিষ্ঠ্য॥

ঋগ্বেদ, ১/৩৬/১৫

শব্দার্থ—(বৃহদ্ভানো) হে জ্যোতিষ্মান্ (যবিষ্ঠ্য) বলবান্ (অগ্নে) তেজস্বী প্রভো! নঃ আমাদিগকে (রক্ষসঃ) রাক্ষস হইতে (পাহি) রক্ষা কর (ধূর্ত্তেঃ অরাব্ণঃ) ধূর্ত্ত স্বার্থপর হইতে (পাহি) রক্ষা কর (জিঘাংসতঃ) ঘাতক শত্রু হইতে (পাহি) রক্ষা কর (রীষতঃ) বিনাশকশত্রু হইতে (পাহি) রক্ষা কর।

অনুবাদ—হে জ্যোতির্ময়, শক্তিধর তেজস্বী প্রভো! আমাদিগকে রাক্ষস হইতে রক্ষা কর, ধূর্ত্ত স্বার্থপর হইতে রক্ষা কর, ঘাতক ও বিনাশক হইতে রক্ষা কর।

৬৬। পাপী

যো নঃ পূষন্নঘো বৃকো দুঃশেব আদিদেশতি।
অপ স্ম তং পথো জহি॥

ঋগ্বেদ, ১/৪২/২

শব্দার্থ—(পূষন্) হে পোষক প্রভো! (যঃ) যে (অঘঃ) পাপী (বৃকঃ) ক্রূর (দুঃশেব) সেবার অযোগ্য (নেঃ আদিদেশতি) আমাদের উপর শাসন কার্য্য চালায়, (তম) তাহাকে (পথঃ) পথ হইতে (অপ জহি) অপসারণ কর।

অনুবাদ—হে পুষ্টিদাতা প্রভো! যে ক্রূর সেবার অযোগ্য পাপী আমাদের উপর শাসন চালায় তাহাকে বহিষ্কার কর।

৬৭। পোষক

অতি নঃ সশ্চতো নয় সুগা নঃ সুপথা কৃণু।
পূষন্নিহ ক্রতুং বিদঃ॥

ঋগ্বেদ, ১/৪২/৭

শব্দার্থ—(পূষন্) হে পোষকবীর! (সশ্চতঃ) আক্রমণকারী শত্রুর (অতি) উল্লঙ্ঘন করিয়া (নঃ নয়) আমাদিগকে লইয়া যাও (সুপথা সুগা) গন্তব্য সুপথকে সুগম (কৃণু) কর (ইহ) এখানে (ক্রতুম্) কর্ম ও সদ্‌বুদ্ধিকে (বিদঃ) প্রাপ্ত হও।

অনুবাদ—হে পোষক বীর! আক্রমণকারী শত্রুদিগকে উল্লঙ্ঘন করিয়া আমাদিগকে তাহার পরপারে লইয়া চল। আমাদের গন্তব্য পথকে সুগম কর। কর্ম ও সুবুদ্ধিকে প্রাপ্ত হও।

৬৮। উদর

শগ্ধি পূর্ধি প্রযংসি চ শিশীহ প্রাস্যুদরম্।
পূষন্নিহ ক্রতুং বিদঃ॥

ঋগ্বেদ, ১/৪২/৯

শব্দার্থ—(পূষন) হে পোষক বীর! (ইহ ক্রতুং বিদঃ) এখানে কর্ম ও বুদ্ধিকে লাভ কর (শগ্ধি) সমর্থ হও (পূর্ধি) পূর্ণ কর (প্র-যংসি) দান কর (শিশীহ) তীক্ষ্ণ কর (উদরং প্রাসি) উদর পূরণ কর।

অনুবাদ—হে পোষক বীর! কর্ম ও বুদ্ধিকে লাভ কর, দেশের উন্নতি করিতে সমর্থ হও; রাজকোষ পূর্ণ কর, অভাবগ্রস্তকে ধনদান কর, অস্ত্রকে তীক্ষ্ণ কর এবং প্রজাদের উদর পূরণের ব্যবস্থা কর।

৬৯। জাতবেদ

উদুত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ।
দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যম্॥

ঋগ্বেদ, ১/৫০/১

শব্দার্থ—(উৎ উ) নিশ্চয় (ত্যম্) তাহাকে (জাতবেদসম্) বেদের উৎপাদক (দেবম্) পরমাত্মাকে (বহন্তি) প্রদর্শন করায় (কেতবঃ) পতাকা (দৃশে) দেখাইতে (বিশ্বায়) সকলকে (সূর্য্যম্) প্রকাশ স্বরূপকে।

অনুবাদ—হে জগদীশ্বর! তুমি বেদের উৎপাদক ও প্রকাশ স্বরূপ। সকলকে তোমার মহিমা দেখাইবার জন্য সংসারের যাবতীয় পদার্থ পতাকার ন্যায় কার্য্য করিতেছে।

৭০। সূর্য্য

উদ্বয়ং তমসস্পরি জ্যোতিষ্পশ্যন্ত উত্তরম্।
দেবং দেবত্রা সূর্য্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমম্॥

ঋগ্বেদ, ১/৫০/১০

শব্দার্থ—(বয়ম্) আমরা (তমসঃ) অন্ধকারের (পরি) পর পারে (পশ্যন্তঃ) সর্বসাক্ষী (দেবন্) পরমাত্মাকে (দেবত্রা) উত্তমগুণের সহিত (সূর্য্যম্) প্রকাশ স্বরূপকে (অগন্ম) পাইব (উত্তরম্) প্রলয়ের পরেও বর্তমান (জ্যোতিঃ) তেজ স্বরূপ (উত্তমম্) শ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ—হে প্রভো! তুমি অজ্ঞানান্ধকারের পরপারেও সুখ স্বরূপ, প্রলয়ের পরেও বর্ত্তমান, দিব্যগুণের সহিত সর্বত্র বর্ত্তমান, আমাদের জন্মদাতা। তোমাকে এই ভাবে বুঝিয়া যেন আমরা উত্তম জ্যোতিকে প্রাপ্ত হই।

৭১। উপদেষ্টা

বি জানীহ্যার্যান্ যে চ দস্যবো বর্হিষ্মতে রন্ধয়া শাসদব্রতান্।
শাকী ভব যজমানস্য চোদিতা বিশ্বেত্তা তে সধমাদেষু চাকন॥

ঋগ্বেদ, ১/৫১/৮

শব্দার্থ—(বি) বিশেষরূপে (জানীহি) জান (আর্য্যান্) আর্য্যগণকে (যে) যাহারা (চ) এবং (দস্যবঃ) দস্যু (বর্হিষ্মতে) ধর্মসাধন করিতে (রন্ধয়) হত্যা কর

(শাসৎ) শাসন করিতে করিতে (অব্রতান্) ধর্মহীনদিগকে (শাকী) শক্তিমান (ভব) হও (যজমানস্য) শুভকর্ম সম্পাদকের (চোদিতা) প্রেরণাদাতা (বিশ্বা) সব (ইৎ) ই (তো) সেইসব (তে) তোমার (সধমাদেষু) সুখযুক্ত স্থান সমূহে (চাকন) ইচ্ছা করি।

অনুবাদ—যাহারা আর্য্য বা শিষ্ট তাহাদিগকে জান এবং যাহারা দস্যু বা পরপীড়ক তাহাদিগকেও জানিয়া ধর্মকার্য্য সাধনের জন্য তাহাদের অধর্মকে বিনাশ কর। ধর্মহীন মনুষ্যকে শিক্ষা দান কর, সঙ্গে সঙ্গে শুভ কর্ম সম্পাদক মনুষ্যগণের উৎসাহ দান কর ও নিজে শক্তিমান হও। সুখপূর্ণস্থানে তোমার ক্ষমতায় সর্ব প্রকারের শুভ কর্ম নিষ্পন্ন হউক ইহাই আমার ইচ্ছা।

ভাবার্থ—পরমাত্মা মানবকে উপদেশ দিতেছেন যে যাহারা ধর্মযুক্ত তাহারাই আর্য্য এবং যাহারা ধর্মহীন তাহারাই দস্যু। ধর্মহীনকে যদি ধর্মদান কর তবে নিজেই সুখী ও শক্তিমান হইবে।

৭২। চিৎ

নিকাব্যা বেধসঃ শশ্বতস্কর্হস্তে দধানো নর্য্যা পুরূনি।
অগ্নির্ভুবদ্রয়ি পতী রয়ীণাং সত্রা চক্রাণো অমৃতানি বিশ্বা॥

ঋগ্বেদ, ১/৭২/১

শব্দার্থ—(নি) নিশ্চয় পূর্বক (কাব্যা) জ্ঞান রাশিকে (বেধসঃ) সমগ্র বিদ্যার ধারণকর্ত্তা (শশ্বতঃ) অনাদি স্বরূপ পরমেশ্বর হইতে প্রকাশিত (কঃ) করেন (হস্তে) হাতে (দধানঃ) ধারণ করেন (নর্য্যা) মনুষ্যের হিত (পুরূনি) বহু (অগ্নিঃ) বিদ্বান্ (ভুবৎ) হন (রয়িপতিঃ) শ্রীপতি (রয়ীনাম্) ধনৈশ্বর্য্যের (সত্রা) সত্যের প্রকাশক (চক্রানঃ) কৃত ধর্মচারকে (অমৃতানি) মোক্ষদাতা (বিশ্বা) সর্ব।

অনুবাদ—যে বিদ্বান্ পুরুষ, সর্ববিদ্যার ধারণকর্ত্তা অনাদি স্বরূপ পরমেশ্বর কর্ত্তৃক প্রকাশিত, নানাবিধ সত্যার্থের প্রকাশক, মোক্ষদাতা ও মনুষ্যের সুখের মূল জ্ঞানরাশিকে প্রত্যক্ষ পদার্থের ন্যায় হস্তে ধারণ করিয়া কৃত ধর্মাচরণকে নিশ্চিতরূপে সিদ্ধ করেন তিনি অনন্ত বিদ্যা ও ধনৈশ্বর্য্যকে রক্ষা করেন এবং অনন্ত শোভা সৌন্দর্য্যকে ধারণ করেন।

৭৩। চন্দ্র

অত্রাহ গোরমন্বত নাম ত্বষ্টুরপীচ্যম্।
ইত্থা চন্দ্রমসো গৃহে॥

ঋগ্বেদ, ১/৮৪/১৫

শব্দার্থ—(গোঃ) গমনশীল (চন্দ্রমসঃ) চন্দ্রমার (অত্র হ গৃহে) এই গৃহেই (ত্বষ্টুঃ) সূর্য্যের (নাম) সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতি (অমন্বত) মানা হয় (ইত্থা) এইপ্রকার (অপীচ্যম্) লুক্কায়িত আছে।

অনুবাদ—গমনশীল চন্দ্রলোকে সূর্য্যের উজ্জ্বল জ্যোতি প্রতিফলিত হয়—এইরূপ মানা হয়।

৭৪। সখা

ত্বং নঃ সোম বিশ্বতো রক্ষা রাজন্নঘায়তঃ।
ন রিষ্যেত্ত্বাবতঃ সখা॥

ঋগ্বেদ, ১/৯১/৮

শব্দার্থ—(সোম) হে প্রেমময় পরমাত্মন্! (রাজন্) হে রাজন্ (ত্বং নঃ) তুমি আমাদিগকে (অঘায়তঃ) পাপে অনুরক্তকে (বিশ্বতঃ) চতুর্দ্দিক হইতে (রক্ষা) রক্ষা কর (ত্বাবতঃ সখা) তোমার ন্যায় সখা (নরিষ্যেৎ) কখনও বিনষ্ট হয় না।

অনুবাদ—হে প্রেমময় পরমাত্মন্! হে রাজন্! আমাদের মধ্যে যাহারা পাপে লিপ্ত হইয়াছে তাহাদিগকে চারিদিকের পাপ হইতেই রক্ষা কর। তোমার ন্যায় সখা কখনও বিনষ্ট হয় না।

৭৫। হৃদয়রমন

সোম রারন্ধি নো হৃদি গাবো ন যবসেষ্বা।
মর্য ইব স্ব ওক্যে॥

ঋগ্বেদ, ১/৯১/১৩

শব্দার্থ—(গাবঃ ন যবসেষু) যব ক্ষেত্রে গরু আসিয়া যেমন আনন্দ করে (মর্যঃ স্ব ওক্যে ইব) মনুষ্য যেমন স্বগৃহে অবস্থান করে (ত্বম্) তুমি (নঃ হৃদি) আমাদের হৃদয়ে (আ) আসিয়া (রারন্ধি) সদা রমন কর (সোম) হে সোম।

অনুবাদ—ধেনু শস্য ক্ষেত্রে এবং মনুষ্য স্বগৃহে যেমন আনন্দে বিচরণ করে হে পরমাত্মন! তুমি আমাদের হৃদয় ক্ষেত্রে সেইরূপ বিচরণ কর।

৭৬। চিত্র

চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ।
আপ্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থূষশ্চ॥

ঋগ্বেদ, ১/১১৫/১

শব্দার্থ—(চিত্রম্) অদ্ভূৎ (দেবানাম্) বিদ্বান্‌দের (উদগাৎ) আছে (অনীকম্) শ্রেষ্ঠ (মিত্রস্য বরুণস্য অগ্নে) মিত্র বরুণ ও অগ্নি আদি বিদ্বানের (আপ্রা) ধারণ করে (দ্যাবা) দ্যুলোক (পৃথিবী) পৃথিবী (অন্তরিক্ষম্) আকাশ (সূর্য্যঃ) উৎপাদক (আত্মা) অন্তর্য্যামী (জগতঃ) চর (তস্থূষঃ) অচরের।

অনুবাদ—হে ঈশ্বর! তুমি বিদ্বান্‌দের মধ্যে অদ্ভুত ও শ্রেষ্ঠ। তুমি মিত্র, বরুণ ও অগ্নি আদি বিদ্বানের চক্ষু; তুমি দ্যুলোক, পৃথ্বী ও অন্তরিক্ষ লোকের ধর্তা এবং চরাচর প্রাণীদের উৎপাদক ও আত্মা। আমরা তোমাকে প্রাপ্ত হইব।

৭৭। সমুদ্রযাত্রা

অনারম্ভণে তদবীরয়েথা মনাস্থানে অগ্রভণে সমুদ্রে।
যদশ্বিনা উহথু র্ভুজ্যুমস্তং শতারিত্রাং নাবমাতস্থিবাংসম্॥

ঋগ্বেদ, ১/১১৬/৫

শব্দার্থ—(অশ্বিনৌ) হে অহোরাত্র পরিশ্রম শীল মনুষ্য! (সমুদ্রে) সমুদ্রে (তৎ-আবীরয়েথাম্) সেই কার্য্যকে বীরত্বের সহিত সম্পন্ন করিয়াছ (অনারম্ভনে) অবলম্বন রহিত (অনাস্থানে) অবস্থান করিবার স্থান শূন্য (অগ্রভনে) হস্তদ্বারা ধরিবার আশ্রয় শূন্য (যৎ) যে (শতারিত্রাম্) শত অরিত্র যুক্ত (নাবম্

৮১। জীব ও ব্রহ্মা

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি-অনশ্নন্নন্যো অভি চাকশীতি॥

ঋগ্বেদ, ১/১৬৪/২০

শব্দার্থ—(দ্বা) দুই (সুপর্ণা) সুন্দর পক্ষ বিশিষ্ট (সযুজা) সমান সম্বন্ধযুক্ত (সখায়া) মিত্রের সমান বর্তমান (সমানম্) এক (বৃক্ষম্) বৃক্ষের (পরি) সবদিকে (ষস্বজাতে) আশ্রয় করিয়াছে (তয়োঃ) তাহাদের মধ্যে (অন্যঃ) একটী (পিপ্পলম্) পরিপক্ক ফলকে (স্বাদু) স্বাদের জন্য (অত্তি) খায় (অনশ্নন্) না খাইয়া (অন্যঃ) অপরটী (অভি, চাকশীতি) সব দিকে দেখিতে থাকে।

অনুবাদ—সুন্দর পক্ষবিশিষ্ট সম সম্বন্ধযুক্ত দুইটি পক্ষী মিত্র রূপে একই বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া আছে। তাহাদের মধ্যে একটি বৃক্ষের ফলকে স্বাদের জন্য ভক্ষণ করে এবং অন্যটী ফলকে ভক্ষণ না করিয়া সব দিক দেখিতে থাকে।

ভাবার্থ—বৃক্ষটি শরীর এবং দুইটি পক্ষীর একটি জীব, অন্যটি ব্রহ্ম বা পরমাত্মা। জীব ও ব্রহ্ম উভয়ই অনাদি। উভয়ই সখা স্বরূপ। জীব সংসারে পাপ পুণ্যের ফলভোগ করে এবং ব্রহ্ম ফল ভোগ না করিয়া সাক্ষী রূপে বর্ত্তমান।

৮২। অমর

অপাঙ্ প্রাঙেতি স্বধয়া গৃভীতোঽমর্ত্যো মর্ত্যেনা সযোনিঃ।
তা শশ্বন্তা বিষূচীনা বিয়ন্তা নান্যং চিক্যুর্ন ন চিক্যুরন্যম্॥

ঋগ্বেদ, ১/১৬৪/৩৮

শব্দার্থ—(অপাঙ্) বিপরীত (প্রাঙ্) সরল (এতি) প্রাপ্ত হয় (স্বধয়া) অন্নজলাদি পদার্থের সহিত (গৃভীতঃ) গৃহীত (অমর্ত্যঃ) মৃত্যুহীন জীব (মর্ত্যেন) মরণশীল শরীরাদির সহিত (সযোনিঃ) একস্থানের নিবাসী হয় (তা) উভয়ে (শশ্বন্তা) সর্বদা বিভক্ত (বিষূচীনা) সর্বত্র গমনশীল (বিয়ন্তা) নানারূপ কর্মফল ভোগ করে, তাহাদের মধ্যে (অন্যম্) ভিন্ন (নি, চিক্যুঃ) নিরন্তর জানে, কেহ (ন) না (নি, চিক্যুঃ) নিরন্তর জানে না (অন্যম্) পৃথক্।

অনুবাদ—জীবাত্মা অশুভ কার্য্য করিয়া নীচগতি প্রাপ্ত হয় এবং শুভ কার্য্য

করিয়া উর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হয়। সে মৃত্যুহীন, কিন্তু মরণশীল ভৌতিকদেহের সহিত একস্থানে বাস করে ও অন্ন জলাদি গ্রহণ করে। জীবাত্মা শরীর হইতে সর্বদা পৃথক। কর্মফল ভোগের জন্য সে লোক লোকান্তরে গমন করে। সে সর্বত্র গমনশীল। মননশীল মনুষ্য জীবাত্মাকে শরীর হইতে পৃথক মনে করেন।

৮৩। সর্বাধার

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে॥

ঋগ্বেদ, ১/১৬৪/৩৯

শব্দার্থ—(ঋচঃ) ঋগ্বেদাদি দ্বারা প্রতিপাদিত (অক্ষরে) নাশরহিত (পরমে) প্রকৃষ্ট (ব্যোমন্) সর্বব্যাপক পরমেশ্বরে (বিশ্বে) সব (দেবাঃ) পৃথিবী সূর্য্যাদি (অধি, নিষেদুঃ) আধেয় রূপে স্থিত (যঃ) যিনি (তৎ) তাঁহাকে (ন) না (বেদ) জানেন (কিম্) কি (ঋচা) বেদ চতুষ্টয় দ্বারা (করিষ্যতি) করিবেন (যে) যাঁহারা (ইৎ) ই (তৎ) তাঁহাকে (বিদুঃ) জানেন (তে) তাঁহারা (ইমে) ব্রহ্মে (ইৎ) ই (সমাসতে) সম্যক স্থিত হন।

অনুবাদ—যে বেদ-প্রতিপাদিত, নাশরহিত, সর্বোৎকৃষ্ট, সর্বব্যাপক ব্রহ্মে পৃথিবী সূর্য্যাদি লোকলোকান্তর আধেয় রূপে স্থিত রহিয়াছে সেই পরব্রহ্মকে যিনি জানেন না তিনি চারিবেদ দ্বারা কি করিবেন? যিনি সেই পরব্রহ্মকে জানেন তিনিই ব্রহ্মে সম্যক্ স্থিতি লাভ করেন।

৮৪। শচী

ত্রয়ঃ কেশিন ঋতুথা বিচক্ষতে সংবৎসরে বপত এক এষাম্।
বিশ্বমেকো অভিচষ্টে শচীভি র্ধ্রাজি রেকস্য দদৃশে ন রূপম্॥

ঋগ্বেদ, ১/১৬৪/৪৪

শব্দার্থ—(ত্রয়ঃ) তিন (কেশিনঃ) প্রকাশময় পদার্থ (ধাতুথা) নিয়মানুসারে (বিক্ষোতে) বিবিধ কার্য্য করিতেছে। (এষাম্) ইহাদের মধ্যে (একঃ) এক

(সংবৎসরে) সৃষ্টিকালে (বপতে) বপন করে (একঃ) এক (শচীভিঃ) শক্তি দ্বারা (বিশ্বম্) বিশ্বকে (অভিচষ্টে) দুই দিক হইতে দেখে। (একস্য) একের (ধ্রাজিঃ) বেগ (দদৃশে) দৃষ্ট হয় (রূপং ন) রূপ নয়।

অনুবাদ—তিন প্রকাশময় পদার্থ সময়ানুসারে বিবিধ কার্য্য করিতেছে। ইহাদের মধ্যে ব্রহ্ম সৃষ্টিকালে বীজ বপন করেন, জীব সামর্থ্য দ্বারা সংসারকে শুভ ও অশুভ দুই দিক হইতে ভোগ করে। প্রকৃতির শুধু বেগ দেখা যায় কিন্তু রূপ দেখা যায় না।

ভাবার্থ—ব্রহ্ম, জীব ও প্রকৃতি এই তিনটি প্রকাশময় পদার্থ। ইহারা জগতের কারণ। প্রকৃতির কার্য্য চর্ম চক্ষুতে দেখা যায় কিন্তু সূক্ষ্ম বলিয়া তাহার রূপ দেখা যায় না।

৮৫। বর্ষচক্র

দ্বাদশ প্রধয়শ্চক্রমেকং ত্রীণি নভ্যানি ক উ তচ্চিকেত।
তস্মিন্‌ৎসাকং ত্রিশতা ন শঙ্কবোঽর্পিতাঃ ষষ্টির্ন চলাচলাসঃ॥

ঋগ্বেদ, ১/১৬৪/৪৮

শব্দার্থ—(চক্রম্) এই বর্ষচক্রে (দ্বাদশ) দ্বাদশ (প্রধয়ঃ) প্রধি অর্থাৎ অর আছে (ত্রীণি নভ্যানি) ইহার নাভি স্থানে তিন ঋতু রহিয়াছে (কঃ উ তৎ চিকেত) এই তত্ত্বকে কে জানে (তস্মিন্ সাকম্ শঙ্কবঃ) সেই বর্ষের সহিত কীলক (ত্রিশতা ষষ্টিঃ) তিন শত ষাট (অর্পিতাঃ) স্থাপিত (ন চলা চলাশঃ) তাহা বিচলিত হয় না।

অনুবাদ—বর্ষ চক্রে দ্বাদশমাস অরের ন্যায় আবর্তন করে। ইহার কেন্দ্র স্থলে গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীত এই তিন ঋতু রহিয়াছে। এই তত্ত্বকে কে জানে! এই বর্ষচক্রে ৩৬০ দিন কীলকের ন্যায় স্থাপিত। ইহার ব্যতিক্রম ঘটে না।

৮৬। ভূতযজ্ঞ

প্রজাভ্যঃ পুষ্টিং বিভজন্ত আসতে,
রয়িমিব পৃষ্ঠং প্রভবং তমায়তে।
অসিন্বন্ দংষ্ট্রৈঃ পিতুরত্তি ভোজনং,

যস্তাকৃণোঃ প্রথমং সাস্যুক্থ্যঃ॥

ঋগ্বেদ, ২/১৩/৪

শব্দার্থ—(পুষ্টিম্) পোষক ধনকে (প্রজাভ্যঃ) প্রজাদের মধ্যে (বিভজন্তঃ) বিভাগ করিয়া (আসতে) শান্তিতে বাস করে (আয়তে) গৃহাগত সৎ পুরুষকে (পৃষ্ঠম্) ধারক ধাতা (প্রভবন্তম্) পোষক (রয়িমিব) ধনকে যেরূপ বিভাগ করিয়া দেওয়া হয় (অসিন্বন্) প্রত্যেক কর্মশীল পুত্র (পিতুঃ) পিতৃগৃহে (দংষ্ট্রৈঃ) দন্ত দ্বারা (ভোজনং আর্ত্ত) ভোজন করে (যঃ) যে (তা) সেই কর্মের (অকৃণোঃ) বিধান করিয়াছেন (সঃ) সেই তুমি (প্রথমতঃ) প্রথম (উক্থ্যঃ অসি) পূজ্য হও।

অনুবাদ—যেমন গৃহে আগত সৎ পুরুষের জন্য ধারক ও পোষক ধনকে গৃহস্থ বিভাগ করিয়া দেন, পুত্র পিতৃগৃহে যেরূপ ভোজন করে, সেইরূপ হে ভগবান্, গৃহস্থ ভক্তেরা তোমার প্রদত্ত পোষক ধনকে প্রজাদের মধ্যে পরস্পর বিভাগ করিয়া নিজ নিজ গৃহে সুখে বাস করেন। যিনি এই মঙ্গলজনক কর্মের বিধান দিয়াছেন, সেই তুমিই আমাদের একমাত্র উপাস্য দেবতা।

৮৭। জ্যোতি

ন দক্ষিণা বি চিকিতে ন সব্যা, ন প্রাচীনমাদিত্যা নোত পশ্চা।
পাক্যাচিৎ বসবো ধীর্য্যাচিদ্, যুষ্মানীতো অভয়ং জ্যোতিরশ্যাম্॥

ঋগ্বেদ, ২/২৭/১১

শব্দার্থ—(ন দক্ষিণা বিচিকিতে) দক্ষিণ দিকে কিছুই দেখা যায় না (ন স্যবা) বাম দিকেও নয় (আদিত্যাঃ) হে আদিত্য দেব! (ন প্রাচীনম্) সম্মুখেও কিছুই নয় (ন উত পশ্চা) এবং পশ্চাতেও কিছুই নয় (পাক্যাচিৎ) যতই অপরিপক্ক (ধীর্য্যাচিৎ) অধীর হই না কেন (বসবঃ) হে সর্বাধার! (যুষ্মানীতঃ) আমি তোমার নিকটে আনীত (অভয়ং জ্যোতিঃ) ভয় রহিত জ্যোতিকে (অশ্যাম্) প্রাপ্ত হইব।

অনুবাদ—আমার দক্ষিণে বা বামে, সম্মুখে বা পশ্চাতে কিছুই দেখিতেছি না। হে পরমাত্মন্! আমি যতই অনভিজ্ঞ বা অধীর হই না কেন আমি

তোমার নিকট উপনীত হইয়াছি। আমি অভয় জ্যোতিকে প্রাপ্ত হইব।

৮৮। সীমন্তোন্নয়ন

রাকামহং সুহবাং সুষ্টুতী হুবে শৃণোতু নঃ সুভগা বোধতুত্মনা।
সীব্যত্বপঃ সূচ্যাচ্ছিদ্যমানয়া দদাতু বীরং শতদায় মুক্থ্যম্॥

ঋগ্বেদ, ২/৩২/৪

শব্দার্থ—(অহম্) আমি (রা-কাম্) দাত্রী (সুহবাম্) ভালভাবে আহ্বান যোগ্য স্ত্রীকে (সুষ্টুতী) উত্তম স্তুতি দ্বারা (হুবে) আহ্বান করিতেছি (সুভগা) সৌভাগ্যবতী স্ত্রী (নঃ শৃনোতু) আমার আহ্বানকে শ্রবণ করুক (ত্মনা) স্বীয় আত্মা দ্বারা (বোধতু) আমাকে উপলব্ধি করুক (অপঃ) প্রজনন কর্মকে (অচ্ছিদ্য মানয়া সূচ্যা) সূক্ষ্ম সূচিদ্বারা সীবন করিবার ন্যায় (সীব্যতু) সীবন করুক (বীরম্) বলবান্ (শতদায়ম্) শত প্রকারের দান দাতা (উক্থ্যম্) প্রশংসনীয় পুত্র (দদাতু) দান করুক।

অনুবাদ—আমি দানশীলা আবাহনযোগ্য স্ত্রীকে স্তুতি দ্বারা আবাহন করিতেছি। সৌভাগ্যবতী স্ত্রী আমার আবাহন শ্রবণ করিয়া আমাকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করুক। সূক্ষ্ম সূচি দ্বারা সীবন করিবার ন্যায় অতি সাবধানে সে প্রজনন কর্ম সম্পন্ন করুক। সে আমাকে দানবীর বলবান যশস্বী পুত্র দান করুক।

৮৯। ঔষধ

ত্বাদত্তেভী রুদ্র শন্তমেভিঃ শতং হিমা অশীয় ভেষজেভিঃ।
ব্যস্মদ্দ্বেযো বিতরং ব্যং হো ব্যমী বাশ্চাতয়স্বা বিষূচীঃ॥

ঋগ্বেদ, ২/৩৩/২

শব্দার্থ—(রুদ্র) হে পরমাত্মন্! (ত্বাদত্তেভিঃ) তোমার প্রদত্ত (শন্তমেভিঃ) অত্যন্ত হিতকারী (ভেষজেভিঃ) ঔষধের সহায়তায় (শতং হিমা) শতবর্ষ (অশীয়) জীবন ভোগ করিব (অস্মৎ) আমাদের মধ্যে (দ্বেষঃ) অহিত কারক

(অংহ) হিংসাত্মক (বিষূচীঃ) সমস্ত শরীরে ব্যাপক (অমীবাঃ) ব্যাধিকে (বিতরম্) দূরে (বি-চাতয়স্ব) তাড়াইয়া দাও।

অনুবাদ—হে পরমাত্মন্। তোমার প্রদত্ত অত্যন্ত হিতকারী ঔষধের সহায়তায় আমরা শত বর্ষ জীবন ধারণ করিতে পারি। আমাদের মধ্যে অহিতকর, হিংসাত্মক ও সমগ্র শরীরে ব্যাপক ব্যাধিকে বিদূরিত কর।

৯০। সহস্র স্তম্ভ সভাগৃহ

রাজা নাবনভিদ্রুহা ধ্রুবে সদস্যুত্তমে।
সহস্র স্থূণ আসাতে॥

ঋগ্বেদ, ২/৪১/৫

শব্দার্থ—(রাজানৌ) রাজা ও অমাত্য (অনভিদ্রুহাঃ) প্রজাদের প্রতি কোনরূপ দ্রোহ না রাখিয়া (ধ্রুবে) খুব দৃঢ় (উত্তমে) উত্তম (সহস্র স্থুনে) সহস্র স্তম্ভ যুক্ত (সদসি) সভাগৃহে (আসাতে) উপবেশন করেন।

অনুবাদ—রাজা ও অমাত্য প্রজাদের প্রতি কোনরূপ দ্রোহ ভাব না রাখিয়া সুদৃঢ় উত্তম সহস্র স্তম্ভযুক্ত সভাগৃহে উপবেশন করেন।

৯১। সমাবর্ত্তন

যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাৎস উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ।
তং ধীরাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ॥

ঋগ্বেদ, ৩/৮/৪

শব্দার্থ—(পরিবীতঃ) ব্রহ্মচর্য্য পূর্বক বিদ্যালাভ করিয়া (সুবাসাঃ) উত্তম বস্ত্র পরিধান করিয়া (যুবা) যৌবন লাভ করিয়া (আগাৎ) গার্হস্থ্য আশ্রমে যিনি আসেন (স উ) তিনিই (জায়মানঃ) দ্বিজত্ব লাভ প্রসিদ্ধ হইয়া (শ্রেয়ান্) শ্রেষ্ঠ (ভবতি) হন (স্বাধ্যঃ) উত্তম ধ্যানযুক্ত (মনসা) মনন শক্তি দ্বারা (দেবয়ন্তঃ) বিদ্যা বুদ্ধির প্রকাশক (ধীরাসঃ) ধৈর্য্য যুক্ত (কবয়ঃ) বিদ্বানেরা (তম্) সেই পুরুষকে (উন্নয়ন্তি) উন্নতিশীল করেন।

অনুবাদ—ব্রহ্মচর্য্য পালন পূর্বক বিদ্যালাভ করিয়া, উত্তম বস্ত্র পরিধান

করিয়া যৌবনকালে যিনি গার্হস্থ্য আশ্রমে উপনীত হন, তিনি দ্বিজত্ব লাভে খ্যাতি অর্জন করিয়া মহৎ হন। ধ্যান পরায়ণ, মনন শীল, জ্ঞান প্রচারক, ধৈর্য্যবান্ বিদ্বানেরা সেই পুরুষকে উন্নতি লাভে সহায়তা প্রদান করেন।

৯২। স্বদেশভক্ত

অগ্নিশ্রিয়ো মরুতো বিশ্বকৃষ্টয়ঃ আ ত্বেষমুগ্রমব ঈমহে বয়ম্।
তে স্বানিনো রুদ্রিয়া বর্ষনির্ণিজঃ সিংহা ন হেষ ক্রতবঃ সুদানবঃ॥

ঋগ্বেদ, ৩/২৬/৫

শব্দার্থ—(অগ্নিশ্রিয়ঃ) অগ্নিবৎ তেজস্বী (সু-দানবঃ) অত্যন্ত (সিংহাঃ ন হ্রেষ ক্রতবঃ) সিংহ সদৃশ গর্জনশীল (স্বানিনঃ) উত্তেজনা দাতা (রুদ্রিয়াঃ) ভয়ঙ্কর (বিশ্বকৃষ্টায় মরুতঃ) মরণের জন্য উদ্যত বীর (বর্ষনির্ণিজঃ) স্বদেশী পোষাক নির্মাতা (ত্বেষং উগ্রং অবঃ) তেজোময় উগ্র সংরক্ষণ শক্তি (বয়ং আ ঈমহে) আমরা তাহাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইব।

অনুবাদ—যাঁহারা স্বদেশী পোষাক নির্মাতা তাঁহারা অগ্নি সমান তেজস্বী, অত্যন্ত দানশীল, সিংহতুল্য গর্জনশীল, উৎসাহ দাতা, ভয়ঙ্কর এবং মরণের জন্য উদ্যত। আমরা তাঁহাদের নিকট তেজোময় উগ্র রক্ষণ শক্তি লাভ করিব।

৯৩। প্রস্তর নির্ম্মিত পুরী

শতমশ্মন্ময়ীনাং পুরামিন্দ্রো ব্যাস্যৎ।
দিবো দাসায় দাশুষে॥

ঋগ্বেদ, ৪/৩০/২০

শব্দার্থ—(দিবঃ) দ্যুত ক্রীড়ার (দাসায়) নিবারক (দাশুষে) বিদ্যাদি শুভ গুণ প্রদায়ক (ইন্দ্রঃ) রাজা (অশ্মন্ময়ীনাম্) (পুরাং শতম্) প্রস্তর নির্মিত শত শত নগর (ব্যাস্যৎ) নির্মাণ করুক।

অনুবাদ—দ্যুত ক্রীড়ার নিবারক এবং বিদ্যাদি শুভ গুণের প্রদাতা রাজা

প্রস্তর নির্মিত শত শত নগর নির্মাণ করুক।

৯৪। ব্যোমযান বা বিমান

অনশ্বো জাতো অনভীশু রুক্থ্যো রথস্ত্রি চক্রঃ পরিবর্ততে রজঃ।
মহত্তদ্বো দেব্যস্য প্রবাচনং দ্যামৃভবঃ পৃথিবীং যচ্চ পুষ্যথ॥

ঋগ্বেদ, ৪/৩৬/১

শব্দার্থ—(ঋভবঃ) হে রথ নির্মাতা শিল্পিগণ! (রথঃ) রথ (রজঃ পরিবর্ততে) আকাশে ভ্রমণ করে (অনশ্বঃ জাতঃ) অশ্ব বিহীন (অনভীশুঃ) বল্গাশূন্য (উক্থ্যঃ) প্রশংসনীয় (ত্রি চক্রঃ) তিন চাকা বিশিষ্ট (বঃ) তোমাদের (দেবস্য প্রবাচনম্) দিব্য সুখ্যাতি যোগ্য (তৎমহৎ) সেই মহান্ কর্ম (যৎ) যে কর্ম (দ্যাম্ পৃথিবীং পুষ্যথ) অন্তরিক্ষ ও পৃথিবী উভয়কে পুষ্ট করে।

অনুবাদ—হে রথ নির্মাতা মনুষ্যগণ! তোমাদের নির্মিত প্রশংসনীয় রথ অশ্ববিহীন, বল্গাহীন, তিন চক্র বিশিষ্ট এবং আকাশে ভ্রমণকারী। তোমাদের মহৎ কর্ম দ্বারা অন্তরিক্ষ ও পৃথিবী উভয়ই পুষ্ট হয়।

৯৫। লাঙ্গল ব্যবহার

ইন্দ্রঃ সীতাং নি গৃহ্ণাতু তাং পূষানু যচ্ছতু।
সা নঃ পয়স্বতী দুহা মুত্তরামুত্তরাং সমাম্॥

ঋগ্বেদ,

শব্দার্থ—(ইন্দ্রঃ) রাজা (সীতাম্) লাঙ্গলকে (নি-গৃহ্ণাতু) ধারণ করুক (তাম্-অনু) তাহার পশ্চাতে (পূষা) পোষণ কর্ত্তা মন্ত্রী (যচ্ছতু) চলুক (সা) সেই ভূমি (নঃ) আমাদের জন্য (পয়স্বতী দুহাম্) দুগ্ধবতী হউক (উত্তরাম্ উত্তরাম্ সমাম্) আগামী বর্ষ সমূহের জন্য সুখদাত্রী হউক।

অনুবাদ—রাজা লাঙ্গল ধারণ করুক এবং মন্ত্রী তাহার অনুসরণ করুক। ভূমি এ জন্য আমাদের নিকট উর্বরা হউক এবং ভবিষ্যতের জন্যও সুখদায়িনী হউক।

৯৬। অমর দেবতা

তমধ্বরেষু ঈডতে দেবং মর্ত্তা অমর্ত্যম্।
যজিষ্ঠং মানুষে জনে॥

ঋগ্বেদ, ৫/১৪/২

শব্দার্থ—(অধ্বরেষু) সব যজ্ঞে (মর্ত্তাঃ) মরণশীল মনুষ্য (তং অমর্ত্যং দেবম্) সেই অমর দেবকে (ইডতে) পূজা করে (মানুষে জনে) প্রত্যেক মনুষ্যের মধ্যে (যজিষ্টম্) পূজনীয়।

অনুবাদ—সব যজ্ঞে মরণশীল মনুষ্য সেই অমর দেবকেই পূজা করে। তিনি প্রত্যেক মনুষ্যেরই পূজনীয়।

৯৭। দুষ্টের দমন

বিত্বক্ষণঃ সমৃতৌ চক্রমাসজোঽসুন্বতো বিষুণঃ সুন্বতো বৃধঃ।
ইন্দ্রো বিশ্বস্য দভিতা বিভীষণো যথাশং নয়তি দাসমার্য্যঃ॥

ঋগ্বেদ, ৫/৩৪/৬

শব্দার্থ—(সমৃতৌ) সংগ্রামে (বি-ত্বক্ষণঃ) শত্রুর বিচূর্ণকারী (চক্রম্ আসজঃ) চক্রাস্ত্র শোভিত (অসুন্বতঃবিষুণঃ) যজ্ঞহীন পুরুষ হইতে পরান্মুখ (সুন্বতঃ) যজ্ঞশীলের (বৃধঃ) বর্ধয়িতা (বিশ্বস্য) সকলের (দভিতা) শিক্ষক (বিভীষণঃ) ভয়ঙ্কর (আর্য্যঃ) সুসভ্য (ইন্দ্রঃ) রাজা (দাসম্) দুষ্টকে (যথা-বশম্) ক্রমে নিজের বশে (নয়তি) আনয়ন করে।

অনুবাদ—সংগ্রামে শত্রুর হন্তা, চক্রাস্ত্রশোভিত, অশুভ কর্মে পরান্মুখ, শুভ কর্মে উৎসাহদাতা, সকলের শিক্ষক, ভীষণ, সুসভ্য নৃপতি দুষ্টদিগকে ক্রমে নিজের বশীভূত করেন।

৯৮। বস্ত্রবয়ন

বিতন্বতে ধিয়ো অস্মা অপাংসি বস্ত্রা পুত্রায় মাতরো বয়ন্তি।
উপপ্রক্ষে বৃষ্ণো মোদমানা দিবস্পথা বধ্বো যন্ত্যচ্ছ॥

ঋগ্বেদ, ৫/৪৭/৬

শব্দার্থ—(দিবঃ) কামনাযুক্তা (মোদমানাঃ) আনন্দিতা (বধ্বঃ) যুবতী রমণীরা (পথা) গার্হস্থ্য আশ্রমের পন্থা (উপপ্রক্ষে) সম্বন্ধে (বৃষ্ণঃ) যুবা পুরুষকে (অচ্ছ) ভালভাবে (যন্তি) প্রাপ্ত হয় (মাতরঃ) মাতা (অস্মৈ) এই (পুত্রায়) পুত্রের জন্য (ধিয়ঃ) বুদ্ধি (অপাংসি) সৎ কর্মকে (বি. তন্বতে) বিস্তার করে (বস্ত্রা) বস্ত্র (বয়ন্তি) বয়ন করে।

অনুবাদ—যে সব যুবতী রমণী কামনাযুক্তা ও আনন্দিতা হইয়া গার্হস্থ্য আশ্রমের সুপথে চলিতে চাহে, তাহারা যুবা পুরুষকে স্বয়ম্বর বিবাহ দ্বারা লাভ করেন, মাতা পুত্রের হিতার্থে বুদ্ধি ও শুভকর্মের অনুষ্ঠান করেন এবং বস্ত্র বয়ন করেন।

৯৯। পুষ্টি

স্বস্তি নো মিমীতামশ্বিনা ভগঃ স্বস্তি দেব্য দিতিরন র্বণঃ।
স্বস্তি পূষা অসুরো দধাতু নঃ স্বস্তি দ্যাবাপৃথিবী সুচেতুনা॥

ঋগ্বেদ, ৫/৫১/১১

শব্দার্থ—(ভগঃ) ভজনীয় প্রভু (নঃ) আমাদের জন্য (অশ্বিনা) দিন ও রাত্রিকে (স্বস্তি) কল্যাণকারী (মিমীতাম্) করুন (দেবী) প্রকাশমান (অদিতি) অখণ্ডনীয় শক্তি (অন্-অর্বণঃ) অলসের প্রতি (স্বস্তি) উৎসাহ দাত্রী হউক (অসুর) বর্ষণকারী (পূষা) পুষ্টি দাতা প্রভু (নঃ) আমাদের (স্বস্তি) হিত (দধাতু) বিধান করুন (দ্যাবা পৃথিবী) দ্যুলোক ও ভূলোক (সুচেতুনা) চেতন জীব দ্বারা (স্বস্তি) কল্যাণ করুক।

অনুবাদ—উপাস্য প্রভু দিন ও রাত্রিকে আমাদের জন্য কল্যাণকারী করুন। প্রভুর অখণ্ডনীয় দিব্য শক্তি অলসদের অন্তরে উৎসাহের সঞ্চার করুক। পুষ্টিশক্তি সম্পন্ন বৃষ্টি কল্যাণকারিণী হউক। দ্যুলোক ও ভূলোক চেতন জীব দ্বারা আমাদের কল্যাণ সাধন করুক।

১০০। বায়ু সোম ও বৃহস্পতি

স্বস্তয়ে বায়ুমুপ ব্রবামহৈ সোমং স্বস্তি ভুবনস্য যস্পতিঃ।
বৃহস্পতিং সর্বগণং স্বস্তয়ে স্বস্তয় আদিত্যাসো ভবন্তু নঃ॥

ঋগ্বেদ, ৫/৫১/১২

শব্দার্থ—(স্বস্তয়ে) স্বস্তির জন্য (বায়ুম্) বায়ুর (উপ, ব্রবামহৈ) কীর্ত্তি গান করি (ভুবনস্য) ব্রহ্মাণ্ডের (যঃ) যিনি (পতিঃ) পালক (সোমম্) চন্দ্রের (স্বস্তি) স্বস্তির জন্য (সর্বগনম্) সকলের সহিত (বৃহস্পতিম্) পরমাত্মার (স্বস্তয়ে) স্বস্তির জন্য (আদিত্যামঃ) অখণ্ড পরমাত্মা (নঃ) আমাদের (স্বস্তয়ে) কল্যাণের জন্য (ভবন্তু) হউন।

অনুবাদ—কল্যাণের জন্য আমরা বায়ুর কীর্ত্তি গান করি, ব্রহ্মাণ্ডের পোষক চন্দ্রমার কীর্ত্তি গান করি, সকলে মিলিত হইয়া বৃহস্পতির কীর্ত্তি গান করি। অখণ্ড পরামাত্মা আমাদের কল্যান বিধান করুন।

ভাবার্থ—বায়ু ও চন্দ্রমার স্বরূপকে উপলব্ধি করিয়া তাহা কার্য্যে প্রয়োগ করাকে বায়ু ও চন্দ্রমার স্তুতি করা বলে। বায়ুর শক্তি রহস্য মানব সভ্যতাকে ক্রমোন্নতি দান করিতেছে। চন্দ্রমার শীতল জ্যোতি বা সোম শক্তি, ওষধি জগতের পুষ্টিদাতা এবং জীবজগতের রক্ষক। পরমাত্মাই একমাত্র উপাস্য কিন্তু জগতের মধ্যে তাঁহার যে শক্তি লুক্কায়িত আছে তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে।

১০১। স্বস্তি

বিশ্বে দেবা নো অদ্যা স্বস্তয়ে বৈশ্বানরো বসুরগ্নিঃ স্বস্তয়ে।
দেবা অবন্ত্বৃ ভবঃ স্বস্তয়ে স্বস্তিনো রুদ্রঃ পাত্বংহসঃ॥

ঋগ্বেদ, ৫/৫১/১৩

শব্দার্থ—(নঃ) আমাদের প্রতি (বিশ্বে) সব (দেবাঃ) দিব্য গুণ (অদ্য) আজ (স্বস্তয়ে) মঙ্গলদায়ক হউক (বৈশ্বানরঃ) সব মানুষের মধ্যে বিরাজমান (বসুঃ) সকলের অধিষ্ঠাতা (অগ্নিঃ) অগ্নি (স্বস্তয়ে) কল্যাণদায়ক হউক (স্বস্তয়ে) হিতের জন্য (দেবঃ) প্রকাশমান (ঋভবঃ) বিদ্বানেরা (অবন্তু) রক্ষা করুন (নঃ) আমাকে (রুদ্রঃ) পরমাত্মা (অহংসঃ) পাপ হইতে (স্বস্তি) শান্তির জন্য (পাতু) রক্ষা করুন।

অনুবাদ—দিব্যগুণ সমূহ আমার প্রতি আজ মঙ্গল দায়ক হউক, সব মনুষ্যের মধ্যে বিরাজমান এবং সকলের অধিষ্ঠাতা অগ্নি কল্যাণদায়ক হউক, প্রকাশমান বিদ্বানেরা রক্ষা করুন, পরমাত্মা আমাদিগকে পাপ হইতে শান্তির জন্য রক্ষা করুন।

১০২। ঐশ্বর্য্য

স্বস্তি মিত্রাবরুণা স্বস্তি পথ্যে রেবতি।
স্বস্তি ন ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ স্বস্তিনো অদিতে কৃধি॥

ঋগ্বেদ, ৫/৫১/১৪

শব্দার্থ—(মিত্রাবরুণা) মিত্র ও বরুণ প্রাণ ও অপান (স্বস্তি) কল্যাণময় হউক (রেবতি) ধনযুক্ত (পথ্যে) সুমার্গ (স্বস্তি) কল্যাণময় হউক (ইন্দ্রঃ) ঐশ্বর্য্য (অগ্নিঃ) অগ্নি (চ) এবং (অদিতে) হে অদিতে পরমাত্মন্! (নঃ) আমাদের (স্বস্তি) কল্যান (কৃধি) কর।

অনুবাদ—প্রাণ ও অপান কল্যাণময় হউক, ধনাগমের পথ কল্যাণময় হউক। ঐশ্বর্য্য ও অগ্নি কল্যাণময় হউক। হে পরমাত্মন্ আমাদের কল্যাণ সাধন কর।

১০৩। পন্থা

স্বস্তি পন্থামনুচরেম সূর্য্যাচন্দ্রমসাবিব।
পুনর্দদতাঘ্নতা জানতা সঙ্গমে মহি॥

ঋগ্বেদ, ৫/৫১/১৫

শব্দার্থ—(সূর্য্যা চন্দ্রমাসৌ ইব) সূর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায় (স্বস্তি) কল্যাণযুক্ত (পন্থাম্) পথের (অনু-চরেম)—অনুগামী হইব (পুনঃ) পুনরায় (দদতা) দানশীল (অঘ্নতা) অহিংসক (জানতা) বিদ্বানের সঙ্গে (সংগমেমহি) মিলিত হইব।

অনুবাদ—সূর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায় আমরা কল্যাণমার্গে চলিব এবং দানশীল অহিংসক বিদ্বান্ পুরুষের সঙ্গ লাভ করিব।

ভাবার্থ—চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় কোন দিকে দৃক্পাত না করিয়া পরমাত্মার আজ্ঞা পালন করিব এবং সত্য পথে বিচরণ করিব।

১০৪। শৃঙ্খলা

শর্ধং শর্ধং ব এষাং ব্রাতং ব্রাতং গণঙ্গণং সুশস্তিভিঃ।
অনুক্রামেম ধীতিভিঃ॥

ঋগ্বেদ, ৫/৫৩/১১

শব্দার্থ—(এষাং বঃ) তোমাদের (শর্ধং শর্ধং) প্রত্যেক বল (ব্রাতং ব্রাতম্) প্রত্যেক সমূহ (গণং গণম্) প্রত্যেক বিভাগ (সু শস্তিভিঃ, ধীতিভিঃ) উৎকৃষ্ট প্রশংসনীয় বুদ্ধি দ্বারা (অনুক্রামেম) আমরা অনুসরণ করিব।

অনুবাদ—হে বীর। তোমাদের প্রত্যেক বল, প্রত্যেক সমূহ এবং প্রত্যেক বিভাগকে উৎকৃষ্ট সৎবুদ্ধি দ্বারা আমরা অনুসরণ করিব।

১০৫। সকলে সমান

তে অজ্যেষ্ঠা অকনিষ্ঠাস উদ্ভিদো ঽমধ্যমাসো মহসা বি বাবৃধুঃ।
সুজাতাসো জনুষা পৃশ্নি মাতরো দিবো মর্য্যা আ নো অচ্ছা জিগাতন॥

ঋগ্বেদ, ৫/৫৯/৬

শব্দার্থ—(তে) তাহারা (অজ্যেষ্ঠাঃ) বড় নয় (অকনিষ্ঠাসঃ) ছোট নয় (অমধ্যমাসঃ) মধ্যম নয় (উৎ ভিদঃ) উন্নত (মহসা) উৎসাহের সঙ্গে (বি) বিশেষভাবে (বাবৃধুঃ) ক্রমোন্নতির জন্য প্রযত্ন করে (জনুষা) জন্ম হইতেই (সুজাতাসঃ) উত্তম কুলীন (পৃশ্নি মাতারঃ) জন্মভূমির সন্তান (দিবঃ) দিব্য (মর্য্যাঃ) দিব্য মনুষ্য (নঃ অচ্ছা) আমার নিকট ভালভাবে (আ জিগাতন) আসুক।

অনুবাদ—মানবের মধ্যে কেহ বড় নয় কেহ ছোট নয় এবং কেহ মধ্যম নয়; তাহারা সকলেই উন্নতি লাভ করিতেছে। উৎসাহের সঙ্গে বিশেষভাবে ক্রমোন্নতির প্রযত্ন করিতেছে। জন্ম হইতেই তাহারা কুলীন। তাহারা জন্মভূমির সন্তান দিব্য মনুষ্য। তাহারা আমার নিকট সত্য পথে আগমন করুক।

১০৬। সমত্ব

অজ্যেষ্ঠাসো অকনিষ্ঠাস এতে সংভ্রাতরো বাবৃধুঃ সৌভগায়।
যুবা পিতা স্বপা রুদ্র এষাং সুদুঘা পৃশ্নিঃ সুদিনা মরুদ্ভ্যঃ॥

ঋগ্বেদ, ৫/৬০/৫

শব্দার্থ—(অজ্যেষ্ঠাঃ) যাহাদের মধ্যে কেহ বড় নাই এবং (অকনিষ্ঠ সঃ) যাহাদের মধ্যে কেহ ছোট নাই (এতে) ইহারা (ভ্রাতরঃ) ভাই ভাই (সৌভগায়) সৌভাগ্য লাভের জন্য (সংবাবৃধু) মিলিয়া প্রযত্ন করিতেছে (যুবা পিতা) তরুণ পিতা (স্বপা রুদ্রঃ) শুভকর্মা ঈশ্বর (এষাম্) ইহাদের জন্য (সু-দুঘা) পয়স্বিনী মাতা (পৃশ্নিঃ) প্রকৃতি (ম-রুদ্ভ্যঃ) ক্রন্দনহীন জীবের জন্য (সুদিনা) উত্তম দিন প্রদান করেন।

অনুবাদ—মনুষ্যের মধ্যে কেহ বড় নয় বা কেহ ছোট নয়। ইহারা ভাই ভাই। সৌভাগ্য লাভের জন্য ইহারা প্রযত্ন করে। ইহাদের পিতা তরুণ শুভকর্মা ঈশ্বর এবং মাতা দুগ্ধবতী প্রকৃতি। প্রকৃতি মাতা ক্রন্দনহীন পুরুষার্থী সন্তানকেই সুদিন প্রদান করেন।

১০৭। শ্রেষ্ঠত্ব

উত ত্বা স্ত্রী শশীয়সী পুংসো ভবতি বস্যসী।
অদেবত্রাদরাধসঃ॥

ঋগ্বেদ, ৫/৬১/৬

শব্দার্থ—(উত) এবং (ত্বা) বহু (শশীয়সী) পতিব্রতা (স্ত্রী) স্ত্রী (পুংসঃ) পুরুষ হইতে (বস্যসী) প্রশংসা ভাজন (অদেবত্রাৎ) সুকর্ম রহিত হইতে (অরাধসঃ) ঈশ্বরোপসনা রহিত।

অনুবাদ—এ বিষয় সুবিদিত যে বহু পতিব্রতা স্ত্রী শুভকর্মবর্জিত ও ঈশ্বরোপাসনা-রহিত পুরুষ হইতে অধিকতর প্রশংসা ভাজন।

১০৮। সত্যরক্ষা

তাহি শ্রেষ্ঠ বর্চসা রাজানা দীর্ঘশ্রুত্তমা।
তা সৎ পতী ঋতাবৃধ ঋতাবানা জনে জনে॥

ঋগ্বেদ, ৫/৬৫/২

শব্দার্থ—(তা) সেই (রাজানা) রাজারা (শ্রেষ্ঠ বর্চসা) বিপুল তেজস্বী (দীর্ঘ শ্রুত্তমা) অত্যন্ত জ্ঞানী (সৎপতী) উত্তম পালক (ঋতাবৃধা) সত্যের সহিত বর্দ্ধনশীল (জনে জনে) প্রত্যেক সংঘে (ঋতাবানা) সত্যের রক্ষক।
অনুবাদ—রাজাকে মহাতেজস্বী, অত্যন্ত জ্ঞানী, সুরক্ষক, সত্যের সহিত বর্দ্ধনশীল এবং প্রত্যেককে সত্যের প্রতিপালক হইতে হইবে।

১০৯। স্বরাজ্য

আ যদ্ বামীয় চক্ষসা মিত্র বয়ং চ সূরয়ঃ।
ব্যচিষ্ঠে বহু পায্যে যতেমহি স্বরাজ্যে॥

ঋগ্বেদ, ৫/৬৬/৬

শব্দার্থ—(মিত্র) হে মিত্র (ঈয় চক্ষাসৌ) দূরদর্শি পুরুষগণ! (বয়ম্) আমরা (সূরয়ঃ) বিদ্বানেরা (ব্যচিষ্টে) বিস্তৃত ও (বহুপায্যে) অনেকের সাহায্যে রক্ষণীয় (স্বরাজ্যে) স্বরাজ্যে (আ-যতে মহি) যত্ন করিব।
অনুবাদ—হে মিত্র দূরদর্শি পুরুষগণ! আমরা সব বিদ্বানেরা মিলিয়া বিস্তৃত ও অনেকের সাহায্যে রক্ষার যোগ্য এই স্বরাজ্য ব্যবস্থার জন্য যত্ন করিব।

১১০। জাতকর্ম

দশ মাসাঞ্চ শয়ানঃ কুমারো অধি মাতরি।
নিরৈতু জীবো অক্ষতো জীবো জীবন্ত্যা অধি॥

ঋগ্বেদ, ৫/৭৮/৯

শব্দার্থ—(দশমাসান্) দশ মাস পর্য্যন্ত (অধিমাতরি) মাতার গর্ভে (শশয়ানঃ) সুপ্ত (কুমারঃ জীবঃ) সুকুমার জীব (জীবঃ) প্রাণ ধারণ করিয়া (জীবন্ত্যা অধি) জীবিতা মাতা হইতে (অক্ষতঃ) বিনা ক্লেশে (নিরৈতু) বর্হিগত হউক।
অনুবাদ—হে পরমাত্মন্! দশমাস পর্য্যন্ত মাতৃগর্ভে সুকুমার জীব সুপ্ত থাকিয়া যেন প্রাণধারণ করে এবং জীবিতা মাতার গর্ভ হইতে যেন বিনা কষ্টে ভূমিষ্ঠ হয়।

১১১। দুষ্টের বিনাশ

সুবীরং রয়িমা ভর জাতবেদো বিচর্ষণে।
জহি রক্ষাংসি সুক্রতো॥

ঋগ্বেদ, ৬/১৬/২৯

শব্দার্থ—(জাতবেদঃ বিচর্ষণে) হে জ্ঞানময় সর্বদ্রষ্টা (সুবীরং রয়িম্) অত্যন্ত বীরত্ব দায়ক ধন (আভর) দান কর (সুক্রতো) হে সুকর্মা পুরুষ (রক্ষাংসি জহি) দুষ্টকে নাশ কর।
অনুবাদ—হে জ্ঞানময় সর্বদ্রষ্টা! অত্যন্ত বীরত্বদায়ক ধনদান কর। হে সুকর্ম পুরুষ! দুষ্টকে বিনাশ কর।

১১২। অদ্বিতীয়

য এক ইৎ তমু ষ্টুহি কৃষ্টীনাং বিচর্ষণিঃ।
পতির্জজ্ঞে বৃষক্রতুঃ॥

ঋগ্বেদ, ৬/৪৫/১৬

শব্দার্থ—(য এক ইৎ) যিনি একই (কৃষ্টীনাম্) মনুষ্যদের (বিচর্ষণিঃ) সর্বদ্রষ্টা (বৃষক্রতুঃ) সর্বশক্তিমান (পতিঃ) পালক (জজ্ঞে) হইয়াছেন (তৎ উ) তাঁহাকেই (ষ্টুহি) স্তুতি কর।
অনুবাদ—যিনি এক অদ্বিতীয়, যিনি মনুষ্যদের সর্বদ্রষ্টা, যিনি সর্বশক্তিমান ও পালক একমাত্র তাঁহাকেই উপাসনা কর।

১১৩। ধূর্ত্ত

পাহিনো অগ্নে রক্ষসো অজুষ্টাৎ পাহি ধূর্তেরররুষো অঘায়োঃ।
ত্বা যুজা পৃতনা যূঁরভি ষ্যাম্॥

ঋগ্বেদ, ৭/১/১৩

শব্দার্থ—(অগ্নি) হে তেজস্বী পরমাত্মন্! (অজুষ্টাৎ রক্ষসঃ) হীন রাক্ষস হইতে (নঃ) আমাদিগকে (পাহি) রক্ষা কর (অররুষঃ ধূর্তেঃ) অদাতা ধূর্ত্ত হইতে (অঘায়োঃ) পাপী হইতে (পাহি) রক্ষা কর (ত্বা যুজা) তোমার সহিত যুক্ত থাকিয়া (পৃতনায়ূন্) আক্রমণকামীকে (অভিষ্যাম্) পরাভব করিব।

অনুবাদ—হে তেজস্বী পরমাত্মন্! হীন রাক্ষস হইতে আমাকে রক্ষা কর। তোমার আশ্রয় লইয়া আমরা আক্রমণকারীদের পরাভব করিব।

১১৪। লৌহপুরী

অধা মহীন আয়স্যনাধৃষ্টো নৃপীতয়ে।
পূর্ভবা শত ভূজিঃ॥

ঋগ্বেদ, ৭/১৫/১৪

শব্দার্থ—(অধ) হে অগ্রগামী সেনাপতে! (অনাধৃষ্টঃ) দুর্দ্ধর্ষ হইয়া (নঃ নৃপীতয়ে) আমাদের মনুষ্যদের রক্ষার জন্য (মহী) মহতী (শতভুজিঃ) শতগুণ (আয়সী পূঃ) লৌহ নির্মিত পুরীর সমান (ভব) হও।

অনুবাদ—হে অগ্রণী সেনাপতে! দুর্দ্ধর্ষ হইয়া আমাদের সব মনুষ্যদের রক্ষা হেতু লৌহ নির্মিত পুরীর সমান শতগুণে দৃঢ় হও।

১১৫। বরুণ বা মঙ্গলদাতা

শন্ন ইন্দ্রাগ্নী ভবতামবোভীঃ শন্ন ইন্দ্রাবরুণা রাত হব্যা।
শমিন্দ্রা সোমা সুবিতায় শং যো শন্ন ইন্দ্রা পূষণা বাজসাতৌ॥

ঋগ্বেদ, ৭/৩৫/১

শব্দার্থ—(ইন্দ্রাগ্নী) ঐশ্বর্য্যময় এবং প্রকাশময় পরমাত্মা (অবোভিঃ) রক্ষা দ্বারা (নঃ) আমাদের জন্য (শম্) কল্যাণকারী হউন (ইন্দ্রা বরুণা) ঐশ্বর্য্যময় বরণযোগ্য পরমাত্মা (রাত হব্যা) গ্রহণ যোগ্য পদার্থের দাতা (শং নঃ) আমাদের জন্য কল্যাণ করুণ (ইন্দ্র-সোমা) ঐশ্বর্য্যময় প্রসবিতা পরমাত্মা (সু-ইতায়) সুন্দর জীবনের জন্য (নঃ) আমাদিগকে (শম্) দমশক্তি (যোঃ) সদ্গুণ যুক্ত হইবার রুচি দান করুন (বাজ-সাতৌ) জীবন সংগ্রামে (ইন্দ্রাপূষণা) ঐশ্বর্য্যময় পুষ্টিদাতা পরমাত্মা (নঃ) আমাদিগকে (শম্) সুখ দান করুন।

অনুবাদ—ঐশ্বর্য্যময় জ্যোতিঃ স্বরূপ পরমাত্মা রক্ষা দ্বারা আমাদের শান্তিদায়ক হউন। ঐশ্বর্য্যময় বরণযোগ্য গ্রহণীয় পদার্থের দাতা পরমাত্মা আমাদের জন্য কল্যাণদায়ক হউন। ঐশ্বর্য্যময় প্রসবিতা। পরমাত্মা সুন্দর জীবনের জন্য আমাদিগকে দম শক্তি ও সদ্গুণ লাভের রুচি দান করুন। জীবন সংগ্রামে ঐশ্বর্য্যময় পুষ্টিদাতা পরমাত্মা আমাদিগকে মঙ্গল দান করুন।

১১৬। অর্য্যমা বা সুখদাতা

শন্নো ভগঃ শমুনঃ শংসো অস্তু শন্ন পুরংধিঃ শমু সন্তু রায়ঃ।
শন্নঃ সত্যস্য সুষমস্য শংস শন্নো অর্য্যমা পুরুজাতো অস্তু॥

ঋগ্বেদ, ৭/৩৫/২

শব্দার্থ—(ভগঃ) ঐশ্বর্য্য (নঃ) আমাদিগকে (শম্) সুখদায়ক হউক (উ) এবং (শংসঃ) স্তুতি (নঃ) আমাদের জন্য (শম্)—কল্যাণদায়ক (অস্তু) হউক (পুরংধিঃ) বুদ্ধি (নঃ) আমাদিগকে (শম্) সুখ (উ) এবং (রায়ঃ) ঐশ্বর্য্য (নঃ) আমাদিগকে (শম্) সুখদান করুক (সুষমস্য) ধারণযোগ্য (সত্যস্য) সত্যের (শংসঃ) বর্ণনা (নঃ) আমাদের জন্য (শম্) কল্যাণপ্রদ হউক (পুরু-জাতঃ) অতি প্রসিদ্ধ (অর্য্যমা) ন্যায়াধীশ (নঃ) আমাদের প্রতি (শম্) সুখদায়ক (অস্তু) হউক।

অনুবাদ—ঐশ্বর্য্য আমাদের প্রতি শান্তিদায়ক হউক। স্তুতি আমাদের জন্য সুখদায়ক হউক। বুদ্ধি আমাদিগকে সুখ দান করুক এবং ধনরত্ন আমাদিগকে

শান্তিদান করুক। গ্রহণযোগ্য সত্যের বর্ণনা আমাদের জন্য কল্যাণদায়ক হউক। সুপ্রসিদ্ধ ন্যায়াধীশ পরমাত্মা আমাদের নিকট সুখদায়ক হউন।

১১৭। স্বধা বা শান্তিদাতা

শন্নো ধাতা শমু ধর্ত্তা নো অস্তু শন্ন উরূচী ভবতু স্বধাভিঃ।
শং রোদসী বৃহতী শং নো অদ্রিঃ শন্নো দেবানাং সুহবানি সন্তু॥

ঋগ্বেদ, ৭/৩৫/৩

শব্দার্থ—(ধাতা) পালক (নঃ) আমাদিগকে (শম্) সুখ দান করুন (উ) এবং (ধর্ত্তা) ধারণ কর্ত্তা (নঃ) আমাদের জন্য কল্যাণকারী (অস্তু) হউন (উরূচী) পৃথিবী (স্বধাভিঃ) অন্নাদি দ্বারা (নঃ) আমাদের জন্য (শম্) কল্যাণকারিণী (ভবতু) হউক (বৃহতী) বিস্তৃত (রোদসী) ভূমি ও আকাশ (শম্) কল্যাণকারক (অদ্রিঃ) পর্বত (নঃ) আমাদিগকে (শম্) সুখ প্রদান করুক (দেবানাম্) বিদ্বান্‌দের (সুহবানি) স্তুতি আহ্বান (নঃ) আমাদের জন্য (শম্) সুখপ্রদ (সন্তু) হউক।

অনুবাদ—পালক প্রভু আমাদের সুখ প্রদান করুন, ধারণ কর্তা প্রভু আমাদের কল্যাণ বিধান করুন। অন্নাদি পদার্থ দ্বারা পৃথিবী আমাদের জন্য কল্যাণকারিণী হউক। বিস্তৃত ভূমি ও আকাশ সুখদায়ক হউক। পর্বত আমাদিগকে শান্তিদান করুক। বিদ্বান্‌দের স্তুতি আহ্বান আমাদের পক্ষে শান্তিদায়ক হউক।

১১৮। সুকৃতি

শন্নো অগ্নির্জ্যোতিরনীকো অস্তু শন্নো মিত্রাবরুণাবশ্বিনা শম্।
শন্নঃ সুকৃতাং সুকৃতানি সন্তু শন্ন ইষিরো অভি বাতু বাতঃ॥

ঋগ্বেদ, ৭/৩৫/৪

শব্দার্থ—(জ্যোতিঃ অনীকঃ) প্রকাশ শক্তি সম্পন্ন (অগ্নিঃ) অগ্নি (নঃ) আমাদের প্রতি (শম্) সুখপ্রদ (অস্তু) হউক (মিত্রাবরুণৌ) মিত্র ও শ্রেষ্ঠ (অশ্বী) বেগবান-পরমাত্মা (নঃ) আমাদের (শম্) কল্যাণ দান করুন (সুকৃতাম্) পুণ্যাত্মাদের (সুকৃতানি) সৎকর্ম (নঃ) আমাদিগকে (শম্) সুখদায়ক হইয়া (ইষিরঃ) বেগবান্ (বাতঃ) বায়ু (নঃ) আমাদের (অভিবাতু) সর্বত্র প্রবাহিত হউক।

অনুবাদ—প্রকাশ শক্তি সম্পন্ন অগ্নি আমাদের নিকট সুখপ্রদ হউক, মিত্র ও শক্তিশালী পরমাত্মা আমাদের কল্যাণ করুন। পুণ্যাত্মাদের সুকর্ম আমাদিগকে সুখদান করুক। বেগবান বায়ু আমাদের জন্য সুখদায়ক হইয়া সর্বত্র প্রবাহিত হউক।

১১৯। জিষ্ণু

শন্নো দ্যাবাপৃথিবী পূর্বহূতৌ শমন্তরিক্ষং দৃশয়ে নো অস্তু।
শন্ন ওষধীর্বনিনো ভবন্তু শং নো রজস স্পতিরস্তু জিষ্ণুঃ॥

ঋগ্বেদ, ৭/৩৫/৫

শব্দার্থ—(পূর্বহূতৌ) পূর্বজদের স্তুতিতে (দ্যাবাপৃথিবী) দ্যুলোক ও পৃথ্বীলোক (নঃ) আমাদের জন্য (শম্) কল্যাণ বিধান করুক (দৃশয়ে) দর্শন করিবার জন্য (অন্তরিক্ষম্) অন্তরিক্ষ (নঃ) আমাদিগকে (শম্) সুখদান করুক (বনিনঃ) বন্য (ওষধী) ওষধী (নঃ) আমাদের জন্য (শম্) কল্যাণকারক (ভবন্তু) হউক (রজসঃ পতিঃ) লোক লোকান্তরের পালক (জিষ্ণুঃ) জেতা প্রভু (নঃ) আমাদিগকে (শম্) মঙ্গল দান করুন।

অনুবাদ—পূর্বজদের স্তুতি প্রভাবে দ্যুলোক ও ভূলোক আমাদের কল্যাণ বিধান করুক, দৃষ্টি শক্তির জন্য অন্তরিক্ষ লোক আমাদিগের কল্যাণ বিধান করুক। বনৌষধি আমাদের জন্য সুখদায়ক হউক। লোকলোকান্তরের পালক জয়শীল প্রভু আমাদের মঙ্গল বিধান করুন।

১২০। রুদ্র

শন্নো ইন্দ্রো বসুভির্দেবো অস্তু শমাদিত্যেভির্বরুণঃ সুশংসঃ।
শং নো রুদ্রো রুদ্রেভির্জলাষঃ শংনস্ত্বষ্টা গ্নাভিরিহ শৃণোতু॥

ঋগ্বেদ, ৭/৩৫/৬

শব্দার্থ—(ইন্দ্রঃ) ঐশ্বর্য্যময় (দেবঃ) প্রভু (বসুভিঃ) নিবাস স্থান দ্বারা (নঃ) আমাদের জন্য (শম্) মঙ্গলপ্রদ (অস্তু) হউন (বরুণঃ) বরণীয় পরমাত্মা (সু-শংস) প্রশংসনীয় (আদিত্যেভিঃ) সূর্য্যকিরণ দ্বারা (শম্) কল্যাণ করুন (জলাষঃ) শান্তিদাতা (রুদ্রঃ) পরমাত্মা (রুদ্রেভিঃ) তেজ দ্বারা (নঃ) আমাদের (শম্) মঙ্গল বিধান করুন। (ত্বষ্টা) স্রষ্টা (গ্রাভিঃ) বাণী দ্বারা (নঃ) আমাদের (শম্) কল্যাণ করিয়া (ইহ) এই (শৃনোতু) শুনুন।

অনুবাদ—ঐশ্বর্য্যময় প্রভু আমাদিগকে নিবাস স্থানে আমাদের কল্যাণ করুন। বরণীয় পরমাত্মা সূর্য্য কিরণ দ্বারা কল্যাণ করুন। শান্তিদাতা পরমাত্মা স্বীয় তেজ দ্বারা আমাদের মঙ্গল বিধান করুন। জগতের স্রষ্টা আমাদিগকে বাণী প্রদান করিয়া কল্যাণ করুন এবং আমাদের এই আহ্বান শ্রবণ করুন।

১২১। বেদি

শং নঃ সোমো ভবতু ব্রহ্ম শং নঃ শং নো গ্রাবাণঃ শমু সন্তু যজ্ঞাঃ।
শং নঃ স্বরূণাং মিতয়ো ভবন্তু শং নঃ প্রস্বঃ শম্বস্তু বেদিঃ॥

ঋগ্বেদ, ৭/৩৫/৭

শব্দার্থ—(সোমঃ) মেধাবর্দ্ধক ওষধি (নঃ) আমাদের জন্য (শম্) সুখদায়ক (ভবতু) হউক (ব্রহ্ম) স্বাধ্যায় (নঃ) আমাদের জন্য (শম্) সুখদান করুক (গ্রাবনঃ) শিলা (উ) এবং (যজ্ঞ) যজ্ঞ (নঃ) আমাদের জন্য (শম্) শান্তিপ্রদ (সন্তু) হউক (স্বরূণাম্) বেদিস্তম্ভের (মিতয়ঃ) মাপ (প্রস্বঃ) ওষধি (উ) এবং (বেদিঃ) বেদির অন্যান্য দ্রব্য (নঃ) আমাদের (শম্) কল্যাণকারী (ভবন্তু) হউক।

অনুবাদ—মেধাবর্দ্ধক ওষধি আমাদের জন্য সুখদায়ক হউক। বেদ পাঠ আমাদের মঙ্গল দান করুক, শিলা ও যজ্ঞ আমাদের জন্য শান্তিপ্রদ হউক। বেদির স্তম্ভ ওষধি এবং বেদির অন্যান্য দ্রব্য আমাদের মঙ্গল দায়ক হউক।

১২২। সিন্ধু

শন্নঃ সূর্য্য উরুচক্ষা উদেতু শন্নশ্চতস্র প্রদিশো ভবন্তু।
শং নঃ পর্বতা ধ্রুবয়ো ভবন্তু শং নঃ সিন্ধবঃ শমু সন্ত্বাপঃ॥

ঋগ্বেদ, ৭/৩৫/৮

শব্দার্থ—(উরু চক্ষাঃ) জ্যোতির্ময় (সূর্য্যঃ) সূর্য্য (নঃ) আমাদের জন্য (শম্) কল্যাণ যুক্ত হইয়া (উৎ-এতু) উদয় হইয়া (চতস্রঃ) চারি (প্র-দিশঃ) দিক (নঃ) আমাদের জন্য (শম্) সুখযুক্ত (ভবন্তু) হউক (ধ্রুবয়ঃ) স্থির (পর্বতাঃ) পর্বত (সিন্ধবঃ) সমুদ্র (উ) এবং (আপঃ) জল (নঃ) আমাদের প্রতি (শম্) কল্যাণ বিধান করুক।

অনুবাদ—জ্যোতির্ময় সূর্য্য আমাদের জন্য কল্যাণকারী রূপে উদিত হউক। চারিদিক আমাদের জন্য সুখময় হউক। অচল পর্বত, সচল সিন্ধু এবং জলরাশি আমাদের সুখ দান করুক।

১২৩। ব্রত

শং নো অদিতির্ভবতু ব্রতেভিঃ শং নো ভবন্তু মরুতঃ স্বর্কাঃ।
শং নো বিষ্ণুঃ শমু পূষা নো অস্তু শং নো ভবিত্রং শম্বস্তু বায়ুঃ॥

ঋগ্বেদ, ৭/৩৫/৯

শব্দার্থ—(অদিতিঃ) খণ্ড রহিত পরমাত্মা (ব্রতেভিঃ) ব্রত রক্ষা দ্বারা (নঃ) আমাদের কল্যাণ করুন (স্বর্কাঃ) স্তুতি পরায়ন (মরুতঃ) বিদ্বান্‌গণ (নঃ) আমাদের (শম্) সুখপ্রদ (ভবন্তু) হউন (বিষ্ণুঃ) ব্যাপক প্রভু (উ) এবং (পূষা) পুষ্টিদাতা (নঃ) আমাদের (শম্) মঙ্গলদায়ক (অস্তু) হউন (ভবিত্রম্) যাহা কিছু হইবে (উ) এবং (বায়ুঃ) বায়ু (নঃ) আমাদের (শম্) কল্যাণকারী (অস্তু) হউন।

অনুবাদ—খণ্ড রহিত পরমাত্মা আমাদের ব্রতরক্ষা করিয়া কল্যাণ করুন। স্তুতি পরায়ন বিদ্বানেরা আমাদের নিকট কল্যাণপ্রদ হউন। পুষ্টিদাতাব্যাপক প্রভু আমাদের মঙ্গল করুন। আমাদের কৃতকর্মের যাহা কিছু ফল সে সব কল্যাণপ্রদ হউক এবং শক্তিমান্ প্রভু আমাদের কল্যাণকারী হউন।

১২৪। প্রজা

শং নো দেবঃ সবিতা ত্রায়মাণঃ শং নো ভবন্তূষসো বিভাতীঃ।
শং নঃ পর্জন্যো ভবতু প্রজাভ্যঃ শং নঃ ক্ষেত্রস্য পতিরস্তু শং ভুঃ॥

ঋগ্বেদ, ৭/৩৫/১০

শব্দার্থ—(দেবঃ) প্রকাশমান্ (ত্রায়মানঃ) রক্ষা করিয়া (সবিতা) সূর্য্য (নঃ) আমাদের জন্য (শম্) সুখকর হউক (বিভাতীঃ) উজ্জ্বল (উষসঃ) প্রভাত (নঃ) আমাকে) (শম্) সুখ প্রদান করুক (পর্জন্যঃ) মেঘ (নঃ) আমাদের (প্রজাভ্যঃ) প্রজাদের (শম্) হিতকারী (ভবতু) হউক (ক্ষেত্রস্য) ক্ষেত্রের (পতিঃ) স্বামী (শং ভুঃ) কল্যাণকারী দেব (নঃ) আমাদের কল্যাণ করুন।

অনুবাদ—জ্যোতিষ্মান্ রক্ষক সূর্য্য আমাদের কল্যাণকারী হউক, উজ্জ্বল প্রভাত আমাদের সুখ দান করুক। মেঘ প্রজাদের জন্য হিতকারী হউক, ক্ষেত্রের স্বামী কল্যাণকারী পরমাত্মদেব আমাদের কল্যাণ করুন।

১২৫। সরস্বতী

শং নো দেবা বিশ্বদেবা ভবন্তু শং সরস্বতী সহ ধীভিরস্তু।
শমভিষাচঃ শমু রাতিষাচঃ শং নো দিব্যাঃ পার্থিবাঃ শন্নো অপ্যাঃ॥

ঋগ্বেদ, ৭/৩৫/১১

শব্দার্থ—(বিশ্বদেবাঃ) জ্ঞান জ্যোতির রক্ষক (দেবাঃ) বিদ্বানেরা (নঃ) আমাদের জন্য (শম্) কল্যাণকারী হউন (সরস্বতী) বিদ্যাদেবী (ধীভিঃ) বুদ্ধির সহিত (শম্) কল্যাণকারী (অস্তু) হউক (অভিসাচঃ) বাহুবলে বলীয়ান (উ) এবং (রাতি-সাচঃ) দানের সাহায্যে বলীয়ান (দিব্যাঃ) দিব্য (পার্থিবাঃ) পার্থিব (অপ্যাঃ) জলস্থ (নঃ) আমাদের (শম্) কল্যাণ বিধান করুক।

অনুবাদ—জ্ঞানজ্যোতির রক্ষক বিদ্বানেরা আমাদের কল্যাণ বিধান করুন। বিদ্যাদেবী সরস্বতী নানাপ্রকার বুদ্ধির সঙ্গে কল্যাণদায়িনী হউক, বাহুবলে বলীয়ান এবং অন্যের আশ্রয়ে বলীয়ান দিব্য, পার্থিব এবং জলচর প্রাণীরা আমাদের কল্যাণ সাধন করুক।

১২৬। অশ্ব

শং নঃ সত্যস্য পতয়ো ভবন্তু শং নো অর্বন্তঃ শমু সন্তু গাবঃ।
শং ন ঋভবঃ সুকৃতঃ সুহস্তাঃ শং নো ভবন্তু পিতরো হবেষু॥

ঋগ্বেদ, ৭/৩৫/১২

শব্দার্থ—(সত্যস্য) সত্যের রক্ষক (নঃ) আমাদের (শম্) সুখ কারক (ভবন্তু) হউন (অর্বন্তঃ) অশ্ব (উ) এবং (গাবঃ) গো (শম্) সুখকর (সন্তু) হউক (ঋভবঃ) বুদ্ধিমান্ (সুকৃতঃ) সৎকর্ম (সুহস্তাঃ) শিল্পী (নঃ) আমাদিগকে (শম্) সুখদান করুক (হবেষু) হোমাদি সৎকর্ম (পিতরঃ) জ্ঞানীরা (নঃ) আমাদের প্রতি (শম্) সুখদায়ক (ভবন্তু) হউন।

অনুবাদ—সত্যরক্ষক পুরুষেরা আমাদের হিতকারী হউন। অশ্ব ও গো আমাদের সুখদায়ক হউক। বুদ্ধিমান সৎকর্মা শিল্পী আমাদের সুখদান করুন। অগ্নিহোত্রাদি সৎকর্মে জ্ঞানীরা আমাদের সুখদায়ক হউন।

১২৭। একপাদ

শং নো অজ একপাদ্দেবো অস্তু শং নো হহির্বুধ্ন্যঃ শং সমুদ্রঃ।
শং নো অপাং নপাৎ পেরুরস্তু শং নঃ পৃশ্নির্ভবতু দেবগোপাঃ॥

ঋগ্বেদ, ৭/৩৫/১৩

শব্দার্থ—(একপাৎ) একমাত্র রক্ষক (অজঃ) জন্মরহিত (দেবঃ) পরমাত্মা (নঃ) আমাদের (শম্) সুখকারী (অস্তু) হউন (বুধ্ন্যঃ) অন্তরিক্ষস্থ (অহিঃ) মেঘ (সমুদ্রঃ) সমুদ্র (নঃ) আমাদিগকে (শম্) সুখদান করুক (অপাম্) জলের (ন পাৎ) অবিনাশক (পেরুঃ) পালক প্রভু (নঃ) আমাদিগকে (শম্) শান্তিদান করুন (দেবগোপাঃ) বিদ্বান্‌দের রক্ষক (পৃশ্নিঃ) জ্যোতির্লোক (নঃ) আমাদের (শম্) হিতকারী (ভবতু) হউক।

অনুবাদ—একমাত্র রক্ষক, জন্মরহিত পরমাত্মা আমাদের সুখকারী হউন। অন্তরিক্ষস্থ মেঘমণ্ডল ও সমুদ্র আমাদের সুখদান করুক। জলের অবিনাশক পালক প্রভু আমাদিগকে শান্তিদান করুন। বিদ্বান্‌দের রক্ষক জ্যোতির্লোক আমাদের হিতকারী হউক।

১২৮। পর্জন্য

শং নো বাতঃ পবতাং শনস্তু পতু সূর্য্যঃ।
শং নঃ কনিক্রদদ্দেবঃ পর্জন্যো অভিবর্ষতু॥

ঋগ্বেদ, ৭/৩৫/১৫

শব্দার্থ—(বাতঃ) বায়ু (নঃ) আমাদিগকে (শম্) মঙ্গল দান করিয়া (পবতাম্) প্রবাহিত হউক (সূর্য্যঃ) সূর্য্য (নঃ) আমাদিগকে (শম্) সুখ দান করিয়া (তপতু) জ্বলিতে থাকুক (কনিক্রদৎ) গর্জন করিয়া (দেবঃ) দিব্যগুণযুক্ত (পর্জন্যঃ) মেঘ (নঃ) আমাদের (শম্) হিতকারী হইয়া (অভি-বর্ষতু) সর্বত্র বর্ষণ করুন।
অনুবাদ—বায়ু আমাদের মঙ্গল দান করিয়া প্রবাহিত হউক। সূর্য্য আমাদের সুখদান করিয়া তাপদান থাকুন। দিব্যগুণ যুক্ত মেঘ আমাদের হিতকারী হইয়া সর্বত্র বর্ষণ করুন।

১২৯। বরুণদেব

তে স্যাম দেব বরুণ তে মিত্র সূরিভিঃ সহ।
ইষং স্বশ্চ ধীমহি॥

ঋগ্বেদ, ৭/৬৬/৯

শব্দার্থ—(বরুণদেব) হে শ্রেষ্ঠ দেব পরমাত্মন্! (তে স্যাম) আমরা তোমারই হইব (মিত্র) হে মিত্র! (সুরভিঃ সহ) বিদ্বান্ ও অন্যান্য বন্ধু বান্ধবদের সহিত (ইষম্) অভিলষিত ধন (স্বঃ চ) জ্ঞান ও মোক্ষানন্দ (ধীমহি) ধারণ করিব।
অনুবাদ—হে বরযোগ্য পরমাত্মন্। আমরা তোমারই হইব। হে মিত্র! আমরা বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে তোমার কৃপায় আমরা জ্ঞান ও মোক্ষানন্দ লাভ করিব।

১৩০। তৃষ্ণা

অপাং মধ্যে তস্থিবাংসং তৃষ্ণাবিদৎ জরিতারম্।
মৃডা সুক্ষত্র মৃডয়॥

ঋগ্বেদ, ৭/৮৯/৪

শব্দার্থ—(জরিতারম্) আমাকে স্তোতাকে (অপাং মধ্যে তস্থিবাং সম্) জলের মধ্যে উপবিষ্ট (তৃষ্ণা) পিপাসা (অবিদৎ) লাগিয়াছে (সুক্ষত্র) হে শুভ শক্তিশালী প্রভো! (মৃডা) তৃপ্ত কর (মৃডয়) সুখী কর।
অনুবাদ—হে শুভ শক্তিশালী প্রভো! আমি তোমার সেবক, জলের মধ্যে থাকিয়াও আমি তৃষ্ণার্থ। প্রভো! আমাকে তৃপ্ত কর, সুখী কর।

১৩১। রাক্ষস

ইন্দ্রো যাতুনামভবৎ পরাশরো হবির্মথীনামভ্যাবিবাসতাম্।
অভীদু শক্রঃ পরশুর্যথাবনং পাত্রেবভিন্দন্ত্ সত এতি রক্ষসঃ॥

ঋগ্বেদ, ৭/১০৪/২১

শব্দার্থ—(ইন্দ্রঃ) রাজা (যাতুনাম্) রাক্ষসদের (পরাশরঃ-অভব্য) হিংসক (হবিঃ মথানাম্) যজ্ঞের বিঘ্ন উৎপাদকদের (অভি আবিবাসতাম্) চারিদিক হইতে আক্রমণকারীদের (পরশুঃ যথা বনম্) কুঠার যেরূপ বনকে (পাত্রা ইব) পাত্র যেরূপ তদ্রূপ (শক্রঃ) সমর্থ বীর পুরুষ (সতঃ রক্ষসঃ) আগত রাক্ষসকে (ভিন্দন্) ছিন্ন ভিন্ন করিয়া (অভি-ইৎ-উ-এতি) চারিদিকে যায়।
অনুবাদ—রাজা রাক্ষসদের হিংসক। যে সব রাক্ষস যজ্ঞের বিঘ্ন উৎপাদন করে এবং যাহারা চতুর্দিক হইতে আক্রমণ করে রাজা তাহাদেরও হিংসক। কুঠার যেমন বনকে ছেদন করে, মুদ্গার যেমন মৃন্ময় পাত্র চূর্ণ বিচূর্ণ করে, সমর্থ বীরপুরুষ আগত রাক্ষসদিগকে তেমনই ছিন্ন ভিন্ন করিয়া চারিদিকে ধাবমান হন।

১৩২। মেধা

অহমিদ্ধি পিতুঃ পরি মেধামৃতস্য জগ্রভ।
অহং সূর্য্য ইবা জনি॥

ঋগ্বেদ, ৮/৬/১০

শব্দার্থ—(অহম্ ইৎ) আমি ত (হি) নিশ্চয়ই (পিতুঃ) পিতা (ঋতস্য) সত্য স্বরূপ পরমেশ্বররের (মেধা) ধারণাবতী বুদ্ধিকে (পরিজগ্রভ) সব দিক হইতেই গ্রহণ করিয়াছি (অহম্) আমি (সূর্য্য ইব) সূর্য্যবৎ (অজনি) হইয়াছি।

অনুবাদ—আমি ত নিশ্চয়ই সত্যস্বরূপ পিতা পরমেশ্বরের ধারণাবতী বুদ্ধিকে ধারণ করিয়াছি। এজন্য আমি সূর্য্যের সমান তেজস্বী হইয়াছি।

১৩৩। জ্যোতির্ময়

আদিৎ প্রত্নস্য রেতসো জ্যোতিঃ পশ্যন্তি বাসরম্।
পরো যদিধ্যতে দিবি॥

ঋগ্বেদ, ৮/৬/৩০

শব্দার্থ—(আৎ) তাহা (ইৎ) ও (প্রত্নস্য) প্রাচীনকালের (রেতসঃ) বীর্য্যবান বিধাতার (জ্যোতিঃ) তেজ (পশ্যন্তি) দেখা যায় (বাসরম্) দিবাভাগে সূর্য্যরূপে (পরঃ) পরে (ইধ্যতে) প্রকাশমান (দিবি) দ্যুলোকের।

অনুবাদ—দ্যুলোকেরও পরে যাহা প্রকাশমান তাহা এবং দিবাভাগে যাহা সূর্য্যরূপে দেখা যায় তাহা উভয়ই আদিকাল হইতে সেই বীর্য্যবান্ প্রভু পরমাত্মার তেজ।

১৩৪। অজাত শত্রু

অভ্রাতৃব্যো অনা ত্বমনাপিরিন্দ্র জনুষা সনাদসি।
যুধেদাপিত্ব মিচ্ছসে॥

ঋগ্বেদ, ৮/২১/১৩

শব্দার্থ—(অভ্রাতৃব্যঃ) শত্রু রহিত (অনা) নায়ক রহিত (ত্বম্) তুমি (অনাপিঃ) বন্ধু রহিত (ইন্দ্র) হে পরমাত্মন্ (জনুষা) প্রকট হইবার সময় হইতেই (সনাদ্) পুরাণ পুরুষ (অসি) হও (যুধা) যোগদ্বারা (ইৎ) ই (আপিত্বম্) বন্ধুতাকে (ইচ্ছসি) চাহিয়া থাক।

অনুবাদ—হে পরমাত্মন্! তুমি সর্বদাই শত্রু রহিত, অজাতশত্রু, নেতৃহীন বিনায়ক, বন্ধুবান্ধবহীন, অদ্বিতীয় পুরাণ পুরুষ। তবুও তুমি সম্বন্ধ সূত্রে জীবের বন্ধুত্ব ইচ্ছা কর।

ভাবার্থ—পরমাত্মা কাহারও সাহায্য বা সহানুভূতির অপেক্ষা করেন না। কিন্ত জীব তাঁহার সহিত সংযুক্ত হউক এই ইচ্ছা করেন।

১৩৫। সাম্রাজ্য

ঋতবানা নি ষেদতুঃ সাম্রাজ্যায় সুক্রতূ।
ধৃতব্রতা ক্ষত্রিয়া ক্ষত্রমাশতুঃ॥

ঋগ্বেদ, ৮/২৫/৮

শব্দার্থ—(ধৃত ব্রতাঃ) ব্রতচারী (ঋতবানা) সত্যসন্ধ (ক্ষত্রিয়াঃ) ক্ষত্রিয়গণ (ক্ষত্রং আশতু) ক্ষাত্র তেজ প্রাপ্ত হয় (সুক্রতূ) উত্তম কর্ম করিয়া সাম্রাজ্যের জন্য (নিষেদতুঃ) প্রযত্ন করে।

অনুবাদ—ব্রত পালন ও সত্যাচরণ দ্বারা ক্ষত্রিয়গণ ক্ষাত্রতেজ প্রাপ্ত হয়। তৎপর শুভ কর্ম সম্পাদন করিয়া সাম্রাজ্যের জন্য প্রযত্ন করে।

১৩৬। যজ্ঞাধিকার

যা দম্পতী সমনসা সুনুত আ চ ধাবতঃ
দেবাসো নিত্যয়াহশিরা॥

ঋগ্বেদ, ৮/৩১/৫

শব্দার্থ—(দেবাসঃ) হে বিদ্বান্‌গণ! (যা দম্পতী) যে পত্নী ও পতি (সমনসা সুনুতঃ) একসঙ্গে একমনে যজ্ঞ করে (চ আ ধাবতঃ) উপাসনা দ্বারা যাহাদের মন পরমাত্মার দিকে ধাবিত হয় (নিত্যয়া আশিরা) নিত্য ঈশ্বরের আশ্রয়ে সব কার্য্য করে।

অনুবাদ—হে বিদ্বান্‌গণ! যে পত্নী ও পতি একসঙ্গে একমনে যজ্ঞ করে, উপাসনা দ্বারা যাহাদের মন পরমাত্মার দিকে ধাবমান হয়, তাহারা নিত্য পরমাত্মার আশ্রয়েই সব কার্য্য করে।

১৩৭। সুখ

প্রতি প্রাশ ব্যাঁ ইতঃ সম্যঞ্চা বর্হিরাশাতে।
নতা বাজেষু বায়তঃ॥

ঋগ্বেদ, ৮/৩১/৬

শব্দার্থ—(প্রাশব্যান্ প্রতি ইতঃ) তাহারা উভয়েই নানা ভোগ্য পদার্থকে প্রাপ্ত হয় (সম্যঞ্চা বর্হিঃ আশাতে) যে পত্নী ও পতি এক সঙ্গে মিলিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করে (তা বাজেষু ন বায়তঃ) তাহারা অন্নের জন্য এদিক সেদিক ভ্রমণ করে না।

অনুবাদ—যে পত্নী ও পতি একসঙ্গে মিলিয়া যজ্ঞ করে তাহারা উভয়েই নানা ভোগ্য পদার্থ উপভোগ করে এবং অন্নের জন্য ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে না।

১৩৮। সন্তান

পুত্রিণা তা কুমারিণা বিশ্বমায়ুর্ব্যশ্নুতঃ।
উভা হিরণ্য পেশসা॥

ঋগ্বেদ, ৮/৩১/৮

শব্দার্থ—(তা) পত্নী ও পতি এক সঙ্গে যজ্ঞ করিলে (পুত্রিনা) পুত্র পুত্রী যুক্ত হন (কুমারিনা) কুমার কুমারী যুক্ত হন (বিশ্বে আয়ুঃ ব্যশ্নুতঃ) পূর্ণ আয়ুকে ভোগ করে (উভা হিরণ্য পেশসা) উভয়ে নিষ্কলঙ্ক চরিত্ররূপ স্বর্ণ ভূষণে দীপ্যমান হন।

অনুবাদ—একসঙ্গে মিলিয়া যজ্ঞ করিলে পত্নী ও পতির পুত্র কন্যা, কুমার কুমারী লাভ হয়। তাঁহারা পূর্ণ আয়ু ভোগ করেন এবং উভয়ে নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের স্বর্ণভূষণে দীপ্যমান হন।

১৩৯। জ্ঞানলাভ

অতীহি মন্যুষাবিণং সুষুবাং সমুপারণে।
ইমং রাতং সুতং পিব॥

ঋগ্বেদ, ৮/৩২/২১

শব্দার্থ—(অতীহি) ত্যাগ কর (মনুষ্যা বিনম্) ক্রোধ পরায়ণকে (সুষুবাংসম্) উত্তম সঞ্চালকদিগের (উপারণে) সর্বদা নিকটেই থাক (ইমম্) উহার (রাতম্) আনন্দের অবস্থায় (সুতম্) উত্তম জ্ঞানকে (পিব) আস্বাদন কর।

অনুবাদ—হে পরমাত্মন্! তুমি ক্রোধী পুরুষকে ত্যাগ কর, শুভকর্মা পুরুষের নিকটেই অবস্থান কর এবং তাহার আনন্দের সময় তাহার শুভ বুদ্ধির অনুভব কর।

ভাবার্থ—ইন্দ্রিয়াসক্ত পুরুষেরা পরমাত্মাকে জানিতে পারে না। সুকর্মা ও স্থিরচিত্ত পুরুষেরাই তাঁহাকে লাভ করে।

১৪০। আমি ও তুমি

যদগ্নে স্যামহং ত্বং, ত্বং বা ঘাস্যা অহম্।
স্যুষ্টে সত্যা ইহাশিষঃ॥

ঋগ্বেদ, ৮/৪৪/২৩

শব্দার্থ—(অগ্নে) হে প্রকাশ স্বরূপ। (যৎ অহং ত্বং স্যাম্) যখন আমি তুমি হইয়া যাই (বা ঘ) কিংবা (ত্বং অহং স্যাঃ) তুমি আমি হইয়া যাও (তে ইহ আশিষঃ) তোমার এ সংসারের সব আশীর্বাদ (সত্যাঃ স্যুঃ) সফল হইয়া যায়।

অনুবাদ—হে প্রকাশ স্বরূপ পরমাত্মন্! যখন আমি তুমি হইয়া যাই বা তুমি আমি হইয়া যাও, তখনই এ সংসারে তোমার সব করুণা সার্থক হয়।

১৪১। শরণাগতি

আ ত্বা রম্ভং ন জিব্রয়ো ররম্ভা শবসস্পতে।
উশ্মসি ত্বা সধস্থ আ॥

ঋগ্বেদ, ৮/৪৫/২০

শব্দার্থ—(শবসঃ পতে) হে সব শক্তির অধিপতি! (জিব্রয়ঃ) বৃদ্ধ পুরুষ (রম্ভং ন) যেমন যষ্ঠিকে (ত্বা) তেমন তোমাকে আমি (আররম্ভ) আশ্রয় করিয়াছি (ত্বা) তোমাকে (সধস্থে) স্বস্থানে (আ) সম্মুখে (উশ্মহি) চাহিতেছি।

অনুবাদ—সর্বশক্তির অধিপতি পরমাত্মন্! বৃদ্ধ পুরুষ যেমন যষ্ঠিকে আশ্রয় করিয়া চলে আমি তেমন ভাবে তোমারই শরণ গ্রহণ করিয়াছি। তোমাকে আমাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে চাই।

১৪২। দুষ্ট শত্রু

ভিন্ধি বিশ্বা অপদ্বিষঃ পরিবাধো জহী মৃধঃ।
বসু স্পার্হং তদাভর॥

ঋগ্বেদ, ৮/৪৫/৪০

শব্দার্থ—(বিশ্বা দ্বিষঃ) সব দুষ্ট শত্রুকে (অপভিন্ধি) নাশকর (বাধঃ মৃধঃ) বিশ্বাসঘাতক সৈন্যগণকে (পরি জহি) সর্ব প্রকারে নাশ কর (স্পার্হং বসু আভর) প্রশংসনীয় ধন প্রাপ্ত কর।

অনুবাদ—দুষ্ট শত্রুগণকে বিনাশ কর। বিশ্বাসঘাতক সৈন্যগণকে সর্বপ্রকারে বিনাশ কর এবং অভীপ্সিত ধন সংগ্রহ কর।

১৪৩। স্বরাজ

শেষে বনেষু মাত্রোঃ সন্ত্বা মর্ত্তাস ইন্ধতে।
অতন্দ্রো হব্যা বহসি হবিস্কৃত আদিদ্দেবেষু রাজসি॥

ঋগ্বেদ, ৮/৬০/১৫

শব্দার্থ—(শেষে) প্রসুপ্ত থাক (বনেষু) বনে বা আত্মায় (মাত্রোঃ) মাতৃগর্ভে (সম্) সম্যক্ প্রকারে (ত্বা) তোমাকে (মর্ত্তাসঃ) মরণশীল প্রাণীগণ (ইন্ধতে) অবগত হয় (অতন্দ্রঃ) তন্দ্রারহিত হইয়া (হব্যা) ভোগ্য পদার্থকে (বহসি) লইয়া যাও (হবিস্কৃতঃ) শুভ কর্মের অনুষ্ঠান তাদের (আদিৎ) তারপর (দেবেষু) ইন্দ্রিয়দের মধ্যে (রাজসি) প্রকাশিত হও।

অনুবাদ—হে পরমাত্মন্! তুমি সব প্রাণীর আত্মায় এবং মাতৃগর্ভে চেতন

বীজরূপে প্রসুপ্ত থাক। তোমাকে মরণশীল প্রাণিগণ প্রাপ্ত হয়। তুমি আলস্য রহিত হইয়া যাহারা শুভকর্ম করে তাহাদের ভোগ্য পদার্থকে ইন্দ্রিয়গণের নিকটে লইয়া যাও। তুমি ইন্দ্রিয়গণের মধ্যেও সম্যক্‌রূপে প্রকাশিত হও।

ভাবার্থ—পরমাত্মা আত্মায় ও ইন্দ্রিয়ে এমন কি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতেও ব্যাপক রহিয়াছেন। শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেও তাঁহাকে অনুভব করা যায়।

১৪৪। আত্মা

অভি প্র গোপতিং গিরেন্দ্রমর্চ যথাবিদে।
সূনুং সত্যস্য সৎপতিম্॥

ঋগ্বেদ, ৮/৬৯/৪

শব্দার্থ—(যথা বিদে) যথার্থ জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য (গোপতিম্) ইন্দ্রিয়ের স্বামী (ইন্দ্রম্) আত্মাকে (গিরা) বাণী দ্বারা (অভি প্র অর্চ) পূর্ণভাবে পূজা করা (সত্যস্য সুনুম্) সত্যের পুত্র (সৎপতিম্) সত্যের পালক।

অনুবাদ—হে মনুষ্য! যথার্থ জ্ঞান লাভের জন্য ইন্দ্রিয়ের স্বামী আত্মাকে বাণী দ্বারা পূজা কর আত্মা সত্যের পুত্র এবং সত্যের পালক।

১৪৫। মাতাপিতা

ত্বং হি নঃ পিতা বসো ত্বং মাতা শতক্রতো বভূবিথ।
অধা তে সুম্নমী মহে॥

ঋগ্বেদ, ৮/৯৮/১১

শব্দার্থ—(ত্বম্) তুমি (হি) ই (নঃ) আমাদের (পিতা) পিতা (বসো) হে পবমাত্মন্! যিনি সকলের নিবাস স্থান তিনি বসু। (ত্বম) তুমি (মাতা) মাতা (শতক্রতো) শত শত শুভকর্ম সম্পাদক পরমাত্মন্ (অধা) এজন্য (তে) তোমার (সুন্নম) উত্তমরূপে মনন (ঈমহে) করি।

অনুবাদ—হে সকলের আশ্রয়স্থল, অগণিত শুভকার্য্যের সম্পাদক পরমাত্মন্! তুমিই আমাদের সকলের পিতা, তুমিই মাতা, এজন্য তোমাকে আমরা উত্তমরূপে মনন করি।

১৪৬। গোহত্যা নিষিদ্ধ

প্র নু বোচং চিকিতুষে জনায়,
মা গামনাগা মদিতিং বধিষ্ট॥

ঋগ্বেদ, ৮/১০১/১৫

শব্দার্থ—(চিকতুষে) জনায় প্রবোচম্) জ্ঞানবান্ পুরুষের নিকট আমি বলিতেছি যে (অনাগাম্) নিরপরাধ (অদিতিম্) অহিংস পৃথিবী সদৃশ (গাম্) গরুকে (মা বধিষ্ট) হনন করিও না।

অনুবাদ—(পরমেশ্বর উপদেশ দিতেছেন)—আমি জ্ঞানবান্ পুরুষের নিকট বলিতেছি যে নিরপরাধ অহিংস পৃথিবী-সদৃশ গো জাতিকে হনন করিও না।

১৪৭। সখ্য

পবমানস্য তে বয়ং পবিত্রং অভ্যুন্দতঃ।
সখিত্বং আ বৃণীমহে॥

ঋগ্বেদ, ৯/৬১/৪

শব্দার্থ—(পবিত্রং অভি উন্দতঃ) পবিত্র অন্তঃকরণকে ভক্তিরসে আর্দ্র করিয়া (পবমানস্য তে) পরম পাবন তোমার (সখিত্বম্) সখ্যকে (বয়ম্) আমরা (আবৃণীমহে) বরণ করিতেছি।

অনুবাদ—আমাদের পবিত্র অন্তঃকরণকে ভক্তিরসে আর্দ্র করিয়া হে পরমপাবন! আমরা তোমাকে বরণ করিতেছি।

১৪৮। বীর

শূরগ্রামঃ সর্ববীরঃ সহাবাঞ্জেতা পবস্ব সনিতা ধনানি।
তিগ্মায়ুধঃ ক্ষিপ্রধন্বা সমৎ স্বষাঢ়ঃ সাহ্বান্ পৃতনাসু শত্রূন্॥

ঋগ্বেদ, ৯/৯০/৩

শব্দার্থ—(শূরগ্রামঃ) ক্ষাত্র গুণ যুক্ত (সহবান্) সহন শক্তি সম্পন্ন (জেতা) বিজয়ী (ধনানি সনিতা) ধনের বিভাজক (তিগ্মায়ুধঃ) ভীষণ শস্ত্রাস্ত্রধারী (ক্ষিপ্র ধন্বা) ধনুর্বিদ্যা বিশারদ (সমৎসু আষাঢ়ঃ) যুদ্ধে শত্রুর দলনকারী (পৃতনাসু শত্রূন্ সাহ্বান্) যুদ্ধে শত্রুর প্রতিদ্বন্দ্বী (সর্ববীরঃ) সর্বতো ভাবে বীর (পবস্ব) পবিত্র কর।

অনুবাদ—যিনি শৌর্য্য বীর্য্যাদি ক্ষাত্রগুণযুক্ত, সহন শক্তি সম্পন্ন বিজয়শালী, ধনের যোগ্য বিভাজক, ভীষণ শস্ত্রাস্ত্রধারী, ধনুর্বিদ্যা বিশারদ, যুদ্ধে শত্রুদলনকারী এবং বৈরীর প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁহাকে সর্বতোভাবে বীর বলা যায়। হে প্রভো! এই সব গুণ দ্বারা আমাকে পবিত্র কর।

১৪৯। ব্রহ্মাণ্ডে ও পিণ্ডাণ্ডে

সোমঃ পবতে জনিতা মতীনাং জনিতা দিবো জনিতা পৃথিব্যাঃ।
জনিতাগ্নের্জনিতা সূর্য্যস্য জনিতেন্দ্রস্য জনিতোত বিষ্ণোঃ॥

ঋগ্বেদ, ৯/৯৬/৫

শব্দার্থ—(সোমঃ) পরমাত্মা (পবতে) প্রকাশিত হন (জনিতা) উৎপাদক (মতীনাম্) মনোবৃত্তির (জনিতা) উৎপাদক (দিবঃ) দ্যুলোক সদৃশ তেজপুঞ্জের (জনিতা) উৎপাদক (পৃথিব্যাঃ) পৃথিবী সদৃশ বিস্তৃত ত্বকের (জনিতা) উৎপাদক (অগ্নেঃ) অগ্নি সদৃশ বাণী (জনিতা) উৎপাদক (সূর্য্যস্য) সূর্য্যসদৃশ চক্ষুর (জনিতা) উৎপাদক (ইন্দ্রস্য) প্রাণরূপ ইন্দ্রের (জনিতা) উৎপাদক (বিষ্ণোঃ) সর্বব্যাপক আকাশ সদৃশ শ্রেতের বা হৃদয়াকাশের।

অনুবাদ—সব মনোবৃত্তির উৎপাদক, দ্যুলোক সদৃশ তেজঃপুঞ্জের উৎপাদক, পৃথিবীর সদৃশ বিস্তৃত ত্বকের উৎপাদক, অগ্নিরূপ বাণীর উৎপাদক, সূর্য্য সদৃশ চক্ষুর উৎপাদক, প্রাণ স্বরূপ ইন্দ্রের উৎপাদক এবং সর্বব্যাপক আকাশ সদৃশ শ্রোত্র বা হৃদয়াকাশের উৎপাদক পরমাত্মা সর্বত্র প্রকাশিত।

ভাবার্থ—ব্রহ্মাণ্ডে ও পিণ্ডাণ্ডে পরমাত্মা সমানভাবে প্রকাশিত রহিয়াছেন।

১৫০। সন্ন্যাসী

ঋতং বদন্নৃ তদ্যুম্ন সত্যং বদনৎ সত্য কর্মন্।
শ্রদ্ধাং বদনৎ সোম রাজন্ধাত্রা সোম পরিষ্কৃত ইন্দ্রায়েং দো পরিস্রব॥

ঋগ্বেদ, ৯/১১৩/৪

শব্দার্থ—(ঋতদ্যুম্ন) সত্যকীর্ত্তি (সত্যকর্মন্) সত্য কর্মা (রাজন্) জ্ঞানময় (ইন্দো) আনন্দদাতা সন্ন্যাসিন! (ঋতং বদন্) সত্যবাণী বলিয়া (সত্যং বদন্) ন্যায় বাক্য বলিয়া (শ্রদ্ধাম্ বদন্) সত্য ধারণের উপদেশ করিয়া (ধাত্রা) পরমাত্মার উপাসনা দ্বারা (পরিষ্কৃতঃ) শুদ্ধ হইয়া (ইন্দ্রায়) যোগ দ্বারা সিদ্ধি প্রাপ্তির জন্য (পরিস্রব) প্রযত্ন কর।

অনুবাদ—সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী জ্যোতির্ময় বৈদিক জ্ঞানকে ধারণ করেন। এজন্য তাঁহাদের মধ্যে সব দিব্যগুণ অবস্থান করে। সেই প্রাণ, অপান, ধ্যান বাক্য, মন, হৃদয়, জ্ঞান ও মেধাকে উৎকর্ষ দান কর।

১৫১। সপ্তমর্য্যাদা

সপ্ত মর্য্যাদাঃ কবয়স্ততক্ষু- স্তাসামেকামিদভ্যং হুরো গাৎ।
আযোর্হ স্কম্ভ উপমস্য নীড়ে পথাং বিসর্গে ধরুনেষু তস্থৌ॥

ঋগ্বেদ, ১০/৫/৬

শব্দার্থ—(কবয়ঃ) বিদ্বানেরা (সপ্ত) সাত (মর্য্যাদাঃ) মর্য্যাদাকে (ততক্ষুঃ) রচনা করিয়াছেন (তাসাম্) তাহাদের মধ্যে (একাং ইৎ) একটিকেও যে (অভিগাৎ) উল্লঙ্ঘন করে সে (অহুরঃ) পাপী (হ) নিশ্চিতরূপে (আয়োঃ) জীবনের (স্কম্ভম্) ভিত্তি (প্রভুঃ) প্রভু (উপমস্য) নিকটবর্তী (নীড়ে) গৃহে (পথাম্) পন্থার (বিসর্গে) বিস্তারের স্থানে (ধরুনেষু) জলে (তস্থৌ) বিরাজমান।

অনুবাদ—বিদ্বানেরা সাতটী মর্য্যাদা রচনা করিয়াছেন। তাহাদের যে কোন একটিকেও যে উল্লঙ্ঘন করে, সেই পাপী হয়। নিশ্চয়ই ইহারা জীবনের ভিত্তি। প্রভু পরমাত্মা নিকটবর্তী গৃহ হইতে ভূমিতে, অন্তরিক্ষে এবং জলে বিদ্যমান আছেন।

ভাবার্থ—চৌর্য্য, কামাতুরতা, হিংসা, অসত্য, মাদকদ্রব্য সেবন, দ্যুত ক্রীড়া এবং দুর্ব্যসনে আসক্তি—এই সাতটীর বিপরীত কার্য্যই সপ্তমর্য্যাদা।

১৫২। পুনর্জন্ম

সূর্য্যং চক্ষুর্গচ্ছতু বাতমাত্মা দ্যাং চ গচ্ছ পৃথিবীং চ ধর্মণা।
অপো বা গচ্ছ যদি তত্রতে হিতমোষধীষু প্রতিতিষ্ঠা শরীরৈঃ॥

ঋগ্বেদ, ১০/১৬/৩

শব্দার্থ—(সূর্য্যম্) সূর্য্যে (চক্ষুঃ) দৃষ্টি শক্তি (গচ্ছতু) চলিয়া যাউক (বাতম্) বায়ুতে (আত্মা) আত্মা (চ) এবং (দ্যাম্) দ্যুলোকে (চ) এবং (পৃথিবীম্) পৃথিবীতে (ধর্মনা) ধর্মানুসারে (অপঃ) জলে (বা) বা (গচ্ছ) যাও (যদি তত্র) যদি সেখানে (তে) তোমার (হিতম্) কল্যাণ (ওষধীষু) ওষধিতে (প্রতিতিষ্ঠ) স্থিত হও (শরীরৈঃ) শরীর ধারণ করিয়া।

অনুবাদ—চক্ষু সূর্য্যলোকে অর্থাৎ তেজপুঞ্জে চলিয়া যাউক এবং আত্মা বায়ুতে চলিয়া যাউক। স্বকৃত-ধর্মানুসারে দ্যুলোক ও পৃথ্বীলোকের জলে কিংবা কল্যাণকর হইলে ওষধিতেও শরীর গ্রহণ করিয়া অবস্থান কর।

১৫৩। পৃথিবীর গতি

অহস্তা যদপদী বর্ধত ক্ষাঃ শচীভির্বেদ্যানাম্।
শুষ্ণং পরিপ্রদক্ষিণিদ্ বিশ্বায়বে নিশিশ্নথঃ॥

ঋগ্বেদ, ১০/২২/১৪

শব্দার্থ—(ক্ষা) পৃথিবী (যদ্) যদ্যপি (অহস্তা) হস্ত রহিত (অপদী) পদশূন্য (বর্ধত) চলিতেছে (বেদ্যানাম্) জানিবার যোগ্য (শচীভিঃ) পরমানুর শক্তি দ্বারা (শুষ্ণম্ পরি) সূর্য্যের চারিদিকে (প্রদিক্ষিনিৎ) প্রদক্ষিণ করিয়া (বিশ্বায়বে) সব মনুষ্যের বিশ্বাসের জন্য (নিশিশ্নথঃ) এইরূপ রচনা করিয়াছেন।

অনুবাদ—পৃথিবী যদিও হস্তপদহীন তথাপি ইহা চলিতেছে। অবশ্য জ্ঞাতব্য পরমাণুর শক্তি দ্বারা সূর্য্যের চারিদিকে ইহা প্রদক্ষিণ করিতেছে। হে পরমাত্মন্! সমগ্র মানবের মধ্যে আস্তিক্য বোধ জাগাইবার জন্যই তুমি এরূপ রচনা করিয়াছ।

১৫৪। জুয়াড়ী

জায়া তপ্যতে কিতবস্য হীনা মাতা পুত্রস্য চরতঃ ক্ক স্বিৎ।
ঋণাবা বিভ্যদ্ধন-মিচ্ছমানোহন্যেষাম-স্তমুপ নক্তমেতি॥

ঋগ্বেদ, ১০/৩৪/১০

শব্দার্থ—(কিতবস্য জায়া) জুয়াবাজের স্ত্রী (হীনা তপ্যতে) হীন অবস্থায় পড়িয়া কষ্ট ভোগ করে (ক্বস্বিৎ চরতঃ) কোথায় কোথায় ভ্রমণশীল জুয়াবাজ (পুত্রস্য মাতা) পুত্রের মাতা কষ্টভোগ করে (ঋণাবা) ঋণগ্রস্ত জুয়াবাজ (বিভ্যৎ) সদা ভয় করে (ধনং ইচ্ছমানঃ) ধনের ইচ্ছায় (নক্তম্) রাত্রিতে (অন্যেষাং অস্তম্) অন্যের গৃহে (উপ এতি) উপস্থিত হয়।

অনুবাদ—জুয়াবাজের স্ত্রী হীনাবস্থায় পড়িয়া কষ্ট ভোগ করে, ইতস্ততঃ ভ্রমণশীল জুয়াবাজের মাতা দুঃখ পায়। সে সদা ঋণগ্রস্ত হইয়া ভয়ে কাল কাটায়। ধনের আকাঙ্ক্ষায় সে রাত্রিতে অন্যের গৃহের উপস্থিত হয়।

১৫৫। জুয়াখেলা

অক্ষৈর্মা দীব্যঃ কৃষিমিৎ কৃষস্ব বিত্তে রমস্ব বহু মন্যমানঃ।
তত্র গাবঃ কিতব তত্র জায়া তন্মে বিচষ্টে সবিতায়মর্য্যঃ॥

ঋগ্বেদ, ১০/৩৪/১৩

শব্দার্থ—(কিতব) হে জুয়াবাজ! (অক্ষৈঃ মা দীব্য) জুয়া খেলিও না (কৃষিৎ ইৎ কৃষস্ব) নিশ্চিতরূপে কৃষিকার্য্যকর (বহুমন্যমানঃ বিত্তেরমস্ব) নিজের ধনকে প্রচুর মনে করিয়া তাহাই ভোগ কর (তত্র গাবঃ) ঐ যে গরু আছে (তত্র জায়া) ঐ যে স্ত্রী (অয়ং অর্য্যঃ সবিতা) শ্রেষ্ঠ সবিতা (তৎমে বিচষ্টে) ইহাই আমাকে বলেন।

অনুবাদ—হে জুয়াবাজ! জুয়া খেলিও না। ভালভাবে কৃষিকার্য্য কর। নিজের যে ধন আছে তাহাই প্রচুর মনে করিয়া উপভোগ কর। ঐ যে গরু, ঐ যে স্ত্রী তাহাদের দিকে দেখ। শ্রেষ্ঠ সবিতা পরমাত্মা আমাদিগকে এই উপদেশই দিয়াছেন।

১৫৬। দান

মা প্রগাম পথো বয়ং মা যজ্ঞাদিন্দ্র সোমিনঃ।
মান্তঃ স্থুর্নো অরাতয়ঃ॥

ঋগ্বেদ, ১০/৫৭/১

শব্দার্থ—(ইন্দ্র) হে পরমাত্মন্! (বয়ম) আমরা (পথো মা প্রগাম) সৎপন্থা ছাড়িয়া না চলি (সোমিনঃ) ঐশ্বর্য্যযুক্ত হইয়া (যজ্ঞাৎ) শুভকর্ম হইতে (অরাতরঃ) অদান ভাব (নঃ অন্তঃ মা স্থুঃ) আমাদের ভিতর না থাকে।

অনুবাদ—হে পরমেশ্বর! আমরা সৎপন্থা ছাড়িয়া যেন না চলি, ঐশ্বর্য্যযুক্ত হইয়া শুভকর্ম যেন পরিত্যাগ না করি। আমাদের মধ্যে অদান ভাব যেন না থাকে।

১৫৭। ব্রত

বয়ং সোম ব্রতে মনস্তনূষু বিভ্রতঃ।
প্রজাবন্তঃ সচেমহি॥

ঋগ্বেদ, ১০/৫৭/৬

শব্দার্থ—(সোম) হে সোমদেব (তনূষু) শরীরে (মনঃ) মনঃ শক্তিকে (বিভ্রতঃ) ধারণ করিয়া (বয়ম) আমরা (তব ব্রতে) তোমার ব্রতে (প্রজাবন্তঃ) প্রজা সহিত (সচেমহি) তোমাকে সেবা করিতেছি।

অনুবাদ—হে প্রেমময় পরমাত্মন্! শরীরে মানসিক শক্তিকে ধারণ করিয়া আমরা সন্তানদের সহিত তোমার ব্রতে তোমাকেই সেবা করিতেছি।

১৫৮। মুক্ত পুরুষ

অসুনীতে পুনরস্মাসু চক্ষুঃ পুনঃ প্রাণমিহ নো ধেহি ভোগম্।
জ্যোক্ পশ্যেম সূর্য্যমুচ্চরন্ত মনুমতে মৃডয়া নঃ স্বস্তি॥

ঋগ্বেদ, ১০/৫৯/৬

শব্দার্থ—(অসুনীতে) প্রাণ সঞ্চালক প্রভু! (অস্মাসু চক্ষুঃ পুনঃ ধেহি) আমাদিগকে দর্শন শক্তি পুনরায় দান কর (নঃ ইহ পুনঃ প্রাণৎ পুনঃ ভোগম্) আমাদিগকে

এই সংসারে পুনরায় জীবনীশক্তি ও ভোগ্য পদার্থ দান কর (উচ্চরন্তং সূর্য্যং জ্যোক্ পশ্যেম) উদীয়মান সূর্য্যকে চিরকাল দেখিব (অনুমতে) পরমাত্মন্! (নঃ স্বস্তি মৃডয়) আমাকে সুখদান কর।

অনুবাদ—হে প্রাণ সঞ্চালক প্রভু! আমাদিগকে পুনরায় দর্শনশক্তি দান কর। এই সংসারে পুনরায় জীবনী শক্তি ও ভোগ্য পদার্থ দান কর। উদীয়মান সূর্য্যকে আমরা চিরকাল দেখিব। হে পরমাত্মন্! আমাদিগকে সুখ প্রদান কর।

১৫৯। দুগ্ধ

যেভ্যো মাতা মধুমৎ পিন্বতে পয়ঃ পিযূষং দৌর দিতিরদ্রি বর্হাঃ।
উকথশুষ্মান্ বৃষভরান্ত্স্বপ্নসস্তাং আদিত্যাং অনুমদা স্বস্তয়ে॥

ঋগ্বেদ, ১০/৬৩/৩

শব্দার্থ—(যেভ্যঃ) যাহাদের জন্য (মাতা) মাতা (দৌঃ) দিব্যগুণযুক্ত (অদ্রিবর্হাঃ) মেঘযুক্ত (অদিতিঃ) পৃথিবী (পয়ঃ) দুগ্ধ (পীযূষম) অমৃত (পিন্বতে) বর্ষণ করে (তান্) সেই (উক্থ-শুষ্মান্) প্রশংসনীয় (বৃষভরান্) ধর্মরক্ষক (সু-অপ্নসঃ) সৎকর্মের অনুষ্ঠাতা (আদিত্যান্) বিদ্বান্‌গণের (অনু) প্রতি (স্বস্তয়ে) কল্যাণের জন্য (মদ) আনন্দ কর।

অনুবাদ—যাঁহাদের জন্য সৃষ্টিময়ী প্রকাশমান মেঘযুক্তা অবিনশ্বর পৃথিবী অমৃত দুগ্ধের বর্ষণ করেন, সেই সব মহাশক্তিমান্ ধর্মরক্ষক শুভকর্মের অনুষ্ঠাতা মহাপুরুষদের কল্যাণের জন্য আনন্দ কর।

১৬০। অমরত্ব

নৃ চক্ষসো অনিমিষন্তো অর্হণা বৃহদ্দেবাসো অমৃতত্বমানশুঃ।
জ্যোতীরথা অহিমায়া অনাগসো দিবো বর্ষ্মাণং বসতে স্বস্তয়ে॥

ঋগ্বেদ, ১০/৬৩/৪

শব্দার্থ—(নৃ-চক্ষসঃ) মনুষ্যের মধ্যে দ্রষ্টা (অনিমিষন্তঃ) বিস্ফারিত চক্ষু (দেবাসঃ) বিদ্বানেরা (অর্হনা) যোগ্যতা দ্বারা (বৃহৎ) উচ্চ (অমৃতত্বম্) অমৃতপদ

(আনশুঃ) লাভ করিয়াছেন (জ্যোতিঃ-রথাঃ) জ্যোতিতে বিচরণশীল (অহি-মায়াঃ) ব্যাপক বুদ্ধিযুক্ত (অন্-আগসঃ) পাপ রহিত (স্বস্তয়ে) কল্যাণের জন্য (দিবঃ) জ্যোতির (বর্ষ্মানম্) উচ্চপদকে (বসতে) বেষ্টন করে।

অনুবাদ—যাঁহারা মনুষ্য চরিত্রকে বুঝিতে পারেন, যাঁহারা চক্ষু বন্ধ করিয়া থাকেন না এবং যাঁহারা বিদ্বান্, তাঁহারা যোগ্যতা দ্বারা শ্রেষ্ঠ অমৃতত্ব লাভ করেন। যাঁহারা তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও নিষ্পাপ তাঁহারাই জ্যোতির্ময় অমৃতপদ লাভ করেন।

১৬১। পূজা

সম্রাজো যে সুবৃধো যজ্ঞমায়যুর পরিহ্বৃতা দধিরে দিবিক্ষয়ম্।
তাঁ আবিবাস নমসা সুবৃক্তিভির্মহো আদিত্যাঁ অদিতিং স্বস্তয়ে॥

ঋগ্বেদ, ১০/৬৩/৫

শব্দার্থ—(যে) যাঁহারা (সম্‌রাজ) সম্যক্‌রূপে উজ্জ্বল হইয়া (সু-বৃধঃ) শ্রেষ্ঠ উন্নতি লাভ করিয়া (যজ্ঞম্) শুভ কর্মকে (আ-যযুঃ) প্রাপ্ত হইয়া (অপরিহ্বৃতাঃ) কুটিলতা রহিত হইয়া (দিবি) জ্যোতিতে (ক্ষয়ম্) নিবাস (দধিরে) ধারণ করিয়াছেন (তান্) সেইসব (মহঃ) মহান্ (আদিত্যান্) বিদ্বন্মণ্ডলীকে এবং (অদিতিম্) পরমাত্মাকে (নমসা) অবনত হইয়া (সুবৃক্তিভিঃ) উত্তম প্রার্থনা দ্বারা (স্বস্তয়ে) মঙ্গলের জন্য (আ-বিবাস) পূজা কর।

অনুবাদ—যে সব বিদ্বান্ জ্ঞানাগ্নিতে উজ্জ্বল হইয়াছেন, ক্রমোন্নতি লাভ করিয়াছেন, শুভ কর্ম সম্পাদনা করেন, কুটিলতা ত্যাগ করিয়াছেন এবং ধর্মানুসারে জীবন যাপন করেন, তাঁহাদিগকে এবং পরমাত্মাকে বিনয় সহকারে সুন্দর সুন্দর প্রার্থনা দ্বারা পূজা কর।

১৬২। অহিংসা

কো বঃ স্তোমং রাধতি যং জুজোষথ বিশ্বে দেবাসো মনুষো যতিষ্টন॥
কো বোঽধ্বরং তুবিজাতা অরং করদ্ যো নঃ পর্ষদত্যং হঃ স্বস্তয়ে॥

ঋগ্বেদ, ১০/৬৩/৬

শব্দার্থ—(বিশ্বে) সব (দেবাসঃ) বিদ্বান্‌গণ! (মনুষ্যঃ) মননশীল (যতি) যত (স্থন) তোমরা হও (বঃ) তোমাদের জন্য (কঃ) কোন (স্তোমম্) স্তোত্র (রাধতি) ঠিক হয় (যম্) যাহাকে (জুজোষথ) তোমরা পছন্দ কর (তুবি জাতাঃ) হে মহাকীর্ত্তিশালী (কঃ) কে (অধ্বরম্) অহিংস কর্মকে (অরং-করৎ) যথাযথ সমাধা করে (যঃ) যে (নঃ) আমাদিগকে (অংহঃ) পাপ হইতে (অতি) বাহির করিয়া (পর্ষৎ) পৌঁছাইতে পারে (স্বস্তয়ে) কল্যাণের জন্য।

অনুবাদ—হে বিদ্বৎমণ্ডলী! তোমরা যাঁহারা মননশীল, তোমাদের জন্য কে ঠিক ঠিক গুণগান করে, কাহাকে তুমি পছন্দ কর? হে কীর্ত্তিমান্ পুরুষগণ! তোমাদের অহিংস কর্মকে কে সম্পাদন করিবে এবং কে আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা করিয়া আমাদের মঙ্গলের জন্য পুণ্যপথে পৌঁছাইয়া দিবে?

ভাবার্থ—মননশীল বিদ্বানেরা সৎকর্মশীল, অহিংস এবং বিশ্বপ্রেমিক পুরুষদেরই পছন্দ করেন।

১৬৩। শ্রেয়োমার্গ

যেভ্যো হোত্রাং প্রথমামায়েজে মনুঃ সমিদ্ধাগ্নির্মনসা সপ্তহোতৃভিঃ।
ত আদিত্যা অভয়ং শর্ম যচ্ছত সুগা নঃ কর্ত সুপথা স্বস্তয়ে॥

ঋগ্বেদ, ১০/৬৩/৭

শব্দার্থ—(যেভ্যঃ) যাঁহাদের জন্য (সমিদ্ধ-অগ্নিঃ) অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া (মনুঃ) মননশীল, মনুষ্য (মনসা) মন দ্বারা (সপ্তহোতৃভিঃ) সপ্ত হোতা দ্বারা (প্রথমাম্) শ্রেষ্ঠ (হোত্রাম্) পূজা (আ-যেজে) করিতেছেন (আদিত্যাঃ) হে অখণ্ড ব্রতধারি পুরুষগণ, (তে) তাঁহারা, তোমরা (অভয়ম্) অভয় (শর্ম্ম) শরণকে (যচ্ছত) প্রদান কর (স্বস্তয়ে) কল্যাণের জন্য (নঃ) আমাদের (সু-পথা) উৎকৃষ্ট পন্থাকে (সু-গা) সুগম (কর্ত্ত) কর।

অনুবাদ—যাঁহাদের সহায়তায় জ্ঞানাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া মননশীল মনুষ্য দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, দুই নাসিকা ও একমুখ এই সপ্তহোতা দ্বারা সর্বশ্রেষ্ঠ পূজা করিয়া থাকেন, হে অনন্ত ব্রতধারি পুরুষগণ! সেই তোমরা তাঁহাদের অভয় শরণ প্রদান কর। আমাদের কল্যাণের জন্য শ্রেয় মার্গকে সুগম কর।

১৬৪। পাপ

য ঈশিরে ভুবনস্য প্রচেতসো বিশ্বস্য স্থাতুর্জগতশ্চ মন্তবঃ।
তে নঃ কৃতাদ কৃতাদেন সম্পর্যদ্যা দেবাসঃ পিপৃতা স্বস্তয়ে॥

ঋগ্বেদ, ১০/৬৩/৮

শব্দার্থ—(যে) যেসব (প্র-চেতসঃ) প্রকৃষ্ট জ্ঞান সম্পন্ন (মন্তবঃ) মননশীল বিদ্বান্ (স্থাতুঃ) স্থাবর (চ) এবং (জগতঃ) জঙ্গম (বিশ্বস্য) সম্পূর্ণ (ভুবনস্য) সংসারের (ঈশিরে) স্বামী (দেবাসঃ) বিদ্যন্মণ্ডলী! (তে) তাহারা (নঃ) আমাদিগকে (কৃতাৎ) কৃত (অকৃতাৎ) অকৃত (এনসঃ) পাপ হইতে (পরি) দূরে আনিয়া (অদ্য) আজ (স্বস্তয়ে) কল্যাণের জন্য (পিপৃত) বাঁচাও।

অনুবাদ—যে প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন মননশীল পুরুষেরা স্থাবর ও জঙ্গম পদার্থের রহস্য জানিয়া তাহার উপর স্বামিত্ব করিতেছেন, তোমরা সেই বিদ্যন্মণ্ডলী, তোমরা আমাদিগকে কৃত ও অকৃত পাপ হইতে দূরে আনিয়া কল্যাণকে রক্ষা কর।

১৬৫। আহ্বান

ভরেষ্বিন্দ্রং সুহবংহবামহে ঽ হোমুচং সুকৃতং দৈব্যং জনম্।
অগ্নিং মিত্রং বরুণং সাতয়ে ভগং দ্যাবা পৃথিবী মরুতঃ স্বস্তয়ে॥

ঋগ্বেদ, ১০/৬৩/৯

শব্দার্থ—(ভরেষু) বিপদে (সু-হবং) সহজে আহ্বনীয় (অংহমুচম্) পাপের

১৬২। অহিংসা

কো বঃ স্তোমং রাধতি যং জুজোষথ বিশ্বে দেবাসো মনুষো যতিষ্টন॥
কো বোঽধ্বরং তুবিজাতা অরং করদ্ যো নঃ পর্ষদত্যং হঃ স্বস্তয়ে॥

ঋগ্বেদ, ১০/৬৩/৬

শব্দার্থ—(বিশ্বে) সব (দেবাসঃ) বিদ্বান্‌গণ! (মনুষ্যঃ) মননশীল (যতি) যত (স্থন) তোমরা হও (বঃ) তোমাদের জন্য (কঃ) কোন (স্তোমম্) স্তোত্র (রাধতি) ঠিক হয় (যম্) যাহাকে (জুজোষথ) তোমরা পছন্দ কর (তুবি জাতাঃ) হে মহাকীর্ত্তিশালী (কঃ) কে (অধ্বরম্) অহিংস কর্মকে (অরং-করৎ) যথাযথ সমাধা করে (যঃ) যে (নঃ) আমাদিগকে (অংহঃ) পাপ হইতে (অতি) বাহির করিয়া (পর্ষৎ) পৌঁছাইতে পারে (স্বস্তয়ে) কল্যাণের জন্য।

অনুবাদ—হে বিদ্বৎমণ্ডলী! তোমরা যাঁহারা মননশীল, তোমাদের জন্য কে ঠিক ঠিক গুণগান করে, কাহাকে তুমি পছন্দ কর? হে কীর্ত্তিমান্ পুরুষগণ! তোমাদের অহিংস কর্মকে কে সম্পাদন করিবে এবং কে আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা করিয়া আমাদের মঙ্গলের জন্য পুণ্যপথে পৌঁছাইয়া দিবে?

ভাবার্থ—মননশীল বিদ্বানেরা সৎকর্মশীল, অহিংস এবং বিশ্বপ্রেমিক পুরুষদেরই পছন্দ করেন।

১৬৩। শ্রেয়োমার্গ

যেভ্যো হোত্রাং প্রথমামায়েজে মনুঃ সমিদ্ধাগ্নি র্মনসা সপ্তহোতৃভিঃ।
ত আদিত্যা অভয়ং শর্ম যচ্ছত সুগা নঃ কর্ত সুপথা স্বস্তয়ে॥

ঋগ্বেদ, ১০/৬৩/৭

শব্দার্থ—(যেভ্যঃ) যাঁহাদের জন্য (সমিদ্ধ-অগ্নিঃ) অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া (মনুঃ) মননশীল, মনুষ্য (মনসা) মন দ্বারা (সপ্তহোতৃভিঃ) সপ্ত হোতা দ্বারা (প্রথমাম্) শ্রেষ্ঠ (হোত্রাম্) পূজা (আ-যেজে) করিতেছেন (আদিত্যাঃ) হে অখণ্ড ব্রতধারি পুরুষগণ, (তে) তাঁহারা, তোমরা (অভয়ম্) অভয় (শর্ম্ম) শরণকে (যচ্ছৎ)

প্রদান কর (স্বস্তয়ে) কল্যাণের জন্য (নঃ) আমাদের (সু-পথা) উৎকৃষ্ট পন্থাকে (সু-গা) সুগম (কর্ত্ত) কর।

অনুবাদ—যাঁহাদের সহায়তায় জ্ঞানাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া মননশীল মনুষ্য দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, দুই নাসিকা ও একমুখ এই সপ্তহোতা দ্বারা সর্বশ্রেষ্ঠ পূজা করিয়া থাকেন, হে অনন্ত ব্রতধারি পুরুষগণ! সেই তোমরা তাঁহাদের অভয় শরণ প্রদান কর। আমাদের কল্যাণের জন্য শ্রেয় মার্গকে সুগম কর।

১৬৪। পাপ

য ঈশিরে ভুবনস্য প্রচেতসো বিশ্বস্য স্থাতুর্জগতশ্চ মন্তবঃ।
তে নঃ কৃতাদ কৃতাদেন সম্পর্যদ্যা দেবাসঃ পিপৃতা স্বস্তয়ে॥

ঋগ্বেদ, ১০/৬৩/৮

শব্দার্থ—(যে) যেসব (প্র-চেতসঃ) প্রকৃষ্ট জ্ঞান সম্পন্ন (মন্তবঃ) মননশীল বিদ্বান্ (স্থাতুঃ) স্থাবর (চ) এবং (জগতঃ) জঙ্গম (বিশ্বস্য) সম্পূর্ণ (ভুবনস্য) সংসারের (ঈশিরে) স্বামী (দেবাসঃ) বিদ্যন্মণ্ডলী! (তে) তাহারা (নঃ) আমাদিগকে (কৃতাৎ) কৃত (অকৃতাৎ) অকৃত (এনসঃ) পাপ হইতে (পরি) দূরে আনিয়া (অদ্য) আজ (স্বস্তয়ে) কল্যাণের জন্য (পিপৃত) বাঁচাও।

অনুবাদ—যে প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন মননশীল পুরুষেরা স্থাবর ও জঙ্গম পদার্থের রহস্য জানিয়া তাহার উপর স্বামিত্ব করিতেছেন, তোমরা সেই বিদ্যন্মণ্ডলী, তোমরা আমাদিগকে কৃত ও অকৃত পাপ হইতে দূরে আনিয়া কল্যাণকে রক্ষা কর।

১৬৫। আহ্বান

ভরেম্বিন্দ্রং সুহবংহবামহে ২ হোমুচং সুকৃতং দৈব্যং জনম্।
অগ্নিং মিত্রং বরুণং সাতয়ে ভগং দ্যাবা পৃথিবী মরুতঃ স্বস্তয়ে॥

ঋগ্বেদ, ১০/৬৩/৯

শব্দার্থ—(ভরেষু) বিপদে (সু-হবং) সহজে আহ্বনীয় (অংহমুচম্) পাপের

মুক্তিদাতা (সুকৃতম্) শুভকর্ম সম্পাদক (দৈবম্) বিদ্বান্দের সহায়ক (জনম্) সকলের উৎপাদক (ইন্দ্রম্) ঐশ্বর্য্যদাতা পরমাত্মাকে (হবামহে) আমরা আহ্বান করি (সাতয়ে) প্রাপ্তির জন্য (স্বস্তয়ে) কল্যাণের জন্য (অগ্নিম্) অগ্নিকে (মিত্রম্) মিত্রকে (বরুণম্) বরুণকে (ভগম্) ভগকে (দ্যাবা-পৃথিবী) দ্যুলোক ও ভূলোককে (মরুতঃ) এবং মরুদ্গণকে।

অনুবাদ—ঐশ্বর্য্যদাতা পরমাত্মা সঙ্কট কালে আমাদের আহ্বান সহজে শুনিতে পারেন। তিনি পাপের মুক্তিদাতা শুভকর্মের সম্পাদক, বিদ্বানের সহায়ক এবং বিশ্বের জনক। আমরা তাঁহাকে আহ্বান করিতেছি। সুখ ও মঙ্গল প্রাপ্তির জন্য আমরা অগ্নি, সূর্য্য, জল, ঐশ্বর্য্য, দ্যুলোক, পৃথ্বীলোক ও বায়ু এই সব ভৌতিক শক্তির গুণ চিন্তা করি।

১৬৬। জীবন-সমুদ্র

সুত্রামাণং পৃথিবীং দ্যামনেহসং সুশর্মাণ মদিতিং সুপ্রণীতিম্।
দৈবীং নাবং স্বরিত্রামনাগসমস্রবন্তীমা রুহেমা স্বস্তয়ে॥

ঋগ্বেদ, ১০/৬৩/১০

শব্দার্থ—(সুত্রামানম্) সুরক্ষিত (পৃথিবীম্) বিস্তৃত (দ্যাম্) উজ্জ্বল (অন-এ-হসম্) হিংসারহিত (সুশর্ম্মানম্) উত্তম আশ্রয় যুক্ত (অদিতিম্ অটুট (সু-প্র-নীতিম) উত্তম গতি সম্পন্ন (সু-অরিত্রাম্) উত্তম হাল যুক্ত (অনাগসম্) দোষ রহিত (অস্রবন্তীম্) ছিদ্র রহিত (দৈবীম্) দিব্য গুণযুক্ত (নাবম্) নৌকায় (স্বস্তয়ে) শান্তির জন্য (আ-রুহেম) আমরা আরোহণ করি।

অনুবাদ—আমরা জীবন সমুদ্রে সুরক্ষিত, প্রশস্ত, উজ্জ্বল, হিংসা রহিত, প্রকৃষ্ট আশ্রয় যুক্ত, অটুট, উত্তম গতি সম্পন্ন, দৃঢ় হাল যুক্ত, দোষরহিত, ছিদ্র শূন্য, দিব্যগুণ যুক্ত নৌকায় শান্তির জন্য আরোহণ করি।

১৬৭। সুরক্ষা

বিশ্বে যজত্রা অধিবোচতোতয়ে ত্রায়ধ্বং নো দুরে বায়া অভিহ্রুতঃ।
সত্যয়া বো দেবহূত্যা হুবেম শৃন্বতো দেবা অবসে স্বস্তয়ে॥

ঋগ্বেদ, ১০/৬৩/১১

শব্দার্থ—(বিশ্বে) সব (যজত্রাঃ) পূজ্য বিদ্বান্গণ! (উতয়ে) রক্ষার জন্য (অধিবোচত) নির্দেশ কর (নঃ) আমাদিগকে (অভিহুতঃ) সর্বনাশ কর (দুরেবায়াঃ) দুর্গতি হইতে (ত্রায়ধ্বম্) রক্ষা কর (স্বস্তয়ে) সুখের জন্য (দেবাঃ) হে বিদ্বান্গণ! (বঃ) তোমরা (শৃন্বতঃ) শ্রোতাদিগকে (সত্যয়া) সত্য (দেবহূত্যা) বিদ্বান্দের সম্মুখে যাইবার উপযুক্ত প্রার্থনা দ্বারা (হুবেম) আহ্বান করি।

অনুবাদ—হে পূজ্য বিদ্বান্গণ! উপযুক্ত উপদেশ দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর, মহাসঙ্কট হইতে উদ্ধার কর। হে বিদ্বান্গণ! তোমরা আমাদের আহ্বান শ্রবণ করিতেছ, আমাদের রক্ষার জন্য যথাযোগ্য প্রার্থনা দ্বারা তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি।

১৬৮। দ্বেষ অপসারণ

অপামীবামপ বিশ্বামনাহুতিমপারাতিং দুর্বিদত্রা মঘায়তঃ।
আরে দেবা দ্বেষো অস্মদ্যু যোতনোরুণঃ শর্ম যচ্ছতা স্বস্তয়ে॥

ঋগ্বেদ, ১০/৬৩/১২

শব্দার্থ—(দেবাঃ) হে বিদ্বান্গণ! (বিশ্বাম্) সর্বপ্রকার (অমীবাম্) রোগ (অনাহুতিম্) কার্পণ্য (অরাতিম্) শত্রুতা (অবায়তঃ) পাপাভিলাষীর (দুঃ বিদত্রাম) দুর্মতি (দ্বেষ) দ্বেষকে (অস্মৎ) আমাদের মধ্য হইতে (আরে) দূরে (অপ-যুযোতন) অপসারণ কর (নঃ) আমাদিগকে (স্বস্তয়ে) শান্তির জন্য (উরু) মহান্ (শর্ম) আশ্রয় (যচ্ছৃত) দান কর।

অনুবাদ—হে বিদ্বান্গণ! তোমরা আমাদের মধ্য হইতে সর্ববিধ ব্যাধি, কার্পণ্য, শত্রুতা, পাপেচ্ছা ও দ্বেষকে দূরে অপসারণ করিয়া শুভ আশ্রয় দান কর।

১৬৯। সুনীতি

অরিষ্টঃ স মর্ত্তো বিশ্ব এধতে প্র প্রজাভি র্জায়তে ধর্মণস্পরি।
যমাদিত্যাসো নয়থা সুনীতি ভিরতি বিশ্বানি দুরিতা স্বস্তয়ে॥

ঋগ্বেদ, ১০/৬৩/১৩

শব্দার্থ—(আদিত্যাসঃ) হে বিদ্বান্‌গণ! (যম) যাহাকে (বিশ্বানি) সকল (দুরিতানি) দুর্গুণ হইতে (অতি) উঠাইয়া (স্বস্তয়ে) মঙ্গলের জন্য (সুনীতিভিঃ) সুনীতি দ্বারা (নয়থ) লইয়া চল (সঃ) সে (মর্ত্তঃ) মনুষ্য (বিশ্বঃ) সম্পূর্ণ (অরিষ্টঃ) পীড়ারহিত হইয়া (এধতে) উন্নতি লাভ করে (ধর্মনঃ) ধর্ম কার্য্য করিবার (পরি) পরে (প্রজাভিঃ) সন্তানাদি দ্বারা (জায়তে) প্রসিদ্ধ হয়।

অনুবাদ—হে বিদ্বান্‌গণ! যাহাকে সকল দুর্গুণ, দুষ্কর্ম, দুর্ভাবনা হইতে উঠাইয়া মঙ্গলের জন্য সুনীতিতে লইয়া যাও, সে মনুষ্য সম্পূর্ণ পীড়া রহিত হইয়া উন্নতি লাভ করে এবং ধর্মকার্য্য করিবার পর সন্তানাদি দ্বারা সমৃদ্ধ হয়।

১৭০। রথ

যং দেবাসোঽবথ বাজসাতৌ যং শূরসাতা মরুতো হিতে ধনে।
প্রাতার্যাবাণং রথমিন্দ্র সানসিমরিষ্যন্ত মারুহেমা স্বস্তয়ে॥

ঋগ্বেদ, ১০/৬৩/১৪

শব্দার্থ—(দেবাসঃ) উজ্জ্বল (মরুতঃ) দিব্য সম্পত্তির অধিকারী (বাজসাতৌ) অন্নাদিলাভ (শূরসাতা) বলাদি লাভ (হিতে) হিতকারী (ধনে) ধনলাভের জন্য (যম্) যে (ইন্দ্রসানসিম্) প্রভু প্রাপ্তির সাধন (প্রাতঃ যাবানম্) প্রাতঃকালে চলমান (রথম্) রথকে (অবথ) তুমি রক্ষা কর (অরিষ্যন্তম্) হানি রহিত (স্বস্তয়ে)। কল্যাণের জন্য (আরোহণ করি)।

অনুবাদ—হে উজ্জ্বল দিব্যধনের অধিকারী! বিদ্বান্ পুরুষ! অন্ন বল ও হিতকর ধনাদি লাভের জন্যও ঈশ্বর লাভের সাধন যে রথকে তোমরা রক্ষা কর, সেই সুগঠিত রথে কল্যাণের জন্য আমরাও আরোহণ করি।

ভাবার্থ—বিদ্বান্ পুরুষদের নাম মরুত এবং শরীরের নাম রথ। এই রথ শুধু অন্ন, বল ও ধন লাভেরেই সহায়ক নয়—ইহা ঈশ্বর লাভেরও সহায়ক। নীরোগ শরীর রূপী রথকে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে জুড়িয়া সন্ধ্যোপাসনায় লাগাইবে।

১৭১। ধর্মযুদ্ধ

স্বস্তি নঃ পথ্যাসু ধন্বসু স্বস্ত্যপ্সু বৃজনে স্বর্বতি।
স্বস্তি নঃ পুত্রকৃথেষু যোনিষু স্বস্তিরায়ে মরুতো দধাতন॥

ঋগ্বেদ, ১০/৬৩/১৫

শব্দার্থ—(মরুতঃ) হে বিদ্বান্‌গণ! (নঃ) আমাদের জন্য (পথ্যাসু) রাজপথে (ধন্বসু) মরুস্থলে (স্বঃ বতি) উজ্জ্বল (বৃজনে) যুদ্ধে (পুত্র কৃথেষু) পুত্রোৎপাদক (যোনিষু) স্ত্রীতে (রায়ে) ঐশ্বর্য্যের জন্য (স্বস্তি) কল্যাণ (দধাতন) ধারণ কর।

অনুবাদ—হে বিদ্বান্‌গণ! তোমরা আমাদের রাজপথে, মরুস্থলে, ধর্মযুদ্ধে এবং সন্তানের জননী স্ত্রীদের জন্য সর্বপ্রকার ঐশ্বর্য্য হেতু কল্যাণ বিধান কর।

ভাবার্থ—বিদ্বানেরা সুখে, দুঃখে ধর্মযুদ্ধে পুরুষদের এবং স্ত্রীদের ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তিতেও সহায়ক হন।

১৭২। বিদেশ

স্বস্তিরিদ্ধি প্রপথে শ্রেষ্ঠা রেক্ণ স্বত্যভি যা বামমেতি।
সা নো অমা সো অরণে নিপাতু স্বাবেশা ভবতু দেবগোপা॥

ঋগ্বেদ, ১০/৬৩/১৬

শব্দার্থ—(যা) যে (স্বস্তিঃ) কল্যাণ (ইৎ-হি) নিশ্চিতরূপে (রেক্ন বতী) ঐশ্বর্য্যযুক্ত (শ্রেষ্ঠা) সর্বোত্তম (প্র-পথে) উৎকৃষ্ট পথে (বামম্) লাভ করিবার যোগ্য গুণ সমূহকে (এতি) লাভ করে (সা) সে (নঃ) আমাদের (অমা) গৃহে

(অরণে) বিদেশে (নি-পাতু) রক্ষা করুক (দেবগোপা) বিদ্বান্ দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া (সু-আবেশা) ভালভাবে স্থিত (ভবতু) হউক।

অনুবাদ—যে কল্যাণ নিশ্চিতরূপে ঐশ্বর্য্যযুক্ত এবং সর্বোত্তম, যাহা সুপথে প্রাপ্তি যোগ্য গুণসমূহের প্রেরক, তাহা আমাদিগকে স্বদেশে ও বিদেশে রক্ষা করুক। বিদ্বান্দের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া আমাদের মধ্যে তাহা স্থায়ী হউক।

ভাবার্থ—যে কল্যাণ সব কল্যাণের শ্রেষ্ঠ, সাংসারিক ও পারলৌকিক সমৃদ্ধির কারণ, উন্নতির রাজপথে চালক, স্বদেশে ও বিদেশে রক্ষক এবং যাহা বিদ্বানেরা কামনা করেন তাহাই আমাদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য হউক। মূর্খদের আদর্শ আমাদের আদর্শ যেন না হয়, তুচ্ছ বিষয়ে যেন আমাদের জীবন ব্যয়িত না হয়।

১৭৩। যোগ্যতা

ধৃতব্রতাঃ ক্ষত্রিয়া যজ্ঞ নিষ্কৃতো বৃহদ্দিবা অধ্বরাণামভিশ্রিয়ঃ।
অগ্নিহোতার ঋত সাপো অদ্রুহোহপো অসৃজন্ননু বৃত্রতূর্য্যে॥

ঋগ্বেদ, ১০/৬৬/৮

শব্দার্থ—(ধৃত ব্রতাঃ) যাহা ব্রত ধারণ করিয়াছেন (যজ্ঞ নিষ্কৃতঃ) যজ্ঞ কর্তা (বৃহদ্দিবা) অত্যন্ত তেজস্বী (অধ্বরাণাং অভিশ্রিয়ঃ) অহিংসাময় কর্মে শোভাযুক্ত (অগ্নিহোতারঃ) অগ্নিহোত্রকারী (ঋত সাপঃ) সত্য নিষ্ঠ (অ-দ্রহঃ) শঠতাহীন (ক্ষত্রিয়াঃ) ক্ষত্রিয়গণ (বৃত্রতূর্যে) সম্মুখ সংগ্রামে (অপঃ অনু অসৃজন্) সব কার্য্যই ঠিক ঠিক সম্পাদন করেন।

অনুবাদ—ব্রতনিষ্ঠ, যজ্ঞকর্তা, অত্যন্ত তেজস্বী, অহিংস কর্মা, অগ্নিহোত্রী, সত্যনিষ্ঠ শঠতাহীন ক্ষত্রিয়েরাই সম্মুখ সংগ্রামে কর্ত্তব্য কর্ম সম্পাদন করিতে পারেন।

১৭৪। দ্বৈত বাদ

ন তং বিদাথ য ইমা জজানান্যদ্যু-ষ্মাকমন্তরং বভূব।
নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যা চাসুতৃপ উক্‌থশাসশ্চরন্তি॥

ঋগ্বেদ, ১০/৮২/৭

শব্দার্থ—(ন) না (তম্) তাহাকে (বিদাথ) জানিতেছ (যঃ) যিনি (ইমাঃ) এই সবকে (জজান) উৎপন্ন করিয়াছেন (অন্যৎ) তুমি ছাড়া সে (যুস্মাকম্) তোমাদের (অন্তরম্) মধ্যে (বভূব) বিরাজমান (নীহারেণ) কুয়াশা দ্বারা (প্রাবৃতাঃ) আবৃত (জল্প্যা) শুষ্ক তর্ক দ্বারা (চ) এবং (অসুতৃপঃ) বিষয় ভোগকে একমাত্র লক্ষ্য করে (উক্‌থশাসঃ) শাস্ত্রপাঠী (চরন্তি) বিচরণ করে।

অনুবাদ—হে মনুষ্য! সেই পরমাত্মাকে বুঝিতেছ না। তিনি এই জগৎ রচনা করিয়াছেন। তিনি তোমাদের মধ্যে বিরাজমান অথচ তিনি তোমা হইতে পৃথক। বিষয়াসক্ত পুরুষেরা অবিদ্যার কুয়াশা ও শুষ্কতর্কে আবৃত থাকিয়া সাংসারিক বিষয়কেই তৃপ্তির লক্ষ্য মনে করে এবং এরূপ বহুস্তোত্র পাঠী ভক্তও ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে।

১৭৫। বৈদিক যুগে নারীর সম্মান-

সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্রাং ভব।
ননান্দরি সম্রাজ্ঞী ভব সম্রাজ্ঞী অধি দেবৃষু॥

ঋগ্বেদ, ১০/৮৫/৪৬

শব্দার্থ—(শ্বশুরে সম্রাজ্ঞী ভব) শ্বশুরের নিকট সম্রাজ্ঞী হও (শ্বশ্রাং সম্রাজ্ঞী ভব) শাশুড়ীর নিকট সম্রাজ্ঞী হও (ননান্দরি সম্রাজ্ঞী) ননদের নিকট সম্রাজ্ঞী হও (দেবৃষু সম্রাজ্ঞী অধি ভব) দেবরদের নিকট সম্রাজ্ঞীর অধিকার প্রাপ্ত হও।

অনুবাদ—হে স্ত্রী, তুমি শ্বশুরের নিকট সম্রাজ্ঞী হও, শাশুড়ীর নিকট সম্রাজ্ঞী হও, ননন্দার নিকট সম্রাজ্ঞী হও এবং দেবরদের নিকট সম্রাজ্ঞীর অধিকার প্রাপ্ত হও।

১৭৬। দাম্পত্য ধর্ম

সমঞ্জন্তু বিশ্বে দেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ।
সং মাতরিশ্বা সাংধাতা সমু দেষ্ট্রো দধাতু নৌ॥

ঋগ্বেদ, ১০/৮৫/৪৭

শব্দার্থ—(বিশ্বে দেবাঃ) সমস্ত বিদ্বান্‌গণ! (সমঞ্জন্তু) নিশ্চিতরূপে জানুন (নৌ) আমাদের স্বামী স্ত্রী উভয়ের (হৃদয়ানি) হৃদয় (আপঃ) জলের ন্যায় (সম্) মিলিত (মাতরিশ্বা) প্রাণবায়ু প্রিয় (সম্) প্রসন্ন (ধাতা) পরমাত্মা (সম্) মিলিত (সমুদেষ্ট্রো) উপদেষ্টা (নৌ) আমরা উভয় (দধাতু) ধারণ করি।

অনুবাদ—হে বিদ্বান্‌গণ! আপনারা জানিয়া রাখুন, আমাদের স্বামী স্ত্রী উভয়ের হৃদয় জলের ন্যায় পরস্পর মিলিত থাকিবে। যেমন প্রাণবায়ু আমাদের নিকট প্রিয়, পরমাত্মা যেমন সকলের প্রিয়, উপদেষ্টা যেমন শ্রোতাদের নিকট প্রিয়, আমাদের একের আত্মা অন্যের প্রতি সেইরূপ প্রিয় হইবে।

১৭৭। বৈদ্য

যত্রৌষধীঃ সমগ্মতঃ রাজানঃ সমিতাবিব।
বিপ্রঃ স উচ্যতে ভিষগ্রক্ষোহামীবচাতনঃ॥

ঋগ্বেদ, ১০/৯৭/৬

শব্দার্থ—(সঃ) সেই (বিপ্রঃ) বিপ্র (ভিষগ্) বৈদ্য (উচ্যতে) কথিত হয়। (রক্ষঃ হা) ব্যাধি বিনাশক (অমীব চাতনঃ) ব্যাধি বিদূরক (যত্র) যাহাতে (ওষধীঃ) ওষধী (সমগ্মত) ভালভাবে মিশিয়া থাকে (সমিতৌ) সমিতিতে (রাজানং) রাজা ও পরিষদ।

অনুবাদ—সেই বিপ্রই বৈদ্য—যিনি ব্যাধিকে দূরীভূত করেন ও বিনাশ করেন, যাঁহার মস্তিষ্কে ওষধির তত্ত্বজ্ঞান সমিতিতে, রাজা ও পরিষদদের মধ্যে দেদীপ্যমান থাকে।

১৭৮। যক্ষ্মারোগ

যস্যৌষধীঃ প্রসর্পথাঙ্গমঙ্গং পরুষ্পরুঃ।
ততো যক্ষ্মং বি বাধধ্ব উগ্রো মধ্যমশীরিব॥

ঋগ্বেদ, ১০/৯৭/১২

শব্দার্থ—(ওষধীঃ) হে ওষধী! (যস্য) যে মনুষ্যের (অঙ্গম্ অঙ্গম্) অঙ্গে অঙ্গে (পরুঃ পরুঃ) গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে (প্র-সর্পথ) প্রবেশ করিতেছ (ততঃ) তাহার মধ্যে (যক্ষ্মম্) ক্ষয় রোগকে (বি-বাধধ্বে) নষ্ট কর (ইব) যেমন (উগ্রঃ) শক্তিশালী (মধ্যম শীঃ) যুদ্ধে বীর সৈন্য।

অনুবাদ—হে ওষধি! যে ব্যক্তির অঙ্গ প্রত্যঙ্গে, গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে তুমি প্রবেশ কর, যুদ্ধ ক্ষেত্রে বীর সৈন্য শত্রুকে যেমন বিনাশ করে, তুমি তেমনই তাহার শরীরের মধ্যে ক্ষয় রোগকে বিনাশ কর।

১৭৯। কৃষক

সীরা যুঞ্জতি কবয়ো যুগা বিতন্বতে পৃথক্।
ধীরা দেবেষু সুম্নয়া।

ঋগ্বেদ, ১০/১০১/৪

শব্দার্থ—(ধীরাঃ) ধীমান্ (কবয়ঃ) বিদ্বানেরা (সীরা) লাঙ্গলকে (যুঞ্জন্তি) যোজনা করে (যুগা) যুগকে (পৃথকবিতন্বতে) পৃথক পৃথক বিস্তার করে (দেবেষু) মনুষ্যের মধ্যে (সুম্নয়া) সুখ বিস্তারের জন্য।

অনুবাদ—ধীমান্ বিদ্বানেরা মনুষ্যজাতির মধ্যে সুখ বিস্তারের জন্য হল চালনা করেন এবং যুগোপযোগী কার্য্য করেন।

১৮০। প্রজাপতি

প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা জাতানি পরিতা বভূব।
যৎ কামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাম্।

ঋগ্বেদ, ১০/১২১/১০

শব্দার্থ—(প্রজাপতে) হে প্রজার অধীশ্বর! (ত্বৎ) তুমি হইতে (অন্য) অন্য কেহ (তা) ওই (এতানি) এই (বিশ্বা) সব (জাতানি) উৎপন্ন পদার্থের (ন) না (পরি বভূব) দমন করে (যৎ কামাঃ) যাহাকে কামনা করিয়া (তে) তোমার (জুহুমঃ) আমরা আশ্রয় লইতেছি (তৎ) তাহা (বঃ) আমাদের (অস্তু) হউক (বয়ম্) আমরা (রয়ীনাম্) ধনৈশ্বর্য্যের (পতয়ঃ) স্বামী (স্যাম্) হই।

অনুবাদ—হে জীব সমূহের অধীশ্বর! তুমি ভিন্ন অন্য কেহই এই জড় ও চেতন পদার্থ সমূহের দমন করিতে পারে না। আমরা যে যে পদার্থের কামনা করিয়া তোমার আশ্রয় লইয়াছি, সেই সেই কামনা আমাদের সিদ্ধ হউক; আমরা ধনৈশ্বর্য্যের অধিপতি হইব।

১৮১। সৃষ্টির পূর্ব

নাসদাসীন্নো সদাসী ওদানীং নাসীদ্রজো নোব্যোমা পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্মন্নম্ভঃ কিমাসীদ্গহনং গভীরম্॥

ঋগ্বেদ, ১০/১২৯/১

শব্দার্থ—(তদানীম্) সেই সময় (ন) না (অসৎ) পরিবর্তনশীল জগৎ (আসী) ছিল (নো সৎ আসীৎ) সৎ অর্থাৎ তন্মাত্র তত্ত্বও ছিল না (রজঃ ন আসীৎ) পরমাণু পূর্ণ অন্তরিক্ষও ছিল না (যৎ পরঃ ব্যোমা নো) যাহার পরে আকাশও ছিল না (কুহ) কোথায় (কিম্) কি (আবরীবঃ) আবরণ ছিল (কস্য শর্মন) কাহার আশ্রয়ে (কিম্) কি (গহনং গম্ভীরম্) অতি গভীর (অম্ভঃ) জল সদৃশ (আসীৎ) ছিল।

অনুবাদ—এই বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে এই পরিবর্তনশীল জগৎ ছিল না, তন্মাত্র তত্ত্ব ছিল না, পরমাণু পূর্ণ অন্তরিক্ষও ছিল না এবং যাহাতে আকাশ অবস্থিত তাহাও ছিল না। সে সময় কোথায় কি, কিসের আবরণ ছিল, কিসের—আশ্রয়েই বা কি ছিল! সে সময় গভীর জলরাশিই বা কোথায় ছিল!

১৮২। মৃত্যু ছিল না

ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিঞ্চ নাস॥

ঋগ্বেদ, ১০/১২৯/২

শব্দার্থ—(মৃত্যুঃ ন আসীৎ) সে সময় মৃত্যু ছিল না (তর্হি অমৃতং ন) সে জন্য অমরত্বও ছিল না (রাত্র্যাঃ অহ্নঃ) রাত্রিদিন বিভাগের (প্রকেতঃ) কোন জ্ঞান (ন আসীৎ) ছিল না (তদ্ একম্) এক তত্ত্ব (স্বধয়া) প্রকৃতির সহিত (অ-বাতম্) প্রাণ বায়ু ছাড়াই (আনীৎ) প্রাণরূপে ছিল (তস্মাৎ অন্যেৎ) তাহা ছাড়া অন্য (হ) নিশ্চয়ই (কিঞ্চন-পরঃ) কেহই শ্রেষ্ঠ (ন আস) ছিল না।

অনুবাদ—সে সময়ে মৃত্যু ছিল না, সুতরাং অমরত্বও ছিল না। দিন ও রাত্রি বিভাগের কোন সঙ্কেত ছিল না। সে সময় এক আত্মতত্ত্বই প্রকৃতির সহিত বিদ্যমান ছিল। তাঁহার অস্তিত্ব প্রাণবায়ুর উপর নির্ভর করিত না। তাঁহার অপেক্ষা নিশ্চয়ই কেহ শ্রেষ্ঠ ছিল না।

১৮৩। অন্ধকার

তম আসীত্তমসা গূঢ় মগ্রেহ প্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদম্।
তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীৎ তপসস্তন্মহিনা জায়তৈকম্॥

ঋগ্বেদ, ১০/১২৯/৩

শব্দার্থ—(অগ্রে) প্রারম্ভে (তমসা গূঢ়ম্) অন্ধকারে আচ্ছন্ন (তমঃ) মূল প্রকৃতি ছিল (ইদং সর্বম্) এই সব জগৎ (অপ্রকেতম্) অজ্ঞেয় অবস্থায় (সলিলম্) জল রাশির ন্যায় একাকার, (আসীৎ) ছিল (যদা) যখন (তুচ্ছোন) শূন্যতা দ্বারা (আভু) ব্যাপক প্রকৃতি (অপিহিতম্) আবৃতা ছিল (তপসঃ মহিনা) তপের মহিমায় (তৎ একম্) সে এক (জায়ত) হইল।

অনুবাদ—মূল প্রকৃতি প্রথমে অন্ধকারে আবৃতা ছিল এবং এইসব জগৎ অজ্ঞেয় অবস্থায় জলরাশির ন্যায় একাকার ছিল। যখন শূন্যতা দ্বারা সেই ব্যাপক প্রকৃতি আচ্ছাদিত ছিল, তখন জ্ঞানময় তপের মহিমায় এক পদার্থ রচিত হইল। ইহাই জগতের আরম্ভ।

১৮৪। সৃষ্টি

ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আ বভূব যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্‌ৎসো অংগ বেদ যদি বা ন বেদ॥

ঋগ্বেদ, ১০/১২৯/৭

শব্দার্থ—(ইয়ং) এই (বি) বিবিধ প্রকারের (সৃষ্টিঃ) সৃষ্টি (যতঃ) যাহা হইতে (আবভূব) রচিত হইয়াছে (যদি বা দধে) তিনি কি ইহাকে ধারণ করেন (যদি বা ন) বা করেন না? (যঃ) যিনি (অস্য) ইহার (অধ্যক্ষঃ) অধিষ্ঠাতা (পরমে) গভীর (ব্যোমন্) আকাশে (সঃ) তিনি (অংগ) নিশ্চিত রূপে (বেদ) জানেন (বা ন বেদ) বা জানেন না?

অনুবাদ—যে পরমাত্মা হইতে এই বিবিধ প্রকার সৃষ্টি রচিত হইয়াছে তিনি ইহাকে ধারণ করেন। অসীম আকাশে যিনি ইহার অধ্যক্ষ তিনি নিশ্চতরূপে ইহাকে জানেন!

ভাবার্থ—সৃষ্ট জগতের পরমাত্মাই স্রষ্টা। তিনিই ধাতা এবং তিনিই ইহার জ্ঞাতা।

১৮৫। বানপ্রস্থ

ন বা অরণ্যানি র্হন্ত্যন্যশ্চেন্নাভি গচ্ছতি।
স্বাদোঃ ফলস্য জগ্ধায় যথাকামং নি পদ্যতে॥

ঋগ্বেদ, ১০/১৪৬/৫

শব্দার্থ—(ন বা অরণ্যানিঃ হন্তি) বন্য জন্তু এই বানপ্রস্থীকে হনন করে না (অন্যশ্চ ইৎ ন অভিগচ্ছতি) এবং অন্যান্য প্রাণীও ইহার নিকট আসিয়া ইহাকে হনন করে না (স্বাদোঃ ফলস্য জগ্ধায়) স্বাদু ফল খাইয়া (যথাকামম্) শান্তিময় (নিপদ্যতে) জীবন ব্যতীত করে।

অনুবাদ—বানপ্রস্থীকে বন্য পশু হনন করে না, অন্যান্য প্রাণীও ইহাদিগকে হনন করে না। ইহারা সুমিষ্ট ফল ভক্ষণ করিয়া শান্তিময় জীবন অতিবাহিত করেন।

১৮৬। মাধ্যাকর্ষণ

সবিতা যন্ত্রৈঃ পৃথিবী মরভ্নাদস্কম্ভনে সবিতা দ্যামদৃংহৎ।
অশ্বমিবাধুক্ষদ্ধু-নিমন্তরিক্ষ মতূর্তে বদ্ধং সবিতা সমুদ্রম্॥

ঋগ্বেদ, ১০/১৪৯/১

শব্দার্থ—(সবিতা) সূর্য্য (যন্ত্রৈঃ) রজ্জুবৎ আকর্ষণ দ্বারা (পৃথিবীম্) পৃথিবীকে (অরভ্নাৎ) বন্ধন করিয়াছে (অস্কম্ভনে) নিরাধার আকাশে (দ্যাম্ অদৃংহৎ) দ্যুলোকের অন্যান্য গ্রহকেও দৃঢ় রাখিয়াছে (অতূর্তে) অচ্ছেদ্য রজ্জুতে (বদ্ধম্) আবদ্ধ (ধুনিম্) গর্জনশীল (সমুদ্রম্) তীব্রগতি সম্পন্ন গ্রহকে (অন্তরিক্ষম্) নিরাধার আকাশে (অশ্বম্ ইব অধুক্ষৎ) অশ্বের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছে।

অনুবাদ—সূর্য্য রজ্জুবৎ আকর্ষণ দ্বারা পৃথিবীকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। নিরাধার আকাশে দ্যুলোকের অন্যান্য গ্রহকেও ইহা সুদৃঢ় রাখিয়াছে। অচ্ছেদ্য আকর্ষণ রজ্জুতে আবদ্ধ, গর্জনশীল, গ্রহ সমূহ নিরাধার আকাশে অশ্বের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছে।

১৮৭। জ্ঞানবতী

অহং কেতুরহং মূর্ধাহমুগ্রা বিবাচনী।
মমেদনু ক্রতুং পতিঃ সেহানায়া উপাচরেৎ॥

ঋগ্বেদ, ১০/১৫৯/২

শব্দার্থ—(অহং কেতুঃ) আমি জ্ঞানবতী (অহং মূর্ধা) আমি শ্রেষ্ঠ (অহং উগ্রা বিবাচনী) আমি ধৈর্য্য শালিনী বক্তৃতা কারিণী (সেহানায়াঃ) শত্রুনাশিনী (পতিঃ) স্বামী (মম) আমার (অনু) অনুকূল থাকিয়া (ক্রতুং উপাচরেৎ) গৃহ কর্ম সম্পাদন করুন।

অনুবাদ—আমি জ্ঞানবতী, গৃহে মুখ্য স্থানীয়া ধৈর্য্যশালিনী বক্তৃতাকারিণী ও শত্রুনাশিনী। আমার পতি আমার অনুকূলে থাকিয়া গৃহকর্ম সম্পাদন করুন।

১৮৮। বীরপুত্র

মম পুত্রাঃ শত্রুহণোঽথোমে দুহিতা বিরাট।
উতাহমস্মি সঞ্জয়া পতৌ মে শ্লোক উত্তমঃ॥

ঋগ্বেদ, ১০/১৫৯/৩

শব্দার্থ—(মম পুত্রাঃ) আমার পুত্রেরা (শত্রুহনঃ) শত্রুনাশী (মে) আমার (দুহিতা) কন্যা (বিরাট) তেজস্বিনী (অহম্) আমি (সঞ্জয়া অস্মি) বিজয়ী হই (মে পত্যৌ উত্তমঃ শ্লোকঃ) আমার পতির উত্তম প্রশংসা হউক।

অনুবাদ—আমার পুত্রেরা শত্রুনাশী হউক। আমার কন্যারা তেজস্বিনী হউক। আমি বিজয়ী হইব এবং আমার পতির সুযশ হউক।

১৮৯। কুচিন্তা

অপেহি মনসস্পতেঽপক্রাম পরশ্চর।
পরো নির্ঋত্যা আ চক্ষ্ব বহুধা জীবতো মনঃ॥

ঋগ্বেদ, ১০/১৬৪/১

শব্দার্থ—(মনসঃ পতে) মনের অধঃপতনকারী কুচিন্তা। (অপ এহি) দূরে যাও (অপক্রাম) দূরে অতিক্রান্ত হও (পর চরঃ) দূরে চল (পরঃ নিঋত্যাঃ) দূরের হানিকে (আচক্ষ্ব) দেখ (জীবতঃ মনঃ) জীবিত মনুষ্যের মন (বহু-ধা) বহু সামর্থ্য যুক্ত।

অনুবাদ—মানসিক অধঃপতনের মূল কুচিন্তা! যাও, দূরে অপসৃত হও, দূরে চল। ভবিষ্যতের হানিকে দেখ। জীবিত মনুষ্যের মন বহু সামর্থ্য যুক্ত।

১৯০। দুষ্কৃতি

যদাশসা নিঃশসাঽভিশসো পারিম জাগ্রতো যৎস্বপন্তঃ।
অগ্নির্বিশ্বান্যপ দুষ্কৃতান্য জুষ্টান্যারে অস্মদ্দধাতু॥

ঋগ্বেদ, ১০/১৬৪/৩

শব্দার্থ—(আশসা) আশার জন্য (নিঃশসা) দোষের জন্য (অভিশসা) কুসংস্কারের জন্য (জাগ্রতঃ স্বপন্তঃ) স্বপ্নে ও জাগরণে (যদ্ যদ্ উপারিম) যে যে দোষ আমরা করিয়াছি (অ-জুষ্টানি) অশিষ্ট (বিশ্বানি দুষ্কৃতানি) সব দুরচার (অগ্নিঃ) তেজস্বী পরমাত্মা (অস্মাদ্ আরে) আমাদের নিকট হইতে দূরে (অপ দধাতু) রাখুন।

অনুবাদ—আশার জন্য, দোষের জন্য বা কুসংস্কারের জন্য জাগরণে বা স্বপ্নে যে যে পাপ করিয়াছি, সে সব অন্যায় অনাচারকে—হে তেজস্বী পরমাত্মন্! আমাদের সকলের নিকট হইতে দূর কর।

১৯১। রাজত্ব

আ ত্বাহার্ষমন্তরেধি ধ্রুবস্তিষ্ঠা বিচাচলিঃ।
বিশস্ত্বা সর্বা বাঞ্ছংতু মা ত্বদ্রাষ্ট্রমধিভ্রশৎ॥

ঋগ্বেদ, ১০/১৭৩/১

শব্দার্থ—(ত্বা আহার্ষম্) তোমাকে আনিয়াছি (অন্তঃ এধি) মধ্যে এস (ধ্রুবঃ তিষ্ঠ) স্থির থাক (অবিচাচলিঃ) চঞ্চল হইও না (ত্বা সবাঃ বিশঃ) তোমাকে সব প্রজারা (বাঞ্ছন্ত) চাহিতেছে (ত্বৎ) তোমা হইতে (রাষ্ট্রম্) রাষ্ট্র (মা অধিভ্রশৎ) পতিত না হয়।

অনুবাদ—হে রাজন্! তোমাকে আনিয়াছি, আমাদের মধ্যে এস, স্থির থাক, চঞ্চল হইও না। তোমাকে সব প্রজারা চাহিতেছে। তোমা দ্বারা রাষ্ট্র যেন পতিত না হয়।

সামবেদ

১৯২। অন্নদাতা

অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃনানো হব্যদাতয়ে।
নিহোতা সৎসি বর্হিষি॥

সামবেদ পূর্বাচিক, ১/১/১

শব্দার্থ—(অগ্নে) হে প্রকাশস্বরূপ প্রভু! (বীতয়ে) জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য (হব্যদাতয়ে) অন্নাদি পদার্থ দানের জন্য (গৃনানঃ) উপদেশ দিতে দিতে (আ-যা-হি) আগমন কর (হোতা) শুভ গুণ দাতা (বর্হিষি) যজ্ঞাদি শুভ কর্ম বিস্তারের জন্য (নি-সৎসি) স্থাপিত হও।

অনুবাদ—হে প্রকাশ স্বরূপ পরমাত্মন্! আমাদের জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য এবং অন্নাদি পদার্থ প্রদানের জন্য উপদেষ্টা রূপে ও শুভ গুণের দাতা রূপে যজ্ঞভূমিতে তুমি আবির্ভূত হও।

ভাবার্থ—হৃদয় ক্ষেত্রই যজ্ঞভূমি। পরমাত্মা উপদেষ্টা রূপে সেখানে বিবেকের বাণী প্রেরণ করেন। সেই বাণী শ্রবণ করাই তাঁহাকে যজ্ঞভূমিতে আবির্ভূত হওয়া—বুঝিতে হইবে।

১৯৩। হিতকারী

ত্বমগ্নে যজ্ঞানাং হোতা বিশ্বেষাং হিতঃ।
দেবেভি র্মানুষে জনে॥

সামবেদ পূর্বাচিক, ১/১/২

শব্দার্থ—(অগ্নে) হে জ্যোতিঃ স্বরূপ! (দেবেভিঃ) শক্তিপুঞ্জের সহিত (মানুষে) মানব (জনে) সমাজে (ত্বম্) তুমি (যজ্ঞানাম্) বৃহৎ যজ্ঞের (হোতা) হোতা এবং (বিশ্বেষাম্) সকলের (হিতঃ) হিতকারী মিত্র।

অনুবাদ—হে জ্যোতিঃ স্বরূপ! তুমি মানব সমাজের শক্তিপুঞ্জের সহিত অবস্থান কর এবং তুমিই যজমানের কর্মফল প্রদান কর। তুমি সকলেরই হিতকারী বন্ধু।

১৯৪। নিত্য স্মরণ

সোমং রাজানং বরুণমগ্নি-মন্বারভামহে।
আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্যং ব্রহ্মাণং চ বৃহস্পতিম্।

সামবেদ পূর্বাচিক, ১/১০/১

শব্দার্থ—(সোমম্) শান্তিদায়ক (রাজানম্) প্রকাশমান (বরুণম্) পাপনিবারক (অগ্নিম্) জ্ঞানস্বরূপ (অনু-আ-রভামহে) নিত্য স্মরণ করি (আদিত্যম্) অখণ্ড (বিষ্ণুম্) সর্বব্যাপক (সূর্য্যম্) সর্ব প্রকাশক (ব্রহ্মাণম্) সর্বাপেক্ষা বৃহৎ (চ) এবং (বৃহস্পতিম্) সর্বশ্রেষ্ঠ পালন কর্তাকে।

অনুবাদ—আমরা সেই শান্তিদায়ক, প্রকাশমান, পাপনাশক, জ্ঞানস্বরূপ, খণ্ডরহিত, সর্বব্যাপক, সর্বপ্রকাশক এবং সর্বশ্রেষ্ঠ পালক পরমাত্মাকে নিত্য স্মরণ করি।

১৯৫। আশীষ

বোধন্মনা ইদস্তু নো বৃত্রহা ভূর্য্যাসুতিঃ।
শৃণোতু শক্র আশিষম্॥

সামবেদ পূর্বাচিক, ২/৫/৬

শব্দার্থ—(নঃ) আমাদের (শক্রঃ) শক্তিশালী আত্মা (বৃত্রহা) তামস আবরণের নাশকর্তা (ভূর্য্যাসুতিঃ) অত্যধিক সমাহিত বৃত্তি যুক্ত হইয়া (বোধন্মনা) জ্ঞানশীল (ইৎ) ই (অস্তু) হউক (আশিষম্) আশীর্বাদ (শৃণোতু) শ্রবণ করুক।

অনুবাদ—আমাদের শক্তিশালী আত্মা অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া ও অত্যধিক সমাহিতবৃত্তি যুক্ত হইয়া জ্ঞানশীল হউক। সে শুভ কামনাকে নিজের মধ্যে শ্রবণ করুক।

১৯৬। প্রেমাকর্ষণ

সদা ব ইন্দ্রশ্চকৃর্ষৎ আ উপ নু স সপর্যন্।
ন দেবো বৃতঃ শূর ইন্দ্রঃ॥

সামবেদ পূর্বাচিক, ৩/১/১/৩

শব্দার্থ—(ইন্দ্রঃ) ঐশ্বর্য্যদাতা পরমেশ্বর, (বঃ) তোমাদিগকে (সদা) সর্বদা (আচকৃর্ষৎ) আকর্ষণ করিতেছেন (স) তিনি নিঃসন্দেহ (উ প উ) নিকটেই (স পর্যন্) সেবা করিয়া (শূরঃ ইন্দ্রঃ দেবঃ) সেই মহা পরাক্রান্ত দেব (ন বৃতঃ) আবৃত নয়।

অনুবাদ—হে মনুষ্য! ঐশ্বর্য্যদাতা পরমেশ্বর সর্বদাই তাঁহার দিকে তোমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি অতি নিকটে থাকিয়াই তোমাদিগকে পালন পোষণ করিতেছেন—ইহা নিঃসন্দেহ। সেই মহা পরাক্রমশালী দেব গুপ্ত নয়—প্রকাশিত।

১৯৭। অজাত শত্রু

অভ্রাতৃব্যো অনা ত্বমনাপিরিন্দ্র জনুষা সনাদসি।
যুধেদাপিত্বমিচ্ছসে॥

সামবেদ পূর্বাচিক, ৫/২/১

শব্দার্থ—(অভ্রাতৃব্যঃ) শত্রু রহিত (অনা) নায়ক রহিত (ত্বম্) তুমি (অনাপিঃ) বন্ধু রহিত (ইন্দ্র) হে পরমাত্মন্ (জনুষা) প্রকট হইবার সময় হইতেই (সনাদ্) পুরাণ পুরুষ (অসি) হও (যুধা) যোগ দ্বারা (ইৎ) ই (আপিত্বম্) বন্ধুত্বাকে (ইচ্ছসি) চাহিয়া থাক।

অনুবাদ—হে পরমাত্মন্! তুমি সর্বদাই শত্রু রহিত, অজাতশত্রু নেতৃহীন বিনায়ক, বন্ধুবান্ধবহীন, অদ্বিতীয় পুরাণ পুরুষ। তবুও তুমি সম্বন্ধ সূত্রে জীবের বন্ধুত্ব ইচ্ছা কর।

ভাবার্থ—পরমাত্মা কাহারও সাহায্য বা সহানুভূতির অপেক্ষা করেন না কিন্তু জীব তাঁহার সহিত সংযুক্ত হউক এ ইচ্ছা করেন।

১৯৮। ব্রহ্মাণ্ডে ও পিণ্ডাণ্ডে

সোমঃ পবতে জনিতা মতীনাং জনিতা দিবো জনিতা পৃথিব্যাঃ।
জনিতাগ্নের্জনিতা সূর্য্যস্য জনিতেন্দ্রস্য জনিতোত বিষ্ণোঃ॥

সামবেদ পূর্বাচিক, ৬/৪/৫

শব্দার্থ—(সোমঃ) পরমাত্মা (পবতে) প্রকাশিত হন (জনিতা) উৎপাদক (মতীনাম্) মনোবৃত্তির (জনিতা) উৎপাদক (দিবঃ) দ্যুলোক সদৃশ তেজপুঞ্জের (জনিতা) উৎপাদক (পৃথিব্যাঃ) পৃথিবী সদৃশ বিস্তৃত ত্বকের (জনিতা) উৎপাদক (অগ্নেঃ) অগ্নি সদৃশবাণী (জনিতা) উৎপাদক (সূর্য্যস্য) সূর্য্য সদৃশ চক্ষুর (জনিতা) উৎপাদক (ইন্দ্রস্য) প্রাণ রূপ ইন্দ্রের (জনিতা) উৎপাদক (বিষ্ণোঃ) সর্বব্যাপক আকাশ সদৃশ শ্রোত্রের বা হৃদয়াকাশের।

অনুবাদ—সব মনোবৃত্তির উৎপাদক, দ্যুলোক সদৃশ তেজঃপুঞ্জের উৎপাদক, পৃথিবীর সদৃশ বিস্তৃত ত্বকের উৎপাদক, অগ্নিরূপ বাণীর উৎপাদক, সূর্য্যসদৃশ চক্ষুর উৎপাদক, প্রাণ স্বরূপ ইন্দ্রের উৎপাদক এবং সর্বব্যাপক আকাশ সদৃশ শ্রোত্র বা হৃদয়াকাশের উৎপাদক পরমাত্মা সর্বত্র প্রকাশিত।

ভাবার্থ—ব্রহ্মাণ্ডে ও পিণ্ডাণ্ডে পরমাত্মা সমানভাবে প্রকাশিত রহিয়াছেন।

১৯৯। রাজা

স নঃ শবস্ব শং গবে শং জনায় শমর্বতে।
শং রাজন্নো ষধীভ্যঃ॥

সামবেদ উত্তরার্চিক, ১/১/১

শব্দার্থ—(রাজন্) হে প্রকাশমান পরমাত্মন্! (সঃ) এই ভাবে তুমি (নঃ) আমাদিগকে (শবস্ব) শুদ্ধ কর (গবে) গোজাতির জন্য (জনায়) মনুষ্য জাতির জন্য (অর্বতে) অশ্বজাতির জন্য (ওষধীভ্যঃ) ওষধীর জন্য (শম) কল্যাণ কর।

অনুবাদ—হে প্রকাশময় পরমাত্মন্! এইভাবে তুমি আমাদিগকে শুদ্ধ কর। গোজাতি, মনুষ্যজাতি, অশ্বজাতি ও ওষধী সমূহের জন্য কল্যাণ কর।

২০০। মহত্ত্ব

কুবিৎসু নো গবিষ্টয়ে হগ্নে সংবেষিষো রয়িম্।
উরুকৃদু রুন স্কৃধি॥

সামবেদ উত্তরার্চিক, ৮/১/১২

শব্দার্থ—(অগ্নে) হে পরমেশ্বর! তুমি (নঃ) আমাদের (গবিষ্টয়ে) আত্মার ইষ্ট

সাধনের জন্য (রয়িম্) প্রাণরূপ সামর্থ্যকে (সংবেষিষঃ) দান করিতেছ (উরুকৃৎ) মহান্ কার্য্য সম্পাদক (নঃ) আমাদিগকে (উরু কৃধি) মহান্ কর।

অনুবাদ—হে পরমাত্মন্! তুমি আমাদের আত্মার ইষ্ট সাধনের জন্য প্রাণরূপ সামর্থ্যকে দান করিতেছ। হে মহান্ কার্য্য সম্পাদক। আমাদিগকে মহান্ কর।

২০১। স্তুতি

ইন্দ্র স্থাত হরীনাং নকিষ্টে পূর্ব্য স্তুতিম্।
উদানংশ শবসা ন ভন্দনা॥

সামবেদ উত্তরার্চিক, ৮/২/১০

শব্দার্থ—(ইন্দ্র) হে ইন্দ্র (হরীনাম্) গতিমান সূর্য্য চন্দ্রাদির (স্থাতঃ) প্রতিষ্ঠাপক (তে) তোমার (পূর্ব্বস্তুতিম্) পূর্বজদের স্তুতিকে (শবসা) স্বীয় বল দ্বারা (নকিঃ) কেহই না (উদানংশ) পাইতে পারে (ন) না (ভন্দনা) বৈষয়িক সুখকর কার্য্য দ্বারা।

অনুবাদ—হে ঐশ্বর্য্যবান্ প্রভু! তুমি গতিশীল সূর্য্যচন্দ্রাদি পদার্থের প্রতিষ্ঠাপক। পূর্বজ ঋষিরা তোমার যে মহিমাকে জানিয়াছেন আমরা স্বীয় বল বা বৈষয়িক সুখকর কার্য্য দ্বারা তাহা লাভ করিতে পারি না।

যজুর্বেদ

২০২। প্রেরণা দান

ইষে ত্বোর্জে ত্বা বায়বস্থ। দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্মণে আপ্যায়ধ্বমঘ্ন্যা ইন্দ্রায় ভাগং প্রজাবতীরনমীবা অযক্ষ্মা। মা বস্তেন ঈশত মাঘশংসো। ধ্রুবা অস্মিন্ গোপতৌ স্যাত বহ্বীঃ। যজমানস্য পশূন্ পাহি॥

যজুর্বেদ, ১/১

শব্দার্থ—(ত্বা) তোমাকে (ইষে) প্রেরণা (ত্বা) তোমাকে (উর্জে) পরাক্রমের জন্য (বায়বঃ) গতিশীল (স্থ) হও (বঃ) তোমাদিগকে (দেবঃ) প্রকাশস্বরূপ (সবিতা) পিতা (শ্রেষ্ঠতমায়) অত্যুত্তম (কর্ম্মণে) কর্মের জন্য (প্র-অর্পয়তু) প্রেরণা দান করুক (অঘ্ন্যাঃ) অহিংস শক্তি সমূহ (প্রজাবতী) প্রজাযুক্ত হইয়া (অন্-অমীবাঃ) উদরাদির রোগ ও (অ-যক্ষ্মাঃ) যক্ষ্মাদি রোগ হইতে মুক্ত হইয়া (ইন্দ্রায়) ঐশ্বর্য্য যুক্ত আমার জন্য (ভাগম্) সেবন যোগ্য বলকে (আ-প্যায়ধ্বম) বৃদ্ধি কর (বঃ) তোমাদের উপর (স্তেনঃ) চোর (অঘশংসঃ) পাপ পরায়ণ (মা) না (ঈশত) রাজ্য করিতে পায় (অস্মিন্) এই (গো-পতৌ) ইন্দ্রিয় পালক আমাতে (বহ্বীঃ) উন্নতিশীল (ধ্রুবাঃ) অটল হইয়া (স্যাত) অবস্থান কর (যজমানস্য) যজ্ঞশীল আমার (পশূন্) ইন্দ্রিয়রূপী পশুদিগকে (পাহি) রক্ষা কর।

অনুবাদ—(জীবনের প্রতি সাধকের উক্তি) তোমাকে প্রেরণার জন্য এবং পরাক্রমের জন্য ধারণ করি। (ইন্দ্রিয় শক্তির প্রতি উক্তি) তুমি গতিশীল হও। প্রকাশ স্বরূপ পিতা তোমাদিগকে শ্রেষ্ঠতম কর্মের জন্য প্রেরণা দান করুন। হে অহিংস শক্তি! প্রজাযুক্ত হইয়া, উদরাদির রোগ ও যক্ষ্মাদি রোগ হইতে রহিত হইয়া আমার ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তির জন্য অর্জনীয় বলকে বৃদ্ধি কর। তোমাদের উপর চোর বা পাপী যেন রাজ্য করিতে না পারে। ইন্দ্রিয়দের পালক এই আমাতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও ও অটল ভাবে অবস্থান কর। হে পরমাত্মন্! যজ্ঞশীল আমার ইন্দ্রিয়রূপী পশুগণকে রক্ষা কর।

২০৩। বসু

বসোঃ পবিত্রমসি শতধারং বসোঃ পবিত্রমসি সহস্র ধারম্।
দেবস্ত্বা সবিতা পুনাতু বসোঃ পবিত্রেণ শতধারেণ সুপ্বা কামধুক্ষঃ॥

যজুর্বেদ, ১/৩

শব্দার্থ—(বসোঃ) যজ্ঞ (শথধারম্) অসংখ্য সংসারের ধারক (পবিত্রম্) পাবক কর্ম (অসি) হও (বসোঃ) যজ্ঞ (সহস্র ধারম্) অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের ধারক (পবিত্রম্) পাবক (আমি) হও (ত্বা) তোমাকে (দেবঃ) পরমাত্মা (সবিতা) জগৎ প্রসবিতা (পুনাতু) পবিত্র করুক (বসোঃ) যজ্ঞ (পবিত্রেন) পবিত্র বেদ জ্ঞান (শতধারেণ) অসংখ্য বিদ্যার ধারক (সুপ্বা) পবিত্র কর (কাম্) কোন্ অভিপ্রায়ে (অধুক্ষঃ) পূর্ণ করিতে ইচ্ছা কর।

অনুবাদ—যে যজ্ঞ সমগ্র বিশ্বের ধারক এবং যে পাবক শুভকর্ম যজ্ঞ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের ধারক সেই যজ্ঞকে প্রকাশ স্বরূপ, জগৎ স্রষ্টা পরমাত্মা পবিত্র করুন, যজ্ঞ শুদ্ধির জন্য বেদবিজ্ঞান, অসংখ্য বিদ্যার আকর বেদ ও যজ্ঞ দ্বারা আমাদিগকে পবিত্র করুন। হে মনুষ্য! অন্য কোন্ অভিপ্রায় দ্বারা মনকে পূর্ণ করিতে চাহিতেছ?

২০৪। বিশ্বকর্মা

সা বিশ্বায়ুঃ, সা বিশ্বকর্মা, সা বিশ্বধায়াঃ।
ইন্দস্য ত্বা ভাগং সোমেনা-তনচ্মি। বিষ্ণো হব্যং রক্ষ॥

যজুর্বেদ, ১/৪

শব্দার্থ—(সা) বাক্, যজ্ঞ (বিশ্বায়ুঃ) পূর্ণায়ুদাতা (বিষ্ণো) পরমাত্মন্ (সা) শিল্প বিদ্যা সম্পাদক (বিশ্বকর্মা) সম্পূর্ণ ক্রিয়াকাণ্ড সাধক (সা) সম্পূর্ণ বিদ্যা প্রকাশক (বিশ্বধায়াঃ) বিশ্বের ধর্ত্তা (ইন্দ্রস্য) পরমাত্মার (ত্বা) তোমাকে (ভাগম্) যজ্ঞকে (আ) সব দিক হইতে (তনচ্মি) দৃঢ় করি (হব্যম্) বিজ্ঞানকে (রক্ষ) পালন কর।

অনুবাদ—যজ্ঞ দীর্ঘায়ু প্রদাতা, শিল্পবিদ্যা সাধক, সমগ্র ক্রিয়াকাণ্ড সম্পাদক,

সর্ববিদ্যা প্রকাশক এবং বিশ্বধারক। পরমাত্মার সেই যজ্ঞকে সাধক শিল্পবিদ্যা দ্বারা চতুর্দিক হইতে দৃঢ় করে। হে পরমাত্মন্। বিজ্ঞানকে রক্ষা কর।

২০৫। ব্রতপতি

অগ্নে ব্রতপতে ব্রতং চরিষ্যামি তচ্ছকেয়ং তন্মে রাধ্যতাম্।
ইদমহমনৃতাৎ সত্যমুপৈমি॥

যজুর্বেদ, ১/৫

শব্দার্থ—(ব্রতপতে) হে ব্রতের রক্ষক (অগ্নে!) ঈশ্বর! (ব্রতম্) ব্রতকে (চরিষ্যামি) পালন করিব (তৎ) ইহাকে (রাধ্যতাম্) পালন করিতে পারি (তৎ) এই বল (মে) আমাকে (শকয়েম্) প্রাপ্ত করাও (অহম্) আমি (অনৃতাৎ) মিথ্যাকে ত্যাগ করিয়া (ইদম্) এই সত্যম) সত্যকে (উপৈমি) লাভ করি।

অনুবাদ—হে ব্রতের রক্ষক পরমাত্মন্! আমি ব্রত পালন করিব। আমাকে এরূপ বল প্রদান কর যাহা দ্বারা আমি ব্রত রক্ষা করিতে পারি ও সত্যকে লাভ করিতে পারি।

২০৬। পিতৃযজ্ঞ

ঊর্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পরিস্রুতম্।
স্বধাস্থ তর্পয়ত মে পিতৃন্॥

যজুর্বেদ, ২/৩৪

শব্দার্থ—(মে) আমার (পিতৃন্) বিদ্বান্, জীবিত মাতাপিতা ও গুরুজনকে (ঊর্জম্) উত্তম রস (বহন্তীঃ) সুস্বাদু জল (অমৃতম্) সুমিষ্ট রোগনাশক পদার্থ (পয়ঃ) দুগ্ধ (ঘৃতম্) ঘৃত (কীলালম্) সুরন্ধিত অন্ন (পরিশ্রুতম্) সুপক্ক রসাল ফল দ্বারা (তর্পয়ত) তৃপ্ত কর (স্বধাঃ) নিজের ধনে (স্থ) থাক।

অনুবাদ—আমরা প্রত্যেকে জীবিত মাতা পিতা, গুরুজন ও বিদ্বান্ পুরুষদিগকে উত্তম রস, সুস্বাদু জল, সুমিষ্ট রোগনাশক পদার্থ, দুগ্ধ, ঘৃত, সুরন্ধিত অন্ন ও সুপক্ক রসাল ফল দ্বারা তৃপ্ত করিব। পরধনে লোভ না করিয়া নিজধনে তৃপ্ত থাকিব।

২০৭। দেবযজ্ঞ

সমিধাগ্নিং দুবস্যত ঘৃতৈর্বোধয়ত অতিথিম্।
আস্মিন্ হব্যা জুহোতন॥

যজুর্বেদ, ৩/১

শব্দার্থ—(ঘৃতৈঃ) ঘৃতাদি শুদ্ধ দ্রব্যের সহিত (সমিধা) কাষ্ঠ দ্বারা (অতিথিম্) অগ্নিকে (বোধয়ত) প্রজ্জ্বলিত কর (আস্মিন্) অগ্নিতে (হব্যা) পুষ্টিকর, মধুর, সুগন্ধি, রোগনাশক, শুদ্ধ দ্রব্য (আ জুহোতন) বিশেষভাবে আহুতি দান কর (দুবস্যত) এই অগ্নিহোত্র পালন কর।

অনুবাদ—হে মনুষ্য! ঘৃতাদি শুদ্ধ দ্রব্যের সহিত কাষ্ঠ দ্বারা অগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত কর। এই অগ্নিতে পুষ্টি মধুরসুগন্ধি রোগনাশক পদার্থের বিশেষভাবে আহুতি প্রদান কর। এই দেবযজ্ঞ বা অগ্নিহোত্র পালন কর।

২০৮। ঘৃত

সুসমিদ্ধায় শোচিষে ঘৃতং তীব্রং জুহোতন।
অগ্নয়ে জাতবেদসে॥

যজুর্বেদ, ৩/২

শব্দার্থ—(সুসমিদ্ধায়) উত্তমরূপে দাহ্য (শোচিষে) শুদ্ধ (তীব্রম্) তীব্র (ঘৃতম্) ঘৃতকে (জুহোতন) আহুতি দাও (জাতবেদসে) সব পদার্থে বিদ্যমান (অগ্নয়ে) অগ্নির জন্য।

অনুবাদ—উত্তমরূপে দাহ্য, শুদ্ধ ও তীব্র ঘৃতকে সর্ব পদার্থে বিদ্যমান অগ্নির জন্য নিষ্কাম ভাবে আহুতি দাও।

২০৯। সমিধ

তং ত্বা সমিদ্ভিরঙ্গিরো ঘৃতেন বর্ধয়ামসি।
বৃহচ্ছোচা যবিষ্ঠ্য॥

যজুর্বেদ, ৩/৩

শব্দার্থ—(তম্) সেই (ত্বা) তোমাকে (সমিদ্ভিঃ) কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা (ঘৃতেন) ঘৃত সহিত (অঙ্গিরঃ) হে অগ্নে! (বর্ধয়ামসি) বৃদ্ধিকর (বৃহৎ) বৃহৎ (যবিষ্ঠ্য) বলবান (শোচা) প্রকাশবান হও।

অনুবাদ—হে অগ্নে! তোমাকে কাষ্ঠ খণ্ড ও ঘৃতের সাহায্যে বর্ধিত করি, তুমি আরও বৃহৎ, বলবান ও প্রকাশযুক্ত হও।

২১০। অন্ন

ভূর্ভুবঃ স্ব দ্যৌরিব ভূম্না পৃথিবীব বরিম্ণা।
তস্যাস্তে পৃথিবি দেবযজনি পৃষ্ঠেহগ্নি-মন্নাদ মন্নাদ্যায়াদধে॥

যজুর্বেদ, ৩/৫

শব্দার্থ—(ভূঃ) প্রাণ স্বরূপ (ভুবঃ) দুঃখনাশক (স্বঃ) সুখ স্বরূপ (দ্যৌঃ) আকাশ (ইব) তুল্য (ভূম্না) জ্যোতিষ্মান্ (পৃথিবী) ভূমি (ইব) তুল্য (বরিম্ণা) বিস্তৃত (তস্যাঃ) সেই তোমার (পৃষ্ঠে) পৃষ্ঠে (পৃথিবী) হে পৃথিবী! (দেবযজনি) বিদ্বান্‌দের যজ্ঞে (অন্নাদম্ অগ্নিম্) অন্নভক্ষক অগ্নিকে (অন্নাদ্যায়) অন্নাদির জন্য (আদধে) রাখিতেছি।

অনুবাদ—প্রাণঃস্বরূপ, দুঃখনাশক, সুখস্বরূপ, আকাশবৎ জ্যোতিষ্মান্, ভূমিবৎ বিস্তৃত তোমার পৃষ্ঠের উপর যে স্থানে বিদ্বানেরা যজ্ঞ করেন, হে পৃথিবী! অন্নকে ভস্মীভূত করে এরূপ অগ্নিকে সে স্থানে অন্নাদির জন্যই স্থাপন করিতেছি।

২১১। সুসন্তান

কোঽসি কতমোঽসি কস্যাসি কো নামাসি।
যস্য তে নামামন্মহি যং ত্বা সোমেনা তীতৃপাম।
ভূর্ভুবঃ স্ব সুপ্রজাঃ প্রজাভিঃ স্যাং সুবীরো বীরৈঃ সুপোষঃ পোষৈঃ॥

যজুর্বেদ, ৭/২৯

শব্দার্থ—(কোঽসি) হে বালক! তুমি প্রকাশ রূপ (কতমোঽসি) অত্যন্ত প্রকাশ

রূপ, (কস্যাসি) তুমি পরমাত্মার (কো নামাসি) তুমি আত্মনাম যুক্ত (যস্য তে নাম) তোমার যে নামকে (অমন্মহি) আমরা জানি (যং ত্বা সোমেন) যে তোমাকে শান্তিময় পদার্থ দ্বারা (অতীতৃপাম) আমরা তৃপ্ত করিতেছি (ভূঃ ভূবঃ স্বঃ) প্রাণস্বরূপ, দুঃখনাশক, সুখ স্বরূপ পরমাত্মার কৃপায় (প্রজাভিঃ) সন্তান দ্বারা (সু প্রজাঃ) সুসন্তান যুক্ত (স্যাম্) হইব (বীরৈঃ) বীর সন্তান দ্বারা (সুবীরঃ) সুবীর হইব (পোষৈঃ) পুষ্টি দ্বারা (সুপোষঃ) সুপুষ্ট হইব।

অনুবাদ—হে সন্তান! তুমি যে জ্যোতিঃস্বরূপ, পরম জ্যোতিঃস্বরূপ, পরমাত্মার পুত্র, তোমার নাম আত্মা, ইহা আমরা ভালভাবে জানি। শান্তিদায়ক পদার্থ দ্বারা তোমাকে আমরা তৃপ্ত করিতেছি। প্রাণ স্বরূপ দুঃখনাশক, সুখময় পরমাত্মার কৃপায় আমার সন্তানেরা সুসন্তান হউক, বীর সন্তান হউক। আমি বীরবৃন্দ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইব। পুষ্টিকর পদার্থের দ্বারা আমি সুপুষ্ট হইব।

২১২। চিত্র

চিত্রং দেবানামুদ্গাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ।
আপ্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ স্বাহা॥

যজুর্বেদ, ৭/৪২

শব্দার্থ—(চিত্রম্) অদ্ভূৎ (দেবানাম্) বিদ্বান্‌দের (উদগাৎ) আছে (অনীকম্) শ্রেষ্ঠ (মিত্রস্য বরুণস্য অগ্নে) মিত্র, বরুণ ও অগ্নি আদি বিদ্বানের (আপ্রা) ধারণ করে (দ্যাবা) দ্যুলোক (পৃথিবী) পৃথিবী (অন্তরিক্ষম্) আকাশ (সূর্য্যঃ) উৎপাদক (আত্মা) অন্তর্য্যামী (জগতঃ) চর (তস্থূষঃ) অচরের (স্বাহা) সত্য।

অনুবাদ—হে ঈশ্বর! তুমি বিদ্বান্‌দের মধ্যে অদ্ভূত ও শ্রেষ্ঠ। তুমি মিত্র, বরুণ ও অগ্নি আদি বিদ্বানের চক্ষু, তুমি দ্যুলোক, পৃথ্বী ও অন্তরিক্ষ লোকের ধর্তা এবং চরাচর প্রাণীদের উৎপাদক ও আত্মা। আমরা তোমাকে প্রাপ্ত হইব।

২১৩। ব্রাহ্মণত্ব

ব্রাহ্মণমদ্য বিদেয়ং পিতৃমন্তং পৈতৃ মত্য মৃষি মার্যেয়ং সু-ধাতু-দক্ষিণম্।
অস্মদ্রাতা দেবত্রা গচ্ছত প্রদাতারমাবিশত॥

যজুর্বেদ, ৭/৪৬

শব্দার্থ—(অদ্য ব্রাহ্মণং বিদেয়ম্) আমরা আজ ব্রাহ্মণের সঙ্গ লাভ করিব যিনি (পিতৃমন্তম্) উত্তম পিতা হইতে উৎপন্ন (পৈতৃমত্যম্) যাঁহার পিতামহাদি উত্তম (আর্যেয়ম্) ঋষিদের জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন (ঋষিম্) যিনি মন্ত্রঃ দ্রষ্টা (সু-ধাতু-দক্ষিণম্) যিনি উর্দ্ধরেতা (অস্মৎ-দ্রাতা) আমাদের নিকট হইতে সম্মান লাভ করিয়া (দেব-ত্রা) বিদ্বান্‌দের মধ্যে যিনি (প্র-দাতারম্) বিশেষ দানশীল (গচ্ছত) তাঁহাদের নিকট যাও (আবিশত) এবং প্রবিষ্ট হইয়া থাক।

অনুবাদ—যিনি উত্তম পিতা হইতে উৎপন্ন, যাঁহার পিতামহ উত্তম, ঋষিদের জ্ঞান যিনি লাভ করিয়াছেন, যিনি দিব্য দৃষ্টি যুক্ত এবং উর্দ্ধরেতা সেই ব্রাহ্মণের সঙ্গ আমরা লাভ করিব! যিনি আমাদের সম্মান লাভ করিয়াছেন এবং বিদ্বান্‌দের মধ্যে যিনি দানশীল তাঁহার নিকট যাও এবং মিলিত হও।

২১৪। আয়ুর্যজ্ঞ

আয়ুর্যজ্ঞেন কল্পতাং প্রাণো যজ্ঞেন কল্পতাং চক্ষু র্যজ্ঞেন কল্পতাং।
শোত্রং যজ্ঞেন কল্পতাং পৃষ্ঠং যজ্ঞেন কল্পতাম্।
যজ্ঞে যজ্ঞেন কল্পতাং প্রজাপতেঃ প্রজা অভূম স্বর্দেবা অগন্মামৃতা অভূম॥

যজুর্বেদ, ৯/২১

শব্দার্থ—(আয়ুঃ) জীবন (যজ্ঞেন) ত্যাগ দ্বারা (কল্পতাম্) সামর্থ্য যুক্ত হউক (প্রাণঃ) প্রাণ (চক্ষুঃ) চক্ষু (শ্রোতম্) কর্ণ (পৃষ্ঠম্) পৃষ্ঠ (যজ্ঞঃ) শুভকর্ম (যজ্ঞেন কল্পতাম্) ত্যাগ দ্বারা সামর্থ্য যুক্ত হউক (প্রজাপতেঃ) পরমাত্মার (প্রজাঃ) প্রজা (অভূম) আমরা হইব (দেবাঃ) বিদ্বানেরা (স্বঃ) উত্তমগতি (অগন্ম) প্রাপ্ত হউন (অমৃতাঃ) অমর (অভূম) হউন।

অনুবাদ—আয়ু, প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ, পৃষ্ঠ এবং যজ্ঞ স্বার্থত্যাগ দ্বারা সামর্থ্যযুক্ত হউক। আমরা প্রজাপতির প্রজা। বিদ্বানেরা উত্তমগতি প্রাপ্ত হউন এবং অমরত্ব লাভ করুন।

২১৫। হিরণ্যগর্ভঃ

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥

যজুর্বেদ, ১৩/৪

শব্দার্থ—(হিরণ্যগর্ভঃ) জ্যোতিঃ স্বরূপ (ভূতস্য) উৎপন্ন জগতের (জাতঃ) প্রসিদ্ধ (পতিঃ) স্বামী (একঃ) একই (আসীৎ) ছিলেন, (অগ্রে) পূর্বে (সমবর্ত্তত) বর্তমান ছিলেন (সঃ) তিনি (ইমাম্) এই পৃথিবীকে (উত) এবং (দ্যাম্) দ্যুলোককে (দাধার) ধারণ করিয়া আছেন (কস্মৈ) সুখ স্বরূপ (দেবায়) পরমাত্মাকে (হবিষা) প্রেমের সহিত (বিধেম) পূজা করি।

অনুবাদ—যিনি জ্যোতিঃ স্বরূপ এবং গ্রহ নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীকে গর্ভে স্থান দিয়েছেন, যিনি সমগ্র সৃষ্ট জগতের একমাত্র প্রসিদ্ধ রক্ষক এবং যিনি জগদুৎপত্তির পূর্বেও বর্তমান ছিলেন, তিনিই এই পৃথিবী এবং সূর্য্যাদিকে ধারণ করিয়া আছেন। আমরা সেই সুখস্বরূপ শুদ্ধ পরমাত্মাকে প্রেমের সহিত পূজা করি।

২১৬। তেত্রিশ দেবতা

ত্রয়স্ত্রিং শতাস্তুবত ভূতান্য শাম্যন্ প্রজাপতিঃ।
পরমেষ্ঠ্যধিপতিরাসীৎ লোকং তা ইন্দ্রম্॥

যজুর্বেদ, ১৪/৩১

শব্দার্থ—(ভূতানি আশাম্যন্) যাঁহার প্রভাবে গতিশীল প্রকৃতি শান্ত হয় (প্রজাপতিঃ) যিনি প্রজাপালক (পরমেষ্ঠী) আকাশে ব্যাপক পরমেশ্বর (অধিপতিঃ) অধিষ্ঠাতা (ত্রয়স্ত্রিংশতা) তাঁহার মহাভূতের তেত্রিশ গুণের (অস্তুবত) কীর্ত্তন কর।

অনুবাদ—প্রকৃতির শাসক, প্রজার পালক, সর্বব্যাপক, সর্বাধিপতি পরমাত্মার তেত্রিশ ভৌতিক দেব শক্তির অনুশীলন কর।

শতপথ ব্রাহ্মণ—শতপথ ব্রাহ্মণে যাজ্ঞবল্ক ঋষি শাকল্যকে বলিতেছেন—দেবতা ৩৩টি, ইহারা পরমেশ্বরের মহিমাকে প্রকাশ করিতেছে। ৮ বসু, ১১ রুদ্র, ১২ আদিত্য, ইন্দ্র ও প্রজাপতি এই ৩৩ দেবতা। অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরিক্ষ, আদিত্য, দ্যৌঃ. চন্দ্র ও নক্ষত্র—এই অষ্ট বসু। প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান, উদান, নাগ, কূর্ম, কৃকল, দেবদত্ত, ধনঞ্জয় এই দশ প্রাণ এবং জীবাত্মা একত্রে এই একাদশ রুদ্র। ১২ মাসকে দ্বাদশ আদিত্য বলে। ইন্দ্র অর্থাৎ বিদ্যুৎ প্রজাপতি অর্থাৎ যজ্ঞ বা শুভকর্ম।

২১৭। ইষ্টাপূর্ত্ত

উদ্‌বুধ্যস্বাগ্নে প্রতি জাগৃহি ত্বমিষ্টাপূর্ত্তে সং সৃজেথাময়ং চ।
অস্মিন্ত্স সধস্থে অধ্যুত্তরস্মিন বিশ্বেদেবা যজমানশ্চ সীদত॥

যজুর্বেদ, ১৫/৫৪

শব্দার্থ—(অগ্নে) হে অগ্নি! (উদ্‌বুধ্যস্ব) উঠ (প্রতি জাগৃহি) জাগ্রত হও (ত্বম) তুমি (ইষ্টাপূর্ত্তে) সদনুষ্ঠানকে বা সৎকর্মকে—ইষ্ট=যাগযজ্ঞাদি হইতে উৎপন্ন ফল, পূর্ত্ত=কূপ, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি হইতে উৎপন্ন ফল, (সংসৃজেথাম্) উৎপন্ন কর (অয়ম্) এই যজ্ঞে (অস্মিন্) এই (সধস্থে) যজ্ঞের বেদীতে (চ) এবং (অধ্যুত্তরস্মিন্) দ্বিতীয় বেদীতে বা অন্য আত্মিক যজ্ঞে (বিশ্বে দেবাঃ) সকল দেবগণ বা বিদ্বান্‌গণ (চ) এবং (যজমানাঃ) যজমান বা যজ্ঞকর্ত্তা (সীদত) উপবেশন করুন।

অনুবাদ—হে অগ্নি, উঠ, জাগ। তুমি সদনুষ্ঠানকে উৎপন্ন কর। যজ্ঞের এই বেদীতে এবং দ্বিতীয় বেদীতে যজমান এবং সমস্ত দেবগণ বা বিদ্বানেরা সকলে উপবেশন করুন।

২১৮। শঙ্কর দেব

নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ নমঃ শঙ্করায় চ।

ময়স্করায় চ নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ॥

যজুর্বেদ, ১৬/৪১

শব্দার্থ—(নমঃ) নমস্কার (শম্ভবায়) কল্যাণ দাতাকে (চ) এবং (ময়োভবায়) সুখদাতাকে (চ) এবং (নমঃ) নমস্কার (শঙ্করায়) মঙ্গলময়কে (চ) এবং (ময়স্করায়) সুখস্বরূপকে (চ) এবং (শিবায়) মঙ্গল স্বরূপকে (চ) এবং (শিবতরায়) কল্যাণ স্বরূপকে (চ) এবং।

অনুবাদ—কল্যাণ ও সুখের কারণকে নমস্কার! কল্যাণদাতা ও সুখদাতাকে নমস্কার! কল্যাণময় ও সুখময়কে নমস্কার।

২১৯। ব্যোমযান বা বিমান

বিমান এষ দিবো মধ্য আস্ত আপপ্রিবান্ রোদসী অন্তরিক্ষম্।

সবিশ্বাচী রভি চষ্টে ঘৃতাচীরন্তরা পূর্বমপরং চ কেতুম্॥

যজুর্বেদ, ১৭/৫৯

শব্দার্থ—(দিবঃ মধ্যে) আকাশের মধ্যে (এষঃ বিমানঃ আস্তে) ইহা বিমানের তুল্য বিদ্যমান (রোদসী অন্তরিক্ষম)—দ্যুলোক, পৃথিবী ও অন্তরিক্ষ এই তিন লোক (আপপ্রিবান্) ভালভাবে পরিপূর্ণ হয় (বিশ্বাচীঃ) সম্পূর্ণ বিশ্বে গতিশীল (ঘৃতাচীঃ) মেঘের উপর গতিশীল। ঘৃত-জল অর্থাৎ মেঘ। (সঃ) ব্যোমযানে অধিষ্ঠিত পুরুষ (পূর্ব্বম্) এই লোক (অপরম্ চ) এবং অন্য লোকের (অন্তরা) মধ্যে অবস্থিত (কেতুম্) জ্যোতিকে (অভিচষ্টে) সব দিক হইতে দেখে।

অনুবাদ—আকাশের মধ্যে ইহা বিমান সদৃশ বিদ্যমান। দ্যুলোক, পৃথিবী ও অন্তরিক্ষলোক—এই ত্রিলোকে ইহার অবাধ গতি। ইহা সম্পূর্ণ বিশ্বে গমন করে, মেঘের উপরও বিচরণ করে। বিমানাধিষ্ঠিত পুরুষ এই লোক ও অন্যলোকের মধ্যবর্তী জ্যোতিকে সব দিক হইতেই দেখেন।

২২০। ভিষজ বৈদ্য

দেবা যজ্ঞমতন্বত ভেষজং ভিষজাশ্বিনা।

বাচা সরস্বতী ভিষগিন্দ্রায়েন্দ্রিয়াণি দধতঃ॥

যজুর্বেদ, ১৯/১২

শব্দার্থ—(ইন্দ্রায়) আত্মার জন্য (ইন্দ্রিয়াণি) ইন্দ্রিয়ের (দধতঃ) ধাতা সাধকের (সরস্বতী) বিদ্যা (বাচা) বাণী দ্বারা (ভিষক্) বৈদ্যের কার্য্য করে (দেবাঃ) বিদ্বানেরা (যজ্ঞম্) যজ্ঞের (অতন্বত) বিস্তার করেন (ভিষজা) বৈদ্য (অশ্বিনা) শক্তিদ্বারা (ভেষজম্) চিকিৎসার বিস্তার করেন।

অনুবাদ—আত্মার কল্যাণের জন্য ইন্দ্রিয়ের দমন কর্তা সাধক বিদ্যা ও বাণী দ্বারা বৈদ্যের কার্য্য করেন। বিদ্বানেরা শুভকর্মের প্রচার করেন। বৈদ্য নিজের শক্তিতে চিকিৎসার বিস্তার করেন।

২২১। সত্যলাভ

ব্রতেন দীক্ষামাপ্নোতি দীক্ষয়াপ্নোতি দক্ষিণাম্।

দক্ষিণা শ্রদ্ধামাপ্নোতি শ্রদ্ধয়া সত্যমাপ্যতে॥

যজুর্বেদ, ১৯/৩০

শব্দার্থ—(ব্রতেন) ব্রত দ্বারা (দীক্ষাম্) দীক্ষাকে (আপ্নোতি) প্রাপ্ত হয় (দীক্ষয়া) দীক্ষা দ্বারা (দক্ষিণাম্) দক্ষিণাকে (আপ্নোতি) প্রাপ্ত হয় (দক্ষিণা শ্রদ্ধাং আপ্নোতি) দক্ষিণা শ্রদ্ধা প্রাপ্ত হয় (শ্রদ্ধয়া সত্যং আপ্যতে)—শ্রদ্ধা দ্বারা সত্য লাভ হয়।

অনুবাদ—ব্রত দ্বারা সাধক দীক্ষা লাভ করে এবং দীক্ষা দ্বারা দক্ষিণা লাভ করে। দক্ষিণা দ্বারা শ্রদ্ধা লাভ হয় এবং শ্রদ্ধায় সত্য লাভ হয়।

২২২। তাঁত

সীসেন তন্ত্রং মনসা মনীষিণ ঊর্নাসূত্রেণ কবয়ো বয়ন্তি।

অশ্বিনা যজ্ঞং সবিতা সরস্বতীন্দ্রস্য রূপং বরুণো ভিষজ্যন্॥

যজুর্বেদ, ১৯/৮০

শব্দার্থ—(কবয় মনীষিণঃ) বিদ্বান্ মননশীলেরা (মনসা) মনন শক্তি দ্বারা (সীসেন তন্ত্রম্) সীসক নির্মিত তাঁত স্থাপন করিয়া (ঊর্ণা সূত্রেন) ঊর্ণা সূত্র দ্বারা (বয়ন্তি) বস্ত্র বয়ন করেন (সবিতা) জ্ঞানবান পুরুষ (সরস্বতী) জ্ঞানবতী স্ত্রী (অশ্বিনা) সৎবিদ্যার শিক্ষক ও উপদেষ্টা (যজ্ঞম্) যজ্ঞ সম্পাদন করেন (ভিষজ্যন্) চিকিৎসা করিতে ইচ্ছুক (বরুণঃ) শ্রেষ্ঠ পুরুষ (ইন্দ্রস্য) পরমৈশ্বর্য্যের (রূপম) স্বরূপ বিধান করেন।

অনুবাদ—বিদ্বান্ মননশীলেরা মনন শক্তি দ্বারা সীসক নির্মিত তাঁত স্থাপন করিয়া ঊনা সূত্র দ্বারা বস্ত্রবয়ন করেন। জ্ঞানবান্ পুরুষ, জ্ঞানবতী স্ত্রী, সৎ বিদ্যার শিক্ষক ও উপদেষ্টা যজ্ঞ সম্পাদন করেন। চিকিৎসার জন্য শ্রেষ্ঠ পুরুষ পরমৈশ্বর্য্যের বিধান করেন।

২২৩। ব্রহ্ম ও ক্ষত্র

যত্র ব্রহ্মচ ক্ষত্রংচ সম্যঞ্চৌ চরতঃ সহ।
তং লোকং পুণ্যং প্রজ্ঞেয়ং যত্রদেবাঃ সহাগ্নিনা॥

যজুর্বেদ, ২০/২৫

শব্দার্থ—(যত্র) যেস্থানে (ব্রহ্মচ) জ্ঞানী এবং (ক্ষত্রং চ) বীর পুরুষেরা (সমঞ্চৌ) মিলিয়া (সহ) একসঙ্গে (চরতঃ) বাস করেন (যত্র) যেখানে (দেবঃ) বিদ্বানেরা (অগ্নিনা) তেজের (সহ) সঙ্গে থাকেন (তম্) সেই (লোকম্) দেশকে (পুণ্যম্) পুণ্য এবং (প্রজ্ঞেয়ম্) জ্ঞানময় জানিবে।

অনুবাদ—যেখানে জ্ঞানীরা এবং বীর পুরুষেরা একসঙ্গে বাস করিয়া থাকেন, যেখানে বিদ্বানেরা তেজের সঙ্গে থাকেন সেই দেশকে পুণ্য ও জ্ঞানময় জানিবে।

২২৪। মাতৃভূমি, মাতৃভাষা, মাতৃসভ্যতা

তিস্রো দেবীর্হবিষা বর্দ্ধমানা ইন্দ্রং জুষাণা জনয়ো ন পত্নীঃ।
অচ্ছিন্নং তং তুং পয়সা সরস্বতীডা দেবী ভারতী বিশ্বতূর্ত্তীঃ॥

যজুর্বেদ, ২০/৪৩

শব্দার্থ—(বিশ্বতুর্তীঃ) সর্বপ্রকারে সমর্থ (দেবী ভারতী) মাতৃভূমি দেবী (ইড়া) মাতৃভাষা (সরস্বতী) মাতৃসভ্যতা (তিস্রঃ বর্ধমানাঃ দেবীঃ) তিন বর্দ্ধনশীলা দেবী (জনয়ঃ পত্নীঃ ন) সন্তানোৎপাদনকারিণী পত্নীর সমান (পয়সা হবিষা) দুগ্ধ ও হবন দ্বারা (ইন্দ্রং জুষানা) পরমাত্মার পূজা করিয়া (অচ্ছিন্নং তন্তম্) অচ্ছেদ্য সূত্র রচনা করে।

অনুবাদ—মাতৃভূমি, মাতৃভাষা ও মাতৃসভ্যতা এই তিন শক্তিময়ী দেবী সন্তানবতী পত্নীর ন্যায় দুগ্ধ ও হবন দ্বারা প্রভু পরমাত্মার পূজা করে এবং অচ্ছেদ্য সূত্র রচনা করে।

২২৫। আদর্শ রাষ্ট্র

আ ব্রহ্মন্ ব্রাহ্মণো ব্রহ্ম বর্চসী জায়তাম,
আ রাষ্ট্রে রাজন্যঃ শূর হইষব্যোঽতিব্যাধী মহারথো জায়তাম্,
দোগ্ধ্রী ধেনুর্বোঢ়ানড়্বানাশুঃ সপ্তিঃ পুরন্ধির্যোষা,
জিষ্ণু রথেষ্টাঃ সভেয়ো যুবাস্য যজমানস্য বীরো জায়তাম্,
নিকামে নিকামে নঃ পর্জন্যো বর্ষতু,
ফলবত্যো নত্তষধয়ঃ পচ্যন্তাং, যোগাক্ষেমো নঃ কল্পতাম্।

যজুর্বেদ, ২২/২২

শব্দার্থ—(ব্রহ্মন্) হে প্রভু! (রাষ্ট্রে) রাষ্ট্রে (ব্রহ্মবর্চসী) তেজস্বী (ব্রাহ্মণঃ) ব্রাহ্মণ (আ-জায়তাম্) উৎপন্ন হউক (ইষব্যঃ) শস্ত্রাস্ত্র বিদ্যায় নিপুণ (অতিব্যাধী) দুষ্টের দমন কর্তা (মহারথঃ) মহাবলবান্ (শূরঃ)নির্ভয় (রাজন্যঃ) ক্ষত্রিয় (আ-জায়তাম্) উৎপন্ন হউক (দোগ্ধী) দুগ্ধবতী (ধেনুঃ) ধেনু (বোঢা) ভারবাহী (অনড়্বান্) বৃষ (আশুঃ) শীঘ্রগামী (সপ্তিঃ) অশ্ব (পুরন্ধিঃ) গৃহকর্ম কুশল (যোষা) স্ত্রী (রথেষ্টাঃ) মহারথী (জিষ্ণুঃ) শত্রু জয়ী (সভেয়ঃ) সভ্য পুরুষ (যুবা) যুবক (আ-জায়তাম্) উৎপন্ন হউক (অস্য যজমানস্য) এই যজমানের গৃহে (বীরঃ) বীর (নঃ) আমাদের (নিকামে নিকামে) আবশ্যক সময়ে (পর্জন্যঃ) মেঘ (বর্ষতু) বর্ষণ করুক (ওষধয়ঃ) ওষধি (ফলবত্যঃ) ফলশালী (নঃ) আমাদের জন্য

(পচ্যন্তাম্) পরিপক্ক হউক (যোগক্ষেমঃ) আবশ্যকীয় পদার্থ প্রাপ্তির জন্য (নঃ) আমাদের (কল্পতাম্) ব্যবস্থা করুন।

অনুবাদ—হে প্রভু! এই বৃহৎ রাষ্ট্রে তেজস্বী বেদবিৎ ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হউক, শস্ত্রাস্ত্র বিদ্যা নিপুণ, দুষ্টের দমন কর্তা, মহাবলবান, নির্ভয় এবং বীর ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হউক, দুগ্ধবতী ধেনু, ভারবাহী বৃষ, দ্রুতগামী অশ্ব, গৃহকর্ম কুশলারমণী, মহারথী শত্রু বিজেতা পুরুষ উৎপন্ন হউক। যজমানের গৃহ বীর পুত্রে পরিপূর্ণ হউক, আবশ্যক হইলে মেঘ বর্ষণ করুক আমাদের জন্য ফলশালী ওষধি পরিপক্ক হউক এবং আবশ্যকীয় পদার্থ প্রাপ্তির ব্যবস্থা হউক।

২২৬। ঈশ্বর

যঃ প্রাণতো নিনিষতো মহিত্বৈক ইদ্রাজা জগতো বভূব।
য ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥

যজুর্বেদ, ২৩/৩

শব্দার্থ—(যঃ) যিনি (প্রাণতঃ) প্রাণী (নিমিষতঃ) অপ্রাণী (জগতঃ) জগতের (মহিত্বা) মহিমা দ্বারা (একঃ) এক (ইহ) ই (রাজা) রাজা বভূব) হইয়াছেন (যঃ) যিনি (অস্য) এই (দ্বিপদঃ) দ্বিপদ (চতুষ্পদঃ) চতুষ্পদকে (ঈশে) শাসন করেন (কস্মৈ) সুখস্বরূপ (দেবায়) পরমাত্মাকে (হবিষা) মনের দ্বারা (বিধেম) উপাসনা করি।

অনুবাদ—নিজের মহিমাবলে যিনি চেতন ও জড় জগতের রাজা, যিনি দ্বিপদ ও চতুষ্পদ প্রাণীর উপর শাসন করিতেছেন, সেই আনন্দ স্বরূপ পরমাত্মাকে আমরা মনের দ্বারা উপাসনা করি।

২২৭। অজ প্রকৃতি

অজারে পিশঙ্গিলা শ্বাবিৎ কুরুপিশঙ্গিলা।
শশ আস্কন্দমর্ষত্যহিঃ পন্থাং বিসর্পতি॥

যজুর্বেদ, ২৩/৫৬

শব্দার্থ—(অজা) জন্মরহিতা প্রকৃতি (অরে) হে মনুষ্য! (পিশঙ্গিলা) প্রলয়কালে কার্য্যকে কারণরূপে লীন করে (শ্বাবিৎ) বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া (কুরুপিশঙ্গিলা) কার্য্যকে প্রকট করে (শশঃ) জ্ঞানী পুরুষ (আস্কন্দম্) প্রকৃতির পদার্থ হইতে (অর্ষতি) উল্লম্ফন করে (অহিঃ) সর্পবৎ কুটিল মনুষ্য (পন্থাম্) জন্ম মৃত্যুর পথে (বি) বিবিধরূপে (সর্পতি) বিচরণ করে।

অনুবাদ—হে মনুষ্য! জন্মরহিত প্রকৃতি প্রলয়কালে নিজের রূপকে সম্বরণ করে এবং সংসাররূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া রূপকে প্রকট করে। জ্ঞানী প্রকৃতির বন্ধনকে অতিক্রম করেন, কিন্তু কুটিল স্বভাব পুরুষ জন্ম মৃত্যুর পথে নানাভাবে বিচরণ করে।

২২৮। আত্মদা

য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ।
যস্য চ্ছায়াঽমৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥

যজুর্বেদ, ২৫/১৩

শব্দার্থ—(যঃ) যিনি (আত্মদা) আত্মজ্ঞানের দাতা (বলদা) বলদাতা (যস্য) যাঁহার (প্রশিষম্) আজ্ঞাকে (বিশ্বে) সব (দেবাঃ) দেবগণ (উপাসতে) পালন করিতেছেন (যস্য) যাঁহার (ছায়া) আশ্রয় (অমৃতম্) মোক্ষদায়ক (যস্য) যাঁহার (মৃত্যুঃ) মৃত্যু (কস্মৈ) সুখস্বরূপ (দেবায়) পরমাত্মাকে (হবিষা) অন্তঃকরণ দ্বারা (বিধেম) পূজা করি।

অনুবাদ—যিনি আত্মজ্ঞানের ও শক্তির দাতা, সমগ্র মনুষ্য ও সূর্য্যাদি দেবতা যাঁহার আজ্ঞাকে পালন করিতেছেন, যাঁহার আশ্রয় মোক্ষদায়ক এবং যাঁহার উপাসনা না করা মৃত্যু আদি দুঃখের হেতু, আমরা সেই সুখস্বরূপ পরমাত্মাকে অন্তঃকরণ দ্বারা উপাসনা করি।

২২৯। ভ্রান্তিহীন

আ নো ভদ্রাঃ ক্রতবো যন্ত বিশ্বতোঽদব্ধাসো অপরীতাস উদ্ভিদঃ।
দেবা নো যথা সদমিদ্‌বৃধে অসন্ন প্রায়ুবো রক্ষিতারো দিবে দিবে॥

যজুর্বেদ, ২৫/১৪

শব্দার্থ—(ভদ্রাঃ) সেবন যোগ্য (অদব্ধাসঃ) ছলনা রহিত (অপরি-ইতাসঃ) আক্রান্ত না হইয়া (উদ্-ভিদঃ) উর্দ্ধগতিশীল (ক্রতবঃ) কর্মসমূহ (বিশ্বতঃ) সব দিক হইতে (নঃ) আমাদিগকে (আ-যন্ত) প্রাপ্ত হউক (যথা) যাহাতে (সদং-ইৎ) সব সময়েই (অপ্রায়ুবঃ) ভ্রান্তিহীন, (রক্ষিতারঃ) রক্ষক (দেবাঃ) বিদ্বান্ (দিবে-দিবে) প্রতিদিন (নঃ) আমাদের (বৃধে) বৃদ্ধি (অসন্) থাকুন।

অনুবাদ—সেবন যোগ্য, ছলনা শূন্য, অজেয়, ক্রমোন্নতিশীল কর্মকে আমরা যেন সব দিক হইতে প্রাপ্ত হই। ভ্রান্তিহীন রক্ষক বিদ্বানেরা সর্বদাই আমাদের উন্নতি বিধান করুন।

২৩০। সখ্যতা

দেবানাং ভদ্রা সুমতি ঋজূয়তাং দেবানাং রাতিরভি নো নিবর্ত্ততাম্।
দেবানাং সখ্যমুপ সেদিমা বয়ং দেবা ন আয়ুঃ প্রতিরন্তু জীবসে॥

যজুর্বেদ, ২৫/১৫

শব্দার্থ—(ঋজূয়তাম্) সরলতা প্রার্থী (দেবানাম্) বিদ্বানদের (ভদ্রা) কল্যাণকারিণী (সু-মতিঃ) সুবুদ্ধি (রাতিঃ) দান বৃত্তি (নঃ) আমাদের (অভি) দিকে (নি-বর্ত্ততাম্) ভালভাবে বর্তমান থাকুক (বয়ম্) আমরা (দেবানাম্) বিদ্বান্‌দের সঙ্গে (সখ্যম্) মিত্রতাকে (উপ-সেদিম) প্রাপ্ত হই (দেবাঃ) বিদ্বানেরা (নঃ) আমাদের (আয়ুঃ) আয়ুকে (জীবসে) জীবন ধারণের জন্য (প্রতিরন্তু) বৃদ্ধি করুন

অনুবাদ—সরলতার প্রয়াসী বিদ্বান্‌দের কল্যাণকারিণী শুভ বুদ্ধি এবং তাঁহাদের দান-বৃত্তি আমাদের প্রতি ভালভাবে নিয়োজিত থাকুক। আমরা বিদ্বান্‌দের সঙ্গে মিত্রতা লাভ করি। বিদ্বানেরা জীবন ধারণের জন্য আমাদের আয়ুকে বৃদ্ধি করুন।

২৩১। পূষা

তমীশানং জগতস্তস্থুষস্পতিং ধিয়ং জিন্বমবসেহূমহে বয়ম্।
পূষা নো যথা বেদসাম সদ্‌বৃধে রক্ষিতা পায়ুরদব্ধঃ স্বস্তয়ে॥

যজুর্বেদ, ২৫/১৮

শব্দার্থ—(বয়ম্) আমরা (তম্) সেই (জগতঃ) চর (তস্থুষঃ) অচর ব্রহ্মাণ্ডের (পতিম্) স্বামী (ধিয়ং-জিন্বম্) বুদ্ধির প্রেরণা দাতা (ঈশানম্) জগদীশ্বরকে (হূমহে) আহ্বান করিতেছি (যথা) যাহাতে (পূষা) সৃষ্টিকর্তা (রক্ষিতা) রক্ষক (পায়ুঃ) পালক (অদব্ধঃ) অবিনাশী (বেদসাম্) জ্ঞানকে (বৃধে) বৃদ্ধির জন্য (অসৎ) সহায়ক হন।

অনুবাদ—আমরা সেই চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী, বুদ্ধির প্রেরণা দাতা জগদীশ্বরকে পূজা করি। সেই পুষ্টিদাতা, রক্ষক পালক, অবিনাশী প্রভু আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধির সহায়ক রূপেই থাকুন।

২৩২। শান্তিদান

অহানি শং ভবন্তু নঃ শংরাত্রীঃ প্রতি ধীয়তাম্।
শং ন ইন্দ্রাগ্নী ভবতাম বোভিঃ শং ন ইন্দ্রাবরুণা রাত হব্যা।
শং ন ইন্দ্রাপূষনা বাজসাতৌ শমিন্দ্রাসোমা সুবিতায় শং যোঃ।

যজুর্বেদ, ২৬/১১

শব্দার্থ—(নঃ) আমাদের জন্য (অহানি) দিন (শম্) কল্যাণকারী (ভবন্তু) হউক (নঃ) আমাদের জন্য (রাত্রীঃ) রাত্রিতে (শম্) সুখ (প্রতি ধীয়তাম) ধারণ করুক (নঃ) আমাদের জন্য (ইন্দ্রাগ্নী) ঐশ্বর্য্যময় অগ্রণী প্রভু (অবোভিঃ) রক্ষা দ্বারা (শম্) সুখদায়ক (ভবতাম্) হউন (রাতহব্যা) অন্নদাতা (ইন্দ্রাবরুণা) ঐশ্বর্য্যময় বরণীয় প্রভু (নঃ) আমাদিগকে (শম্) কল্যাণ দান করুক (বাজসাতৌ) যুদ্ধাদিতে (ইন্দ্রাপূষণা) ঐশ্বর্য্যময় পুষ্টিদাতা (নঃ) আমাদিগকে (শম্) শান্তিদান করুক (সু-ইতায়) উৎকৃষ্ট জীবনের জন্য (ইন্দ্রা-সোমা) ঐশ্বর্য্যময় মোক্ষদাতা (শম্) শান্তি ও (যোঃ) অভয় দান করুন।

অনুবাদ—আমাদের জন্য দিন সুখদায়ক হউক, রাত্রি কল্যাণকারী হউক। ঐশ্বর্য্যময় অগ্রণী প্রভু রক্ষা দ্বারা সুখদায়ক হউন। অন্নদাতা ঐশ্বর্য্যময় বরেণ্য প্রভু আমাদিগকে শান্তি দান করুন। ঐশ্বর্য্যময় পুষ্টিদাতা প্রভু যুদ্ধাদিতে আমাদের শান্তি বিধান করুন। ঐশ্বর্য্যময় মোক্ষদাতা প্রভু উৎকৃষ্ট জীবনের জন্য শান্তি ও অভয় দান করুন।

২৩৩। বিপ্র

উপহ্বরে গিরীণাং সংগমে চ নদীনাম্।
ধিয়া বিপ্রো অজাত॥

যজুর্বেদ, ২৬/১৫

শব্দার্থ—(গিরীনাম্) পর্বতের (উপহ্বরে) নির্জন স্থানে (চ) এবং (নদীনাম্) নদীর (সংগমে) সঙ্গমে (ধিয়া) ধ্যান দ্বারা (বিপ্রঃ) মেধাবী (অজায়ত) হয়।

অনুবাদ—পর্বত গহ্বরে ও নদীসঙ্গমে মনুষ্য ধ্যানযোগ দ্বারা বিপ্রত্ব লাভ করে।

২৩৪। বাচস্পতি

দেব সবিতঃ প্রসুব যজ্ঞং প্রসুব যজ্ঞপতিং ভগায়।
দিব্যোগন্ধর্বঃ কেতপূঃ কেতং নঃ পুনাতু বাচস্পতির্বাচং ন স্বদতু॥

যজুর্বেদ, ৩০/১

শব্দার্থ—(দেব) জ্ঞান স্বরূপ (সবিতঃ) উৎপাদক (প্রসুব) উৎপন্ন কর (যজ্ঞম্) যজ্ঞকে (যজ্ঞপতিম্) যজ্ঞ কর্তাকে (প্রসুব) উৎপন্নকর (ভগায়) ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তির জন্য (দিব্যঃ) শুদ্ধ (গন্ধর্বঃ) পৃথিবীর ধর্ত্তা (কেতপূঃ) বুদ্ধির পাবক (কেতম) বুদ্ধিকে (নঃ) আমাদের (পুনাতু) পবিত্র করুক (বাচস্পতিঃ) বাণীর ঈশ্বর (বাচম্) বাণীকে (নঃ) আমাদের (স্বদতু) মধুর করুক।

অনুবাদ—হে জ্ঞানস্বরূপ, স্রষ্টা! যজ্ঞকে উৎপাদন কর, যজ্ঞকর্ত্তাকে উৎপাদন কর। ঐশ্বর্য্যের জন্য পৃথিবীর ধর্তা, বুদ্ধির পাবক, শুদ্ধ পরমাত্মন্! আমাদের

বুদ্ধিকে পবিত্র করুন। বাণীর অধিপতি পরব্রহ্ম আমাদের বাণীকে মধুর করুন।

২৩৫। সবিতা

বিশ্বানি দেব সবিতঃ দুরিতানি পরাসুব।
যদ্ভদ্রন্তন্ন আসুব॥

যজুর্বেদ, ৩০/৩

শব্দার্থ—হে (সবিতঃ) জগতের উৎপাদক (দেব) সুখদাতা পরমেশ্বর (নঃ) আমাদের (বিশ্বানি) সব (দুরিতানি) দুর্গুণ (পরাসুব) দূর কর (যৎ) যাহা (ভদ্রম্) কল্যাণকর (তৎ) তাহা (আ, সুব) দান কর।

অনুবাদ—হে জগতের উৎপত্তি কর্তা সুখদাতা পরমেশ্বর! তুমি আমাদের দুঃখ ও দুর্গুণ সমূহকে দূর করিয়া যাহা শুভ, তাহাই প্রদান কর।

২৩৬। জগন্মঙ্গল

ব্রহ্মণে ব্রাহ্মণং ক্ষত্রায় রাজন্যং মরুদ্ভ্যো বৈশ্যং
তপসে শূদ্রং তমসে তস্করং নারকায় বীরহণম্।
পাপ্ মনে ক্লীবমাক্রয়ায়া অযোগূং কামায়
পুংশ্চলূমতি কুষ্টায় মাগধম্॥

যজুর্বেদ, ৩০/৫

শব্দার্থ—(ব্রহ্মণে) বেদ প্রচারের জন্য (ব্রাহ্মণম্) ব্রাহ্মণকে (ক্ষত্রায়) রাজ্য পালনের জন্য (রাজন্যম্) ক্ষত্রিয়কে (মরুদ্ভ্যঃ) পশু আদি প্রজার জন্য (বৈশ্যম্) বৈশ্যকে (তপসে) কঠোর কার্য্যের জন্য (শূদ্রম্) শূদ্রকে উৎপন্ন কর (তমসে) অন্ধকারে প্রবৃত্ত (তস্করম্) চোরকে (নারকায়) দুঃখ বন্ধনে আবদ্ধ (বীরহনম্) বীরহন্তাকে (পাপ্মনে) পাপকর্মে আসক্ত (ক্লীবম্) ক্লীবকে (আক্রয়ায়) হিংসা পরায়ন (অযোগূম্) অস্ত্রধারীকে (কামায়) কামার্তা (পুংশ্চলূম্) পুরুষে আসক্ত ব্যাভিচারিণীকে (অতিক্রুষ্টায়) নিন্দুক (মাগধম্) ভাটকে দূর কর।

অনুবাদ—হে পরমাত্মন্! এই জগতে তুমি বেদ প্রচারের জন্য ব্রাহ্মণকে, রাজ্য পালনের জন্য ক্ষত্রিয়কে, পশু আদি প্রজা রক্ষার জন্য বৈশ্যকে এবং কঠোর পরিশ্রমের জন্য শূদ্রকে উৎপন্ন কর। অন্ধকারে পাপকর্মে লিপ্ত চোরকে, দুঃখবন্ধনে আবদ্ধ বীরহন্তাদিগকে, পাপে আসক্ত নপুংসককে, হিংসা পরায়ণ অস্ত্রধারীকে, কামার্তা ব্যাভিচারিণী স্ত্রীকে এবং নিন্দুক ভাটকে দূরে অপসারণ কর।

২৩৭। সূত, রথকার, সূত্রধর

নৃত্তায় সূতং গীতায় শৈলুষং ধর্মায় সভাচরং
নরিষ্ঠায়ৈ ভীমলং নর্মায় রেভং হসায় কারিং
আনন্দায় স্ত্রীষখং প্রমদে কুমারীপুত্রং
মেধায়ৈ রথকারং ধৈর্য্যায় তক্ষাণম্॥

যজুর্বেদ, ৩০/৬

শব্দার্থ—(নৃত্তায়) নৃত্যের জন্য (সূতম্) নর্ত্তককে (গীতায়) গানের জন্য (শৈলূষম্) গায়ককে (ধর্মায়) ধর্মরক্ষার জন্য (সভাচরম্) সভাপতিকে (নর্মায়) কোমলতার জন্য (রেভম্) স্তুতি পাঠককে (আনন্দায়) আনন্দ লাভের জন্য (স্ত্রীষখম্) স্ত্রীব্রত পতিকে (মেধায়ৈ) বুদ্ধির জন্য (রথকারম্) রথ নির্মাতাকে (ধৈর্য্যায়) ধৈর্য্যের জন্য (তক্ষাণম) শিল্পী সূত্রধরকে উৎপন্ন কর (নরিষ্ঠায়ৈ) অতি দুষ্ট জন সমূহে আসক্ত (ভীমলম্) ভয়ঙ্কর বিষয়ী (হসায়) হাস্যে প্রবৃত্ত (কারিম্) উপহাস কর্তাকে (প্রমদে) প্রমাদে প্রবৃত্ত (কুমারী পুত্রম্) বিবাহের পূর্বে কুমারীর ব্যভিচারোৎপন্ন পুত্রকে দূর কর।

অনুবাদ—হে পরমাত্মন্! তুমি নৃত্যের জন্য সূতকে, গানের জন্য গায়ককে, ধর্মরক্ষার জন্য সভাপতিকে, কোমলতার জন্য স্তুতি পাঠককে, আনন্দ ভোগের জন্য স্ত্রী ব্রত পতিকে, বুদ্ধির জন্য রথকারকে এবং ধৈর্য্যের জন্য শিল্পী সূত্রধরকে উৎপন্ন কর। অতি দুষ্ট জনসমূহের মধ্যে প্রবৃত্ত অত্যন্ত বিষয়ী পুরুষ ভীমলকে, হাস্যের জন্য উপহাস কর্তাকারিকে এবং প্রমাদে প্রবৃত্ত কুমারীর ব্যাভিচারোৎপন্ন পুত্রকে দূর কর।

২৩৮। কুম্ভকার, কর্মকার, মণিকার

তপসে কৌলালং মায়ায়ৈ কর্মারং রূপায় মণিকারং
শুভে বপং শরব্যায়া ইষুকারং হেত্যৈ ধনুষ্কারং
কর্মণে জ্যাকারং দিষ্টায় রজ্জু সর্জং
মৃত্যবে মৃগয়ুমন্তকায় শ্বনিনম্॥

যজুর্বেদ, ৩০/৭

শব্দার্থ—(তপসে) রন্ধনের পাত্রের জন্য (কৌলালম্) কুম্ভকার পুত্রকে (মায়ায়ৈ) বুদ্ধি বৃদ্ধির জন্য (কর্ম্মারম্) শিল্পী কর্মকারকে (রূপায়) সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য (মণিকারম্) মণিকারকে (শুভে) শুভ আচরণের জন্য (বপম্) বিদ্যাদি শুভগুণের বপন কর্তা বিপ্রকে (শরব্যায়ৈ) শর নির্মাণের জন্য (ইষুকারম্) বানকর্ত্তাকে (হেত্যৈ) বজ্রাদি শস্ত্র নির্মাণের জন্য (ধনুষ্কারম্) ধনুষ্কর্তাকে (কর্মনে) কার্য্যের জন্য (জ্যাকারম্) জ্যা নির্মাতা (দিষ্টায়) বিশেষ রচনার জন্য (রজ্জুসর্জম্) রজ্জুনির্মাতাকে উৎপন্ন কর (মৃত্যবে) হত্যার জন্য প্রবৃত্ত (মৃগয়ুম্) ব্যাধকে (অন্তকায়) শেষ করিতে প্রবৃত্ত (শ্বনিনম্) কুকুর পালককে দূর কর।

অনুবাদ—হে পরমাত্মন্! তুমি রন্ধন পাত্রের জন্য কুম্ভকারকে, বুদ্ধি বৃদ্ধির জন্য শিল্পী কর্মকারকে, সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য মণিকারকে, শুভ আচরণের জন্য বিপ্রকে, শরনির্মাণের জন্য বাণকর্তাকে, বজ্রাদি শস্ত্রনির্মাণের জন্য ধনুষ্কারকে, জ্যা নির্মাণের জন্য জ্যাকারকে এবং বিশেষ অভিজ্ঞতার জন্য রজ্জু নির্মাতাকে উৎপন্ন কর। হত্যার জন্য উদ্যত ব্যাধকে এবং কুকুর ভোজনার্থে কুকুর পালক শ্বনীকে দূর কর।

২৩৯। সহস্রশীর্ষা পুরুষ

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং সর্বত স্পৃত্বাহত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥

যজুর্বেদ, ৩১/১

শব্দার্থ—(সহস্রশীর্ষা) সহস্র সহস্র অর্থাৎ অসংখ্য মস্তক যুক্ত (পুরুষঃ) সর্বত্র পরিপূর্ণ ব্যাপক পরমেশ্বর (সহস্রাক্ষঃ) অসংখ্য নেত্রযুক্ত (সহস্রপাৎ) অসংখ্য পদযুক্ত (সঃ) তিনি (ভূমিম্) জগৎকে (সর্ব্বতঃ) সবদিকে (পৃত্বা) ব্যাপ্ত করিয়া (অতি, অতিষ্ঠৎ) অতিক্রম করিয়া অবস্থান করেন (দশাঙ্গুলম) পঞ্চ স্থূল ভূত ও সূক্ষ্ম ভূতের অবয়ব যুক্ত।

অনুবাদ—যাঁহার মস্তক অসংখ্য, নেত্র অসংখ্য, পদ অসংখ্য তিনিই পরমাত্মা। তিনি বিশ্বের সর্বত্র ব্যাপক হইয়া ও জীবদেহে নাভির দশাঙ্গুল ঊর্ধ্বে হৃদয়মধ্যে অবস্থান করিতেছেন।

২৪০। চতুষ্পাদ

পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যম্।
পাদোঽস্য সর্বা ভূতানি ত্রিপাদ স্যামৃতন্দিবি॥

যজুর্বেদ, ৩১/২-৩

শব্দার্থ—(পুরুষ) পুরুষ (এব) ই (ইদম্) এই (সর্বম্) সব (যৎ) যাহা (ভূতম্) উৎপন্ন হইয়াছিল (যৎ) যাহা (চ) এবং (ভাব্যম্) উৎপন্ন হইবে (পাদঃ) চতুর্থাংশ (অস্য) ইহার (সর্ব্বা) সমস্ত (ভূতানি) উৎপন্ন জগৎ (ত্রিপাদ্) তিন-চতুর্থাংশ (অস্য) ইহার (অমৃত) অমৃতরূপ (দিবি) জ্যোতি স্বরূপে।

অনুবাদ—যে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছিল, যে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে এবং যে জগৎ উৎপন্ন হইবে সকলেতেই সেই পুরুষ। সমস্ত উৎপন্ন জগৎ ও প্রাণী তাঁহার এক চরণ, তাঁহার তিন চরণ স্বীয় জ্যোতি স্বরূপে বিনাশ রহিত অমৃত রূপে অবস্থিত।

২৪১। তিন অংশ

ত্রিপাদূর্দ্ধঃ উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ।
ততো বিশ্বঙ্ ব্যক্রামৎ সাশনান শনে অভি॥

যজুর্বেদ, ৩১/৪

শব্দার্থ—(ত্রিপাৎ) তিন অংশ যুক্ত (উর্দ্ধঃ) সংসার হইতে পৃথক (উৎ, ঐৎ) উদয়কে প্রাপ্ত হয় (পুরুষঃ) পরমেশ্বর (পাদঃ) এক অংশ (অস্য) এই পরমাত্মার (ইহ) এই জগতে (অভব্য) হয় (পুনঃ) বারবার (ততঃ) তারপর (বিশ্বঙ্) সর্বত্র অবস্থান করিয়া (বি, অক্রামৎ) বিশেষভাবে আচ্ছাদন করে (সাশনানশনে) ভক্ষক চেতন ও অভক্ষক জড় এই উভয়ের (অভি) প্রতি।

অনুবাদ—পরমাত্মা কার্য্য-জগৎ হইতে পৃথক থাকিয়াও তিন অংশে প্রকাশিত হইয়াছেন। তাঁহার এক অংশের সামর্থ্য দ্বারা তিনি সব জগৎকে বারবার রচনা করেন এবং জড় ও চেতন জগতে ব্যাপক হইয়া অবস্থান করিতেছেন।

২৪২। চতুবর্ণের উৎপত্তি

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥

যজুর্বেদ, ৩১/১১

শব্দার্থ—(ব্রাহ্মণঃ) ব্রাহ্মণ (অস্য) এই ভগবান্ ব্রহ্মার (মুখম্ আসীৎ) মুখ হইতে উৎপন্ন হইলেন (রাজন্যঃ) ক্ষত্রিয় (বাহূ কৃতঃ) বাহুদ্বয় হইতে উৎপন্ন হইলেন (যৎ বৈশ্যঃ) যে বৈশ্য (তদ্ অস্য উরূ) সে ব্রহ্মার উরুদ্বয় হইতে উৎপন্ন হইল (পদ্ভ্যাম্) পাদদ্বয় হইতে (শূদ্রঃ) শূদ্র (অজায়ত) উৎপন্ন হইল।

অনুবাদ—সেই সৃষ্টিকর্তা ভগবান্ ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয় হইতে ক্ষত্রিয়, উরুদ্বয় হইতে বৈশ্য এবং পাদদ্বয় হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইল।

ভাবার্থ—যাঁহারা মস্তিষ্ক বা বুদ্ধি বল দ্বারা সমাজ সেবা করেন তাঁহারা ব্রাহ্মণ, যাঁহারা বাহুবল দ্বারা সমাজসেবা করেন তাঁহারা ক্ষত্রিয়, যাঁহারা কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য দ্বারা সমাজের পুষ্টিসাধন করেন তাঁহারা বৈশ্য এবং যাঁহারা সমাজের পাদ, ভিত্তি বা আশ্রয় স্বরূপ তাঁহারা শূদ্র।

২৪৩। ধৃত

অদ্ভ্যঃ সম্ভৃতঃ পৃথিব্যৈ রসাচ্চ বিশ্বকর্মণঃ সমবর্ত্ততাগ্রে।
তস্য ত্বস্টা বিদধদ্রূপমেতি তন্মর্ত্যস্য দেবত্বমাজান মগ্রে॥

যজুর্বেদ, ৩১/১৭

শব্দার্থ—(অদ্ভ্যঃ) জলরাশি (সম্ভৃতঃ) সম্যক্ পুষ্ট (পৃথিব্যৈঃ) পৃথিবী (রসাৎ) রসদ্বারা (চ) এবং (বিশ্বকর্ম্মণঃ) যাঁহার আশ্রয়ে সব কার্য্য সম্পন্ন হয়, সেই সূর্য্য হইতে (সম্, অবর্ত্তত) বর্তমান থাকেন (তস্য) জগতের (ত্বষ্টা) সূক্ষ্ম করেন, এমন পরমাত্মা (বিদধৎ) বিধান করিয়া (রূপম্) স্বরূপকে (এতি) প্রাপ্ত হয় (তৎ) সেই (মর্তাস্য) মনুষ্যের (দেবত্বম্) বিদ্যত্তাকে (অজানম্) কর্ত্তব্য কর্মকে (অগে) আদিতে)।

অনুবাদ—যে জগৎ জল, পৃথিবী ও সূর্য্যরূপী রস দ্বারা পুষ্ট, তাহা আদিতে বর্তমান ছিল, তাহাকে পরমাত্মাই সূক্ষ্ম করেন। আদিতে তিনি বিধাতারূপে মনুষ্যের কর্তব্য কর্ম ও জ্ঞানকে অবগত হন।

২৪৪। মুক্তিপথ

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যু মেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥

যজুর্বেদ, ৩১/১৮

শব্দার্থ—(বেদ) জানিয়াছি (অহম্) আমি (এতম্) এই (পুরুষম্) ব্যাপক পুরুষকে (মহান্তম্) মহান্ (আদিত্যবর্ণম্) জ্যোতিঃস্বরূপ (তমসঃ) অন্ধকারের (পরস্তাৎ) পরপারে (তম্) তাহাকে (এব) ই (বিদিত্বা) জানিয়া (অতি এতি) পার হয় (মৃত্যুম্) মৃত্যুকে (ন) না (অন্যঃ) অন্য (পন্থা) পথ (বিদ্যতে) আছে (অয়নায়) পরমপদ প্রাপ্তির জন্য।

অনুবাদ—এই ব্যাপক প্রভু যিনি মহান্, জ্যোতিঃস্বরূপ ও অন্ধকারের অতীত তাঁহাকে আমি জানিয়াছি। তাঁহাকে জানিয়াই জীব মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে। পরমপদ লাভ করিবার জন্য অন্য কোন দ্বিতীয় পন্থা নাই।

২৪৫। অগ্নি

তদেবাগ্নিস্তদাদিত্য স্তদ্বায়ু স্তদু চন্দ্রমাঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তা আপঃ স প্রজাপতিঃ॥

যজুর্বেদ, ৩২/১

শব্দার্থ—(তৎ) পরমাত্মা (এব) ই (অগ্নিঃ) জ্ঞান স্বরূপ (তৎ) তিনি (আদিত্যঃ) প্রলয় কালে সকলের গ্রহীতা (তৎ) তিনি (বায়ুঃ) অনন্ত বলশালী (তৎ) তিনি (উ) এবং (চন্দ্রমাঃ) আনন্দ স্বরূপ (তৎ) তিনি (শুক্রম্) শুদ্ধ (তৎ) তিনি (ব্রহ্ম) সর্বাপেক্ষা বৃহৎ (তাঃ) তিনি (আপঃ) সর্বব্যাপক (সঃ) তিনি (প্রজাপতিঃ) প্রজা সকলের অধীশ্বর।

অনুবাদ—সেই পরমাত্মাই অগ্নি, আদিত্য, বায়ু, চন্দ্রমা, শুক্র, ব্রহ্ম, আপ ও প্রজাপতি।

ভাবার্থ—একই পরমাত্মার অসংখ্য নাম তাঁহার অসংখ্য গুণ, কর্ম ও স্বভাবের পরিচায়ক।

২৪৬। প্রতিমা নাই

ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্ যশঃ।
হিরণ্যগর্ভ ইত্যেষ মা মা হিংসীদিত্যেষা যস্মান্ন জাত ইত্যেষঃ

যজুর্বেদ, ৩২/৩

শব্দার্থ—(ন) না (তস্য) তাঁহার (প্রতিমা) প্রতিকৃতি (অস্তি) হয় (যস্য) যাঁহার (নাম) নাম (মহৎ) বৃহৎ (যশঃ) কীর্তিকার (হিরণ্যগর্ভঃ) জ্যোতিষ্কমণ্ডলের আধার (ইতি) এই (এষঃ) ইহা (মা) না (মা) আমাকে, জীবাত্মাকে (হিংসীৎ) তাড়না করিও না, বিমুখ করিও না, (ইতি) এই (এষা) এই প্রার্থনা (যস্মাৎ) এবং যে জন্য (ন) নয় (জাতঃ) উৎপন্ন (ইতি) এই প্রকার (এষঃ) পরমাত্মা।

অনুবাদ—মহতী কীর্তিতেই যাঁহার নামের স্মরণ হয়, যাঁহার গর্ভে জ্যোতিষ্কমণ্ডলী স্থান পাইয়াছে বলিয়া প্রত্যক্ষ, আমাকে তোমা হইতে বিমুখ করিও না—এইরূপ ভাবে যাঁহার প্রার্থনা করিতে হয় এবং জন্মগ্রহণাদি করেন নাই এজন্য যাঁহার উপাসনা বিধেয় সেই পরমাত্মার কোন প্রতিকৃতি বা মূর্ত্তি নাই।

ভাবার্থ—পরমাত্মার কোন প্রতিমা নাই। তাঁহাতেই বিশ্ব জগৎ অবস্থিত, এজন্য তিনি প্রত্যক্ষ। পরমাত্মা হইতে যেন বিমুখ না হই—তাহার নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিতে হয় এবং জন্ম মৃত্যু তাহাকে গ্রাস করিতে পারে না বলিয়া তিনিই উপাসনার যোগ্য।

২৪৭। নিয়ামক

যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢ়া যেন স্বঃ স্তভিতং যেন নাকঃ।
যো অন্তরিক্ষে রজসো বিমানঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥

যজুর্বেদ, ৩২/৬

শব্দার্থ—(যেন) যাঁহার দ্বারা (দ্যৌঃ) দ্যুলোক (উগ্রা) তেজস্কর (চ) এবং (পৃথিবী) পৃথিবী (দৃঢ়া) দৃঢ় রহিয়াছে (যেন) যাঁহা দ্বারা (স্বঃ) সূর্য্যাদি মণ্ডল (স্তভিতম্) ধৃত রহিয়াছে (যেন) যাঁহা দ্বারা (নাকঃ) মোক্ষ (যঃ) যিনি (অন্তরিক্ষে) অন্তরিক্ষে (রজসঃ) লোকলোকান্তর সমূহের (বিমানঃ) নিয়ামক (কস্মৈ) সুখ স্বরূপ (দেবায়) পরমাত্মাকে (হবিষা) শ্রদ্ধার সহিত (বিধেম) উপাসনা করা।

অনুবাদ—তেজস্কর দ্যুলোক ও পৃথিবী যাঁহা দ্বারা দৃঢ় রহিয়াছে, সূর্য্যাদি লোক-লোকান্তরকে যিনি ধারণ করিয়া আছেন, যাহা দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়, যিনি অনন্ত শূন্যে লোকলোকান্তর সমূহের নিয়ামক, আমরা সেই আনন্দ স্বরূপ পরমাত্মাকে ভক্তির সহিত উপাসনা করি।

২৪৮। সৎ

বেনস্তৎপশ্যন্নিহিতং গুহা সদ্যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীডম্।
তস্মিন্নিদং সং চ বিচৈতি সর্বং স ওতঃ প্রোতশ্চ বিভূঃ প্রজাসু॥

যজুর্বেদ, ৩২/৮

শব্দার্থ—(বেনঃ) মেধাবী পুরুষ (তৎ) সেই (পশ্যৎ) জ্ঞান দৃষ্টিতে দর্শন করেন (নিহিতম্) স্থিত (গুহা) বুদ্ধিতে (সৎ) নিত্যব্রহ্মকে (যত্র) যাহাতে (বিশ্বম্) সর্ব জগৎ (ভবতি) হয় (একনীডম্) এক আশ্রম যুক্ত (তস্মিন্) তাহাতে (ইদম্) এই (সম্ এতি) সংযুক্ত হয় (চ) এবং (বি. চ) পৃথকও হয় (সর্ব্বম্) সর্বজগৎ (সঃ) সেই (ওতঃ) দৈর্ঘ্যে মিলিত (প্রোতঃ) প্রস্থে মিলিত (চ) এবং (বিভূঃ) ব্যাপক (প্রজাসু) প্রজাসমূহে।

অনুবাদ—যাহাতে সর্বজগৎ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে সেই বুদ্ধিগম্য চেতন ব্রহ্মকে মেধাবী পুরুষ জ্ঞান দৃষ্টিতে দর্শন করেন। সর্বজগৎ প্রলয়কালে তাঁহাতে সূক্ষ্মরূপে মিলিত হয় এবং উৎপত্তিকালে পৃথকস্থূলরূপে পরিণত হয়। সেই সত্যস্বরূপ পরমাত্মা জীব ও প্রকৃতিতে ওতঃপ্রোত ভাবে ব্যাপক রহিয়াছেন।

২৪৯। বন্ধু

সনো বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা।
যত্র দেবা অমৃতমানশানাঃ তৃতীয়ে ধামন্নধ্যৈরয়ন্ত॥

যজুর্বেদ, ৩২/১০

শব্দার্থ—(যত্র) যেখানে (তৃতীয়ে) তৃতীয় (ধামন্) ধামে (অমৃতম্) মোক্ষকে (আনশানাঃ) প্রাপ্ত হইয়া (দেবাঃ) বিদ্বানেরা (অধি, ঐরয়ন্ত) স্বেচ্ছায় বিচরণ করেন (সঃ) তিনি (নঃ) আমাদের (বন্ধুঃ) বন্ধু (জনিতা) জনক (সঃ) তিনি (বিধাতা) বিধাতা (বিশ্বা) সকল (ধামানি) জন্ম, নাম, স্থান (ভুবনানি) লোক লোকান্তরকে (বেদ) জানেন।

অনুবাদ—বিদ্বানেরা যে তৃতীয় ধামে মোক্ষ সুখ লাভ করিয়া যথেচ্ছ বিচরণ করেন সেই প্রভু আমাদের বন্ধু ও জনক। তিনি সকলকে ধারণ করিয়া আছেন এবং জন্ম, নাম ও স্থান সমূহকে অবগত আছেন।

ভাবার্থ—সর্বজ্ঞ প্রভুর নিকট কিছুই অজ্ঞাত নাই। প্রথম ধাম জীবের, দ্বিতীয় ধাম প্রকৃতির। প্রথম ধাম সুখের, দ্বিতীয় ধাম দুঃখের। পরমাত্মা এই সুখ ও দুঃখের অতীত, তৃতীয় ধাম আনন্দরূপে অবস্থান করিতেছেন।

২৫০। সর্বত্রস্থিত

পরীত্য ভূতানি পরীত্য লোকান্ পরীত্য সর্বাঃ প্রদিশো দিশশ্চ।
উপস্থায় প্রথমজামৃত স্যাত্মনাত্মনমভি সং বিবেশ॥

যজুর্বেদ, ৩২/১১

শব্দার্থ—(পরীত্য) সর্বদিক হইতে ব্যাপ্ত করিয়া (ভূতানি) প্রাণীদের (পরীত্য)

সর্বদিক হইতে ব্যাপ্ত করিয়া (লোকান্) লোক লোকান্তরকে (পরীত্য) সর্বদিক হইতে ব্যাপ্ত করিয়া (সর্বা) সব (প্রদিশঃ) ঈশানাদি উপদিককে (দিশঃ) পূর্বাদি দিককে (চ) এবং উপর নীচে (উপস্থায়) সম্যক্‌রূপে সেবন করিয়া (প্রথমজাম্) প্রথম কল্পাদিতে উৎপন্ন বেদবাণীকে (ঋতস্য) সত্যের (আত্মনা) স্বীয় শুদ্ধ স্বরূপ দ্বারা (আত্মনা) স্বরূপকে (অভি, সম্, বিবেশ) সম্যক্ প্রবেশ করে।

অনুবাদ—যিনি প্রাণীদিগকে, লোক লোকান্তরকে সব দিক ব্যাপ্ত করিয়া পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ চারিদিককে ঈশান, বায়ু, অগ্নি, নৈঋত চারি উপদিককে এবং উপর নীচে সব দিক ব্যাপ্ত করিয়া সত্যের স্বরূপে প্রবিষ্ট রহিয়াছেন বেদবাণী হৃদয়ঙ্গম করিয়া শুদ্ধ অন্তঃকরণ দ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হও।

২৫১। মেধা

যাং মেধাং দেবগণাঃ পিতরশ্চোপাসতে।
তয়া মামদ্য মেধয়াগ্নে মেধাবিনং কুরু স্বাহা॥

যজুর্বেদ, ৩২/১৪

শব্দার্থ—(দেবগণাঃ) বিদ্বানেরা (চ) এবং (পিতরঃ) রক্ষকেরা (যাম্) যে (মেধাম্) মেধাকে (উপাসতে) সেবা করেন (অগ্নে) হে পরমাত্মন্ (তয়া) সেই (মেধয়া) মেধা দ্বারা (অদ্য) আজ (মাম) আমাকে (মেধা-বিনম্) মেধাবী (কুরু) কর (সু, আ, হা) আমি সর্বস্ব ত্যাগ করিতেছি।

অনুবাদ—হে পরমাত্মন্! বিদ্বানেরা ও রক্ষকেরা যে মেধাকে সেবা করিয়া থাকেন সেই মেধা দ্বারা আজ আমাকে মেধাবী কর। আমি এজন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিতেছি।

২৫২। শ্রী বা শোভা

ইদং মে ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চোভে শ্রিয়মশ্নুতাম্।
ময়ি দেবা দধতু শ্রিয়মুত্তমাং তস্যৈ তে স্বাহা॥

যজুর্বেদ, ৩২/১৬

শব্দার্থ—(মে) আমার (ইদম্) এই (ব্রহ্ম) ব্রহ্মতেজ (চ) এবং (ক্ষত্রম্) ক্ষাত্রতেজ (চ উভে) এই উভয় (শ্রিয়ম্) শোভাকে (অশ্নুতাম্) প্রাপ্ত হউক (দেবাঃ) দিব্যগুণ সমূহ (ময়ি) আমাতে (উত্তমাম্) উত্তম (শ্রিয়ম্) শোভাকে (দধতু) ধারণ করুক (তস্মৈ) তাহার জন্য (তে) সেই (সু আ-হা) সর্বস্ব ত্যাগ করিতেছি।

অনুবাদ—আমার ব্রহ্মতেজ ও ক্ষাত্রতেজ; আমার এই উভয় শোভাকেই প্রাপ্ত হই। দিব্যগুণসমূহ আমাতে উত্তম শোভা ধারণ করুক। এজন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিতেছি।

২৫৩। মন

যজ্জাগ্রতো দূর মুদৈতি দৈবং তদুসুপ্তস্য তথৈবৈতি।
দূরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মে মনঃ শিব-
সঙ্কল্পমস্তু॥

যজুর্বেদ, ৩৪/১

শব্দার্থ—(যৎ) যাহা (দৈবম্) দিব্য (জাগ্রতঃ) জাগ্রতের (দূরম্) দূর (উৎ এতি) বাহির হইয়া যায় (উ) এবং (তথা-এব) সেইরূপই (তৎ) তাহা (সুপ্তস্য) নিদ্রিতের (এতি) গমন করে (দূরঙ্গমম্) দূর দূর ধাবমান (জ্যোতিষাম্) ইন্দ্রিয়রূপী জ্যোতিসমূহের মধ্যে (একম্) এক (জ্যোতিঃ) জ্যোতি (তৎ) সেই (মে) আমার (মনঃ) মন (শিব সঙ্কল্পম্) শুভ সঙ্কল্পযুক্ত (অস্তু) হউক।

অনুবাদ—যে দিব্য শক্তিসম্পন্ন মন জাগ্রতাবস্থায় ও নিদ্রিতাবস্থায় উভয় সময়েই দূর দূর ধাবিত হয় এবং যাহা ইন্দ্রিয়রূপী জ্যোতি, আমার সেই মন শুভ সঙ্কল্পযুক্ত হউক।

২৫৪। জীবন-সংগ্রাম

যেন কর্মাণ্যপসো মনীষিণো যজ্ঞে কৃণ্বন্তি বিদথেষু ধীরাঃ।
যদপূর্বং যক্ষমন্তঃ প্রজানাং তন্মে মনঃ শিব-সঙ্কল্পমস্তু॥

যজুর্বেদ, ৩৪/২

শব্দার্থ—(যেন) যাহা দ্বারা (অপসঃ) কর্মনিষ্ঠ (মনীষিনঃ) মননশীল (ধীরাঃ) ধীর (যজ্ঞে) শুভকর্মে (বিদথেষু) জীবন সংগ্রামে (কর্ম্মানি) কর্ম (কৃন্বন্তি) করেন (যৎ) যাহা (প্রজানাম্) প্রজাদের (অন্তঃ) মধ্যে (অপূর্ব্বম্) অপূর্ব (যক্ষম্) শক্তি (তৎ) সেই (মে) আমার (মনঃ) মন (শিবসঙ্কল্পম্) শুভ সঙ্কল্পযুক্ত (অস্তু) হউক।

অনুবাদ—কর্মনিষ্ঠ বিদ্বান্ এবং বীর পুরুষেরা শুভ কর্মে এবং জীবন যুদ্ধে যাহার সাহায্যে সব কর্ম সম্পাদন করেন এবং যাহা প্রজাদের মধ্যে অপূর্বশক্তি, আমার সেই মন শুভ সঙ্কল্পযুক্ত হউক।

২৫৫। প্রজা

যৎ প্রজ্ঞানমুত চেতো ধৃতিশ্চ যজ্জ্যোতিরন্তর মৃতং প্রজাসু।
যস্মান্ন ঋতে কিঞ্চন কর্ম ক্রিয়তে তন্মে মনঃ শিব-সঙ্কল্পমস্তু॥

যজুর্বেদ, ৩৪/৩

শব্দার্থ—(যৎ) যাহা (প্রজ্ঞানম্) বিশেষ জ্ঞানের সাধন (উত) এবং (চেতঃ) স্মৃতির সাধন (চ) এবং (ধৃতিঃ) ধৈর্য্য বৃত্তির সাধন (যৎ) (যাহা) (প্রজাসু) প্রাণিগণের মধ্যে (অন্তঃ) আভ্যন্তরীণ (অমৃতম্) অমর (জ্যোতিঃ) জ্যোতি (যস্মাৎ) যাহা (ঋতে) বিনা (কিংচন) কোনও (কর্ম্ম) কার্য্য (ন) না (ক্রিয়তে) করা যায়, (তৎ) সেই (মে) আমার (মন) মন (শিবসঙ্কল্পম্) শুভ সঙ্কল্পযুক্ত (অস্তু) হউক।

অনুবাদ—যাহা প্রাণিগণের মধ্যে জ্ঞান, চেতনা, ধৈর্য্য ও অমৃত জ্যোতির প্রয়োজন সিদ্ধ করে এবং যাহা বিনা কোনও কার্য্য চলিতে পারে না, আমার সেইমন শুভ সংকল্পযুক্ত হউক।

২৫৬। সপ্তহোতা

যেনেদং ভূতং ভুবনং ভবিষ্যৎ পরিগৃহীতমমৃতেন সর্বম্।
যেন যজ্ঞস্তায়তে সপ্তহোতা তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু॥

যজুর্বেদ, ৩৪/৪

শব্দার্থ—(যেন) যে (অমৃতেন) অমৃত দ্বারা (ইদম্) এই (সর্বম্) সব (ভূতম্) ভূত (ভুবনম্) বর্তমান (ভবিষ্যৎ) ভবিষ্যৎকে (পরিগৃহীতম্) ভালভাবে গ্রহণ করিয়াছে (যেন) যাহা দ্বারা (সপ্তহোতা) সপ্তহোতা (যজ্ঞঃ) যজ্ঞ (তায়তে) রচিত হয় (তৎ) সেই (মে) আমার (মনঃ) মন (শিবসঙ্কল্পম্) শুভ সঙ্কল্পযুক্ত (অস্তু) হউক।

অনুবাদ—যে অমৃতময় মন ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে ভাল ভাবে গ্রহণ করে। যাহা দ্বারা দুই শ্রোত্র, দুই চক্ষু, দুই নাসিকা এবং মুখ এই সপ্তহোতা জীবন যজ্ঞকে রচনা করে, আমার সেই মন শুভ সঙ্কল্প যুক্ত হউক।

২৫৭। বেদ

যস্মিন্ ঋচঃ সাম যজুংষি যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা রথনাভাবিবারাঃ।
যস্মিংশ্চিত্তং সর্বমোতং প্রজানাং তন্মে মনঃ শিব-সঙ্কল্পমস্তু॥

যজুর্বেদ, ৩৪/৫

শব্দার্থ—(যস্মিন্) যাহাতে (রথনাভৌ) রথনাভিতে (অরাঃ) অরার (ইব) ন্যায় (ঋচঃ) জ্ঞান (সাম) ভক্তি (যজুংষি) কর্ম (প্রতিষ্ঠিতা) প্রতিষ্ঠিত (যস্মিন্) যাহাতে (প্রজানাম্) প্রজাদের (সর্বম্) সব (চিত্তম্) জ্ঞান (ওতম্) যুক্ত (তৎ) সেই (মে) আমার (মনঃ) মন (শিবসঙ্কল্পম্) শুভ সঙ্কল্পযুক্ত (অস্তু) হউক।

অনুবাদ—যাহাতে জ্ঞান ভক্তি কর্ম রথের নাভিতে অরার ন্যায় স্থিত রহিয়াছে এবং সব প্রজার চিত্ত যাহার অধীন থাকে আমার সেই মন শুভ সঙ্কল্পযুক্ত হউক।

২৫৮। সারথি

সুষারথি-রশ্বানিব যন্মনুষ্যান্নেনীয়তেঽ ভীশুভিঃ বাজিন ইব।
হৃৎপ্রতিষ্ঠং যদজিরং জবিষ্ঠং তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু॥

যজুর্বেদ, ৩৪/৬

শব্দার্থ—(যৎ) যাহা (মনুষ্যান্) মনুষ্যাদি প্রাণীকে (নেনীয়তে) চালনা করে (ইব) যেমন (সু-সারথিঃ) অভিজ্ঞ সারথী (অভীশুভিঃ) বল্গা দ্বারা (বাজিনঃ)

বলযুক্ত (অশ্বান্) অশ্বকে (যৎ) যাহা (অজিরম্) জরারহিত (জবিষ্ঠম্) তীব্র বেগবান্ (হৃৎ প্রতিষ্ঠম্) হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত (তৎ) সেই (মে) আমার (মনঃ) মন (শিবসঙ্কল্পম্) শিবসঙ্কল্পযুক্ত (অস্তু) হউক।

অনুবাদ—যেমন অভিজ্ঞ সারথী বল্গা দ্বারা বেগবান্ অশ্বকে বশীভূত রাখে, সেইরূপ যাহা প্রাণিগণকে কর্মে চালনা করে, যাহা অজর, বেগবান্ ও হৃদয়ে স্থিত আমার সেই মন শুভ সঙ্কল্পযুক্ত হউক।

২৫৯। পঞ্চনদী

পঞ্চ নদ্যঃ সরস্বতীমপি যন্তি সস্রোতসঃ।
সরস্বতী তু পঞ্চধা সো দেশেঽভবৎ সরিৎ॥

যজুর্বেদ, ৩৪/১১

শব্দার্থ—(পঞ্চ) পাঁচ (নদ্যঃ) নদী (সস্রোতসঃ) স্রোতস্বতী (সরস্বতীম্) সরস্বতীতে (অপি-যন্তি) লীন হয় (উ) এবং (সা) সেই (সরস্বতী) সরস্বতী (তু) পুনরায় (পঞ্চধা) পাঁচ প্রকারে (সরিৎ) নদী (অভবন্) হয়।

অনুবাদ—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় স্রোতস্বতী নদীর ন্যায় মনোরূপী সরস্বতীতে লীন হয়। পুনরায় যথাক্রমে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ—এই পঞ্চ বিষয়ে ধাবিত হয়।

২৬০। সূর্য্য

উদ্বয়ং তমসস্পরি স্বঃ পশ্যন্ত উত্তরম্।
দেবং দেবত্রা সূর্য্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমম্॥

যজুর্বেদ, ৩৫/১৪

শব্দার্থ—(বয়ম্) আমরা (তমসঃ) অন্ধকারের (পরি) পর পারে (পশ্যন্তঃ) সর্বসাক্ষী (দেবন্) পরমাত্মাকে (দেবত্রা) উত্তম গুণের সহিত (সূর্য্যম্) প্রকাশ স্বরূপকে (অগন্ম) পাইব (উত্তরম্) প্রলয়ের পরেও বর্তমান (জ্যোতিঃ) তেজস্বরূপ (উত্তমম্) শ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ—হে প্রভু! তুমি অজ্ঞানান্ধকারের পর পারেও সুখ স্বরূপ, প্রলয়ের

পরেও বর্তমান, দিব্যগুণের সহিত সর্বত্র বর্তমান, আমাদের জন্মদাতা। তোমাকে এইভাবে বুঝিয়া যেন আমরা উত্তম জ্যোতিকে প্রাপ্ত হই।

২৬১। ছিদ্র

যন্মে ছিদ্রং চক্ষুষো হৃদয়স্য মনসো বাহতিতৃন্নং বৃহস্পতির্মেতদ্দধাতু।
শং নো ভবতু ভুবনস্য যস্পতিঃ॥

যজুর্বেদ, ৩৬/২

শব্দার্থ—(যৎ) যাহা (মে) আমার (চক্ষুষঃ) চক্ষুর (হৃদয়স্য) হৃদয়ের (বা মনস্য) এবং মনের (অতি-তৃণ্ নম্) অত্যন্ত বিস্মৃত (ছিদ্রম্) ছিদ্র (তৎ) তাহাকে (মে) আমার (বৃহস্পতিঃ) পরমাত্মা (দধাতু) ঠিক করুন (যঃ) যিনি (ভুবনস্যপতিঃ)—জগদীশ্বর (নঃ) আমাদের (শম্) কল্যাণকারী (ভবতু) হউন।

অনুবাদ—আমার চক্ষুর, হৃদয়ের বা মনের যে সব বৃহৎ ত্রুটি আছে, পরমাত্মা সে সব শোধন করুন। যিনি জগতের ঈশ্বর তিনি আমাদের কল্যাণ করুন।

২৬২। রাজা

ইন্দ্রো বিশ্বস্য রাজতি।
শং নো অস্তু দ্বিপদে শং চতুষ্পদে॥

যজুর্বেদ, ৩৬/৮

শব্দার্থ—(ইন্দ্রঃ) ঐশ্বর্য্যময় পরমাত্মা (বিশ্বস্য) সকলের (রাজতি) রাজা (নঃ) আমাদের (দ্বিপদে) দ্বিপদ (চতুঃপদে) চতুষ্পদ প্রাণীদের জন্য (শম্) কল্যাণকারী (অস্তু) হউন।

অনুবাদ—ঐশ্বর্যময় পরমাত্মা সকলের রাজা। তাঁহার কৃপায় আমাদের দ্বিপদ ও চতুষ্পদ প্রাণীদের কল্যাণ হউক।

২৬৩। পর্জন্য

শং নো বাতঃ পবতাং শন্নস্তপতু সূর্য্যঃ।
শং নঃ কনিক্রদদ্দেবঃ পর্জন্যো অভিবর্ষতু॥

যজুর্বেদ, ৩৬/১০

শব্দার্থ—(বাতঃ) বায়ু (নঃ) আমাদিগকে (শম্) মঙ্গল দান করিয়া (পবতাম্) প্রবাহিত হউক (সূর্য্যঃ) সূর্য্য (নঃ) আমাদিগকে (শম্) সুখ দান করিয়া (তপতু) জ্বলিতে থাকুক (কনিক্রদৎ) গর্জন করিয়া (দেবঃ) দিব্য গুণ যুক্ত (পর্জন্যঃ) মেঘ (নঃ) আমাদের (শম্) হিতকারী হইয়া (অভি-বর্ষতু) সর্বত্র বর্ষণ করুন।

অনুবাদ—বায়ু আমাদের মঙ্গলদান করিয়া প্রবাহিত হউক। সূর্য্য আমাদের সুখদান করিয়া তাপদান করিতে থাকুক। দিব্যগুণযুক্ত মেঘ আমাদের হিতকারী হইয়া সর্বত্র বর্ষণ করুক।

২৬৪। আপ বা জল

শং নো দেবীরভিষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে।
শং যোরভি স্রবন্তু নঃ॥

যজুর্বেদ, ৩৬/১২

শব্দার্থ—(দেবীঃ) দিব্য গুণযুক্ত (আপঃ) জল (অভিষ্টয়)—অভীষ্ট কার্য্যের জন্য (পীতয়ে) পানের জন্য (নঃ) আমাদের প্রতি (শম্) কল্যাণকারী (ভবন্তু) হউক (শম্) রোগ নাশ করিয়া (যোঃ) ভয় দুর করিয়া (নঃ) আমাদের (অভি) নিকট (স্রবন্তু) প্রবাহিত হউক।

অনুবাদ—দিব্যগুণযুক্ত পানীয় জল অভীষ্ট কার্য্যের জন্য আমাদের প্রতি কল্যাণকারী হউক, রোগ নাশ করিয়া এবং ভয়দূর করিয়া আমাদের নিকট প্রবাহিত হউক।

২৬৫। শান্তি

দ্যৌঃ শান্তিরন্তরিক্ষং শান্তিঃ
পৃথিবী শান্তিরাপঃ শান্তিরোষধয়ঃ শান্তিঃ।
বনস্পতয়ঃ শান্তির্বিশ্বে দেবাঃ শান্তির্ব্রহ্ম শান্তিঃ
সর্বং শান্তিঃ শান্তিরেব শান্তিঃ
সা মা শান্তিরেধি॥

যজুর্বেদ, ৩৬/১৭

শব্দার্থ—(দ্যৌঃ) দ্যুলোক (শান্তিঃ) শান্তিযুক্ত হউক (অন্তরিক্ষং) অন্তরিক্ষলোক (শান্তিঃ) শান্তি যুক্ত হউক (পৃথিবী) পৃথ্বী (শান্তিঃ) শান্তিযুক্ত হউক (আপঃ) জল (শান্তিঃ) শান্তিঃযুক্ত হউক (ওষধয়ঃ) ওষধি (শান্তিঃ) শান্তিযুক্ত হউক (বনস্পতয়ঃ) বৃক্ষাদি (শান্তিঃ) শান্তিযুক্ত হউক (বিশ্বে) সব (দেবাঃ) বিদ্বান্ (শান্তিঃ) শান্তিযুক্ত হউক (ব্রহ্ম) বেদপাঠ (শান্তিঃ) শান্তিযুক্ত হউক (সর্ব্বম্) সব কিছু (শান্তিঃ) শান্তিযুক্ত হউক (শান্তিঃ) শান্তি (এব) ই (শান্তিঃ) শান্তি হউক (সা) সেই (শান্তিঃ) শান্তি (মা) আমাকে (এধি) প্রাপ্ত হউক।

অনুবাদ—দ্যুলোক, অন্তরিক্ষ লোক ও পৃথ্বী লোক শান্তিময় হউক। জল, ওষধি ও বনস্পতি শান্তিময় হউক। সব বিদ্বান্ বেদপাঠ এবং যাহা কিছু সবই শান্তিময় হউক। সর্বত্র শান্তি শান্তিময় হউক। সেই শান্তি আমি যেন প্রাপ্ত হই।

২৬৬। মিত্র দৃষ্টি

দৃতে দৃংহ মা মিত্রস্য মা চক্ষুষা সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষন্তাম্।
মিত্রস্যাহং চক্ষুষা সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষে।
মিত্রস্য চক্ষুষা সমীক্ষামহে

যজুর্বেদ, ৩৬/১৮

শব্দার্থ—(দৃতে) হে দুঃখ নাশক (মা) আমাকে (দৃংহ) সুখের সহিত বর্দ্ধন কর (মা) আমাকে (মিত্রস্য) মিত্রের (চক্ষুষা) দৃষ্টিতে (সর্ব্বাণি) সব (ভূতানি) প্রাণী (সমীক্ষন্তাম্) দেখুক (মিত্রস্য) মিত্রের (চক্ষুষা) দৃষ্টিতে (অহম্) আমি

(সর্বানি) সব (ভূতানি) প্রাণীকে (সমীক্ষে) দেখি (মিত্রস্য) মিত্রের (চক্ষুষা) দৃষ্টিতে (সমীক্ষামহে) আমরা পরস্পরকে দেখি।

অনুবাদ—হে দুঃখনাশক পরমাত্মন্। আমাকে সুখের সহিত বর্দ্ধন কর। সব প্রাণী আমাকে মিত্রের দৃষ্টিতে দেখুক। আমি সব প্রাণীকে যেন মিত্রের দৃষ্টিতে দেখি। আমরা একে অন্যকে মিত্রের দৃষ্টিতে দেখিব।

২৬৭। দীর্ঘ জীবন

তচ্চক্ষুর্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছু ক্রমুচ্চরৎ।
পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং
শৃণুয়াম শরদঃ শতং প্রব্রবাম শরদঃ শতমদীনাঃ
স্যাম শরদঃ শতং ভূয়শ্চ শরদঃ শতাৎ॥

যজুর্বেদ, ৩৬/২৪

শব্দার্থ—(তৎ) সেই (চক্ষুঃ) পরম জ্যোতি (দেবহিতম্) দেবসমূহের শাসক (শুক্রম্) তেজস্বী (পুরস্তাৎ) পূর্ব হইতে (উৎ-চরৎ) উদয় হইতেছেন (শতম্) শত (শরদঃ) বর্ষ পর্য্যন্ত (পশ্যেম) দেখিব (জীবেম) প্রাণধারণ করিব (শরদঃ শতম্) শত বর্ষ পর্য্যন্ত (প্রব্রবাম) উপদেশ করিব (শরদঃ শতম্) শত বর্ষ পর্য্যন্ত (অদীনাঃ) স্বাধীন (স্যাম) থাকিব (শরদঃ শতম্) শত বর্ষ পর্য্যন্ত (চ) এবং (শতাৎ) শত (শরদঃ) বর্ষ হইতে ও (ভূয়ঃ) অধিক।

অনুবাদ—সেই জ্যোতির্ময়, দিব্য পদার্থের শাসক, তেজস্বী পরমাত্মা পূর্ব হইতে সর্বোপরি বিরাজমান রহিয়াছেন। তাঁহার কৃপায় শত বর্ষ পর্য্যন্ত আমরা দেখিব, বাঁচিব, শুনিব, বলিব, স্বাধীন থাকিব এবং শত বর্ষেরও অধিক জীবনের আনন্দ উপভোগ করিব।

২৬৮। সর্বব্যাপক

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্॥

যজুর্বেদ, ৪০/১

শব্দার্থ—(ঈশা) পরমাত্মা দ্বারা (বাস্যম্) সর্বদিক হইতে ব্যাপ্ত হইবার যোগ্য (ইদম্) এই (সর্বম্) সব (যৎ) যাহা (কিম্) (চ) কিছু (জগত্যাম্) গমনশীল সৃষ্টিতে (জগৎ) চরপ্রাণী (তেন) সেই (ত্যাক্তেন) পরিত্যক্ত জন্য দ্বারা (ভুঞ্জীথা) ভোগের অনুভব কর (মা) না (গৃধঃ) অভিলাষ করিও (কস্য, স্বিৎ) কাহারও (ধনম্) বস্তু মাত্রের। সমগ্র গীতা এই মন্ত্রের ভাষ্য।

অনুবাদ—এই জগতে যাহা কিছু আছে, সে সমস্তই পরমেশ্বরের দ্বারা আবৃত। উক্ত রূপ ত্যাগের দ্বারা ভোগ কর। কাহারও কোনও ধনে লোভ করিও না।

২৬৯। সর্বত্র বিরাজমান

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥

যজুর্বেদ, ৪০/৫

শব্দার্থ—(তৎ) তাহা (এজতি) চলায়মান হয় (তৎ) তাহা (ন) না (এজতি) চলায়মান হয় (তৎ) তাহা (দূরে) দূরে (তৎ) তাহা (উ) ই (অন্তিকে) সমীপে (তৎ) তাহা (অন্তঃ) ভিতরে (অস্য) এই (সর্বস্য) সকলের (তৎ) তাহা (উ) ই (সর্বস্য) সকলের (অস্য) এই (বাহ্যতঃ) বাহিরে।

অনুবাদ—সেই পরমাত্মা পাপীর দৃষ্টি হইতে চলায়মান হন কিন্তু স্বীয় স্বরূপ হইতে চলায়মান হন না। তিনি অধার্মিকের দৃষ্টি হইতে বহুদূরে এবং তিনিই ধার্মিকের দৃষ্টিতে অতি নিকটে। তিনি এই সব জীব ও জগতের মধ্যে এবং প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ জগতের বাহিরে বর্তমান রহিয়াছেন।

ভাবার্থ—পাপী পরমাত্মাকে বুঝিতে পারে না। পরমাত্মা পুণ্যবানের নিকট প্রত্যক্ষ বিরাজমান। তিনি ভিতরে-বাহিরে, দূরে নিকটে সর্বত্রই বর্তমান। পাপী সমগ্র সংসার খুঁজিয়াও তাঁহাকে পায় না।

২৭০। নিরাকার

স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়ম ব্রণম্ স্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথা তথ্যতোঽর্থান্ব্যদধাচ্ছা শ্বতীভ্যঃ-সমাভ্যঃ॥

যজুর্বেদ, ৪০/৮

শব্দার্থ—(সঃ) পরমাত্মা (পরি) সব দিক হইতে (অগাৎ) ব্যাপ্ত আছেন (শুক্রম্) সর্বশক্তিমান্ (অকায়ম্) শরীর রহিত (অব্রণম্) ছিদ্র রহিত (অস্নাবিরম্) স্নায়ু আদিরবন্ধন রহিত (শুদ্ধম্) দোষ রহিত (অপাপবিদ্ধম্) পাপ রহিত (কবিঃ) সর্বজ্ঞ (মনীষী) অন্তর্য্যামী (পরিভূঃ) দুষ্টের দমন কর্তা (স্বয়ম্ভূঃ) জন্মরহিত (যথাতথ্যতঃ) যথাযথভাবে (অর্থান্) সব পদার্থের (বি) বিশেষ রূপে (অদধাৎ) বিধান করিয়াছেন (শাশ্বতীভ্যঃ) বিনাশ রহিত (প্রজাভ্যঃ) প্রজাদের জন্য।

অনুবাদ—পরমাত্মা সর্ব ব্যাপক, সর্বশক্তিমান্ শরীর রহিত, রোগ রহিত, জন্ম রহিত, শুদ্ধ, নিষ্পাপ, সর্বজ্ঞ, অন্তর্য্যামী, দুষ্টের দমন কর্তা ও অনাদি। তিনি তাঁহার শাশ্বত প্রজা জীবের জন্য যথাযথ ফলের বিধান করেন।

২৭১। অন্ত্যেষ্টি

বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।
ওম্ ক্রতো স্মর। ক্লিবে স্মর। কৃতং স্মর॥

যজুর্বেদ, ৪০/১৫

শব্দার্থ—(ক্রতো) হে কর্মকর্তা জীব (ওম্) পরমত্মার নাম (ক্লিবে) সামর্থ্যের জন্য (স্মর) স্মরণ কর (কৃতম্) কৃত কর্মকে (স্মর) স্মরণ কর (বায়ুঃ) আধ্যাত্মিক প্রাণ (অনিলম্) আধি দৈবিক প্রাণ (অমৃতম্) পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হও (অথ) তৎপর (ইদং শরীরম্) এই ভৌতিক শরীর (ভস্মান্তম্) ভস্মে শেষ হয়।

অনুবাদ—হে কর্মশীল জীব! শরীর ত্যাগের সময় পরমাত্মার নাম ওঙ্কার স্মরণ কর, আধ্যাত্মিক সামর্থ্য প্রাপ্তির জন্য স্মরণ কর, কৃতকর্মকে স্মরণ কর। প্রথম আধ্যাত্মিক প্রাণ, আধিদৈবিক প্রাণ এবং পুনরায় সেই প্রাণস্বরূপ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হও। তৎপর এই ভৌতিক শরীর ভস্মে পরিণত হউক।

ভাবার্থ—অন্ত্যেষ্টি সংস্কারই শেষ সংস্কার। ইহার পর শরীরের জন্য অন্য কোনও সংস্কারই অবশিষ্ট থাকে না। ইহারই নাম নরমেধ, পুরুষমেধ, নরযাগ ও পুরুষযাগ। শ্মশান ভূমিতে জ্বলন্ত চিতায় সমিধা, সুগন্ধি, রোগনাশক ও বুদ্ধিবর্দ্ধক ওষধি এবং ঘৃত আহুতি দ্বারা মৃত শরীরকে ভস্মীভূত করাই অন্ত্যেষ্টি সংস্কার। জীব তাহার কৃত কর্মের ফল নিজেই ভোগ করে।

২৭২। কর্ণধার

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণ মেনো ভূয়িষ্ঠান্তে
নম উক্তিং বিধেম॥

যজুর্বেদ, ৪০/১৬

শব্দার্থ—(অগ্নে) হে প্রকাশ স্বরূপ (দেব) পরমাত্মন্ (বিশ্বানি) সব (বয়ুনানি) প্রজ্ঞাকে (বিদ্বান্) জ্ঞাতা, (অস্মান্) আমাদিগকে (রায়ে) মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য (সুপথা) সুপথে (নয়) লইয়া চল (অস্মৎ) আমাদের নিকট হইতে (জুহুরানম্) কুটিল (এনঃ) পাপকে (যুযোধি) পৃথক কর (তে) তোমার (ভূয়িষ্ঠাম্) অধিকতর (নমঃ উক্তিম্) ভক্তি (বিধেম) করিতে থাকিব।

অনুবাদ—হে অগ্নি, আমরা তোমাকে অধিক হইতে অধিকতর ভক্তি করিতে থাকিব। হে প্রকাশ স্বরূপ পরমাত্মন্! তুমি সব প্রজ্ঞার জ্ঞাতা। পরমৈশ্বর্য্য মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য তুমি আমাদিগকে কল্যাণযুক্ত পথে লইয়া চল। আমাদের নিকট হইতে কুটিল পাপরাশিকে দূর কর।

অথর্ববেদ

২৭৩। বাচস্পতি

যে ত্রিসপ্তাঃ পরিয়ন্তি বিশ্বারূপানি বিভ্রতঃ।
বাচস্পতির্বলা তেষাং তন্বো অদ্য দধাতু মে॥

অথর্ববেদ, ১/১/১

শব্দার্থ—(যে) যে (বিশ্বা) সব (রূপানি) রূপকে (বিভ্রতঃ) ধারণ করিয়া (ত্রি-সপ্তাঃ) একবিংশ (পরিয়ন্তি) সর্বত্র পূর্ণ রহিয়াছে (বাচস্পতিঃ) বিজ্ঞানেশ্বর (তেষাম্) তাহাদের (তন্বঃ) বিস্তৃত-স্বরূপকে (বলা) বলসমূহকে (অদ্য) আজ (মে) আমার (দধাতু) ধারণ করুন।

অনুবাদ—যিনি সমস্ত স্বরূপের ধারণ কর্তা, যাঁহার একবিংশ তত্ত্ব সর্বত্র পূর্ণ রহিয়াছে, যিনি বিজ্ঞানেশ্বর পরমাত্মা তাঁহার বিস্তৃত স্বরূপের শক্তিকে তিনি আজ আমার মধ্যে ধারণ করুন।

ভাবার্থ—সমগ্র জগতে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণেরই ক্রীড়া চলিতেছে। শ্রোত্র, নেত্র, প্রাণ, রসনা ও ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন ও বুদ্ধির যোগ করিয়া সাতগ্রহ বা সাধন। এই সপ্তসাধন তিন গুণের ভেদে একবিংশ প্রকারের। ইহাদের সাহায্যেই বাহ্য ও আন্তরিক জগতের অনুভব হয়।

২৭৪। গোঘাতক

যদি নো গাং হংসি যদ্যশ্বং যদি পূরুষম্।
তং ত্বা সীসেন বিধ্যামো যথা নোঽসো অবীরহা॥

অথর্ববেদ, ১/১৬/৪

শব্দার্থ—(যদি নঃ গাং হংসি) যদি আমাদের গরুকে হিংসা কর (যদি অশ্বম্) যদি অশ্বকে (যদি পূরুষম্) যদি মনুষ্যকে হিংসা কর (তং ত্বা) তবে তোমাকে (সীসেন) সীসক দ্বারা (বিধ্যামঃ) বিদ্ধ করিব (যথা) যাহাতে (নঃ) আমাদের মধ্যে (অ-বীর-হা অসঃ) বীরদের বিনাশক কেহই না থাকে।

অনুবাদ—যদি তুমি আমাদের গরু, অশ্ব ও প্রজাদিগকে হিংসা কর, তবে তোমাকে সীসকের গুলি দ্বারা বিদ্ধ করিব। আমাদের সমাজের মধ্যে যেন বীরদের বিনাশকারী কেহই না থাকে।

২৭৫। লক্ষ্য

সপত্নক্ষয়ণো বৃষাভিরাষ্ট্রো বিষাসহিঃ।
যথাহমেষাং বীরাণাং বিরাজানি জনস্য চ॥

অথর্ববেদ, ১/২৯/৬

শব্দার্থ—(যথা) যাহাতে (সপত্ন ক্ষয়ণঃ) শত্রু-বিনাশ করিয়া (বৃষা) বলবান্ হইয়া (বি যাসহিঃ) সর্বদা বিজয়ী হইয়া (অহম্) আমি (অভিরাষ্ট্রঃ) রাষ্ট্রসেবা করিয়া (বীরানাম্) বীরদের (জনস্য) সাধারণের মধ্যে (বিরাজানি) বিরাজ করিতে পারি এ রূপ যত্ন করিব।

অনুবাদ—যাহাতে শত্রুর বিনাশ করিয়া, বলবান্ হইয়া এবং সর্বদা বিজয়ী হইয়া রাষ্ট্রের সেবা করিতে পারি, বীরবৃন্দের এবং জনসাধারণের মধ্যে যাহাতে শির উচ্চ করিয়া থাকিতে পারি সেইরূপ যত্ন করিব।

২৭৬। অভয়

যথা দ্যৌশ্চ পৃথিবী চ ন বিভীতো ন রিষ্যতঃ।
এবা মে প্রাণ মা বিভেঃ॥

অথর্ববেদ, ২/১৫/১

শব্দার্থ—(যথা) যেমন (দ্যৌঃ) দ্যুলোক (চ) এবং (পৃথিবী) পৃথিবী (ন বিভীতঃ) ভয় করে না (চ) এবং (ন রিষ্যতঃ) হিংসা করে না (এব) এই প্রকারে (মে প্রাণ) আমার প্রাণ (মা বিভেঃ) ভয় করিও না।

অনুবাদ—হে প্রাণ! যেমন দ্যুলোক ও পৃথ্বীলোক ভয় করে না এবং হিংসাও করে না, তেমন তুমিও ভয় করিও না।

২৭৭। দিন ও রাত্রি

যথাহশ্চ রাত্রিচ ন বিভীতো ন রিষ্যতঃ।

এবা মে প্রাণ মা বিভেঃ॥

অথর্ববেদ, ২/১৫/২

শব্দার্থ—(যথা) যেমন (অহঃ) দিন (চ) এবং (রাত্রি) রাত্রি (ন বিভীতঃ) ভয় করে না (নরিষ্যতঃ) হিংসা করে না (এব-মে প্রাণ) তেমন হে আমার প্রাণ! (মা বিভেঃ) তুমিও ভয় করিও না।

অনুবাদ—হে প্রাণ! দিন ও রাত্রি যেমন ভয় করে না ও হিংসা করে না তেমন তুমিও ভয় করিও না।

২৭৮। চন্দ্র

যথা সূর্য্যশ্চ চন্দ্রশ্চ ন বিভীতো ন রিষ্যতঃ।

এবা মে প্রাণ মা বিভেঃ॥

অথর্ববেদ, ২/১৫/৩

শব্দার্থ—(যথা) যেমন (সূর্য্যঃ চ চন্দ্রঃ চ) সূর্য্য ও চন্দ্র (ন বিভীতঃ) ভয় করে না (নরিষ্যতঃ) হিংসা করে না (এব মে প্রাণ) হে আমার প্রাণ! (মা বিভেঃ) তুমিও ভয় করিও না।

অনুবাদ—হে প্রাণ! সূর্য্য ও চন্দ্র যেমন ভয় করে না ও হিংসা করে না তেমন তুমিও ভয় করিও না।

২৭৯। ব্রহ্ম ও ক্ষত্র

যথা ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ ন বিভীতো ন রিষ্যতঃ।

এবা মে প্রাণ মা বিভেঃ॥

অথর্ববেদ, ২/১৫/৪

শব্দার্থ—(যথা) যেমন (ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ) ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় (ন বিভীতঃ) ভয় করে না (ন রিষ্যতঃ) হিংসা করে না (এব মে প্রাণ) তেমন হে আমার প্রাণ (মা বিভেঃ) ভয় করিও না।

অনুবাদ—হে প্রাণ! ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় যেমন ভয় করে না ও হিংসা করে না, তেমন তুমিও ভয় করিও না।

২৮০। সত্য ও সরলতা

যথা সত্যং চানৃতং চ ন বিভীতো ন রিষ্যতঃ।

এবা মে প্রাণ মা বিভেঃ॥

অথর্ববেদ, ২/১৫/৫

শব্দার্থ—(যথা) যেমন (সত্যম্) সত্য (চ অন্ ঋতম্) এবং অত্যন্ত সরলতা (ন বিভীতঃ) ভয় করে না—(নরিষ্যতঃ) হিংসা করে না (এব মে প্রাণ) তেমন হে আমার প্রাণ! (মা বিভেঃ) তুমিও ভয় করিও না।

অনুবাদ—হে প্রাণ! সত্য ও সরলতা যেমন ভয় করে না ও হিংসা করে না, তেমন তুমিও ভয় করিও না।

২৮১। ভূত ও ভবিষ্যৎ

যথা ভূতং চ ভব্যং চ ন বিভীতো ন রিষ্যতঃ।

এবা মে প্রাণ মা বিভেঃ॥

অথর্ববেদ, ২/১৫/৬

শব্দার্থ—(যথা) যেমন (ভূতং চ ভব্যং চ) ভূত ও ভবিষ্যৎ (ন বিভীতঃ) ভয় করে না (নরিষ্যতঃ) হিংসা করে না (এব মে প্রাণ) তেমন হে আমার প্রাণ (মা বিভেঃ) তুমিও ভয় করিও না।

অনুবাদ—হে প্রাণ! যেমন ভূত ও ভবিষ্যৎ ভয় করে না ও হিংসা করে না, তেমন তুমিও ভয় করিও না।

২৮২। নির্বাচন

ত্বাং বিশো বৃণতাং রাজ্যায় ত্বামিমাঃ প্রদিশঃ পঞ্চ দেবীঃ।

বর্মন্ রাষ্ট্রস্য ককুদি শ্রয়স্ব ততো ন উগ্রো বিভজা বসূনি॥

অথর্ববেদ, ৩/৪/২

শব্দার্থ—হে রাজন্! (রাজ্যায়) রাজ্যের জন্য (বিশঃ) প্রজাগণ (ইমাঃ পঞ্চ প্রদিশঃ দেবীঃ) পঞ্চদিকের অধিবাসী প্রজা (ত্বাং বৃণতাম্) তোমাকেই নির্বাচন করুক (রাষ্ট্রস্য) রাষ্ট্রের (বর্মন্ ককুদি) ঐশ্বর্য্যযুক্ত উৎকৃষ্ট স্থানে (শ্রয়স্ব) আশ্রয় গ্রহণ করুক (ততঃ) তৎপর (উগ্রঃ) বীর হইয়া (বসূনি) ধনের (নঃ বিভজ) আমাদের জন্য বিভাগ কর।

অনুবাদ—হে রাজন্! প্রজাগণ এবং পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ-উর্দ্ধ এই পঞ্চদিকের সামন্ত রাজগণ রাজ্যের জন্য তোমাকেই নির্বাচন করিতেছে। তুমি রাষ্ট্রের—ঐশ্বর্য্যময় উৎকৃষ্ট স্থানে আশ্রয় গ্রহণ কর এবং বীরত্বের সহিত আমাদের ধন বিভাগ কর।

২৮৩। উত্তম প্রজা

ময়িক্ষত্রং পর্ণমণে ময়ি ধারয়তাদ্রয়িম্।
অহং রাষ্ট্রস্যাভীবর্গে নিজো ভূয়াসমুত্তমঃ॥

অথর্ববেদ, ৩/৫/২

শব্দার্থ—হে (পর্ণ-মনে) পালক! (ময়ি) আমাতে (ক্ষত্রম্) ক্ষাত্র বল (রয়িম্) ধন (ধারয়াতাৎ) স্থাপন কর (অহম্) আমি (রাষ্ট্রস্য) রাষ্ট্রের (অভীবর্গে) হিতকারীদের মধ্যে (উত্তমঃ নিজঃ) নিজে উত্তম হইয়া (ভূয়াসম্) থাকিব।

অনুবাদ—হে প্রতিপালক রাজন! তুমি আমার মধ্যে ক্ষাত্রবল ও ধন স্থাপন কর। আমি রাষ্ট্রের হিতকারীদের মধ্যে অন্যতম উত্তম প্রজা হইয়া থাকিব।

২৮৪। লৌহশিল্পী

যে ধীবানো রথকারাঃ কর্মারা যে মনীষিণঃ।
উপস্তীন্ পর্ণ মহ্য ত্বং সর্বান্ কন্বভিতো জনান্॥

অথর্ববেদ, ৩/৫/৬

শব্দার্থ—(যে ধীবানঃ) যাঁহার বুদ্ধিমান্ (রথকারাঃ) শকট নির্মাতা (কর্মারাঃ) শিল্পী লৌহকার, (যে-মনীষিণঃ) যাহারা মননশীল (পর্ণ) হে পালক! (সর্বান্-জনান্) সে সকলকে (মহ্যং অভিতঃ উপস্তীন্) আমার চতুর্দিকে (কৃনু) পোষণ কর।

অনুবাদ—হে প্রতিপালক রাজন্! যাহারা বুদ্ধিমান, শকট নির্মাতা, লৌহ শিল্পী এবং মননশীল তাঁহাদিগকে আমার চতুর্দিকে পোষণ কর।

২৮৫। অমৃত

পূর্ণং নারি প্রভর কুম্ভমেতং ঘৃতস্য ধারামমৃতেন সংভৃতাম্।
ইমাং পাতৄনমৃতেনা সমংগ্ধীষ্টা পূর্তমভি রক্ষাত্যেনাম্॥

অথর্ববেদ, ৩/১২/৮

শব্দার্থ—(নারি) হে স্ত্রী! (অমৃতেন) অমৃত রসদ্বারা (পূর্ণম্) পরিপূর্ণ (এতৎ কুম্ভম্) এই কুম্ভকে (প্রভর) ভরিয়া আন (অমৃতেন সংভৃতম্) অমৃত রস মিশ্রিত (ঘৃতস্য ধারাম্) ঘৃত ধারাকে আন (পাতৄন্) পান কারীকে (অমৃতেন সমংগ্ধি) অমৃত রসে তৃপ্ত কর (ইষ্টা-পূর্তম্) ইষ্ট কামনার পূর্ত্তি (এনাং অভিরক্ষাতি) ইহার রক্ষা করিবে।

অনুবাদ—হে স্ত্রী! অমৃতরসে পরিপূর্ণ এই কুম্ভকে আরও পূর্ণ করিয়া আন, অমৃতপূর্ণ ঘৃতধারাকে আন, পিপাসুকে অমৃত রসে তৃপ্ত কর। ইষ্ট কামনার পূর্ত্তি গৃহকে রক্ষা করিবে।

২৮৬। গোশালা

সংজগ্মানা অবিভ্যুষী রস্মিন্ গোষ্ঠে করীষিণীঃ।
বিভ্রতীঃ সোম্যং মধ্বনমীবা উপেতন॥

অথর্ববেদ, ৩/১৪/৩

শব্দার্থ—(অস্মিন্ গোষ্ঠে) এই গোশালায় (অ-বিভ্যুষিঃ) নির্ভয়ে স্থিতা (সংজগ্মানাঃ) মিলিত ভাবে ভ্রমণ শীলা (করীষিণীঃ) গোময় উৎপাদনকারিণী (সোম্যম্) অমৃতরূপ (মধু) দুগ্ধ (বিভ্রতীঃ) ধারণকারিণী ধেনু সকল (অনমীবাঃ) নীরোগ হইয়া (উপেতন্) আমার নিকট আসুক।

অনুবাদ—এই গোশালায় ধেনু সকল নির্ভয়ে থাকুক, একসঙ্গে মিলিয়া বিচরণ করুক, গোময় উৎপন্ন করুক, অমৃতময় দুগ্ধ ধারণ করুক এবং নীরোগ হইয়া আমার নিকট আসুক।

২৮৭। বাণিজ্য

যেন ধনেন প্রপণং চরামি ধনেন দেবা ধনমিচ্ছমানঃ।
তন্মে ভূয়ো ভবতু মা কণীয়োহগ্নে সাতঘ্নো দেবান্ হবিষা নিষেধ॥

অথর্ববেদ, ৩/১৫/৫

শব্দার্থ—(দেবাঃ) হে বিদ্বান্‌গণ! (ধনেন) মূলধন দ্বারা (ধনং ইচ্ছমান) ধনের ইচ্ছুক আমি (যেন ধনেন) যে ধন দ্বারা (প্রপণং চরামি) বাণিজ্য চালাইতেছি (তৎ) সেই (মে) আমার (ভূয়ঃ ভবতু) বেশী হউক (মা কণীয়ঃ) কম না হয় (অগ্নে) হে পরমাত্মন্!) (সাতঘ্ন দেবান্) লাভের হানিকারক পুরুষকে (হবিষা নিষেধ) প্রতিরোধ কর।

অনুবাদ—হে বিদ্বান্‌গণ! মূলধন দ্বারা আমি ধন বৃদ্ধির ইচ্ছা করিতেছি। যে ধন দ্বারা বাণিজ্য করিতেছি তাহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক। হে পরমাত্মন্! যাহারা আমার লাভের হানিকারক তাহাদিগকে আমার নিকট হইতে দূরে রাখ।

২৮৮। পুরোহিত

সংশিতং ম ইদং ব্রহ্ম সংশিতং বীর্য্যং বলম্।
সংশিতং ক্ষত্রমজরমস্তু জিষ্ণুর্যেষামস্মি পুরোহিতঃ॥

অথর্ববেদ, ৩/১৯/১

শব্দার্থ—(মে ইদং ব্রহ্ম) আমার এই জ্ঞান (সংশিতম্) অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হউক (বীর্য্যম্) বীর্য্য (বলম্) বল (সংশিতম) তীক্ষ্ণ হউক (সংশিতং ক্ষত্রম) তীক্ষ্ণ ক্ষাত্র তেজ (অজরৎ অস্তু) অজর হউক (যেষাম্) যাহাদের (জিষ্ণুঃ) বিজয়ী (পুরঃহিতঃ) অগ্রভাগে স্থিত নেতা (অস্মি) হই।

অনুবাদ—আমার জ্ঞান তীক্ষ্ণ হউক, আমার বল বীর্য্য প্রভাবশালী হউক। তাঁহাদের ক্ষাত্রতেজ অজেয় হউক যাঁহাদের আমি অগ্রভাগে স্থিত বিজয়ী নেতা বা পুরোহিত হইয়াছি।

২৮৯। পৌরহিত্য

সমহমেষাং রাষ্ট্রং স্যামি সমোজো বীর্য্যং বলম্।
বৃশ্চামি শত্রূণাং বাহূননেন হবিষাহম্॥

অথর্ববেদ, ৩/১৯/২

শব্দার্থ—(এষাং রাষ্ট্রম্) ইহাদের রাষ্ট্রকে (অহং সংস্যামি) আমি নির্মাণ করিতেছি (ওজঃ বীর্য্যং বলম্) ওজ, বীর্য্য ও বলকে (সম্) সফল করিতেছি (অনেন হবিষা) এই জ্ঞান বলের সাহায্যে (শত্রূণাং বাহূন্) শত্রুর বাহু বলকে (বৃশ্চামি) ছিন্ন করিতেছি।

অনুবাদ—আমি প্রজাদের রাষ্ট্র নির্মাণ করিতেছি। ইহাদের ওজ, বল ও বীর্য্যকে সফল করিতেছি। জ্ঞানবলের সাহায্যে শত্রুর বাহুবলকে ছিন্ন করিতেছি।

২৯০। শক্তি বৃদ্ধি

তীক্ষ্ণীয়াংসঃ পরশোরগ্নেস্তীক্ষ্ণ তরা উত।
ইন্দ্রস্য বজ্রাত্তীক্ষ্ণীয়াংসো যেষামস্মি পুরোহিতঃ॥

অথর্ববেদ, ৩/১৯/৪

শব্দার্থ—(পরশোঃ) কুঠার হইতে (তীক্ষ্ণীয়াংসঃ) অধিক তীক্ষ্ণ (অগ্নেঃ তীক্ষ্ণতরাঃ) অগ্নি হইতে অধিক তীক্ষ্ণ (ইন্দ্রস্য বজ্রাৎ) ঐশ্বর্য্যময় পরমাত্মার বিদ্যুৎ হইতে (তীক্ষ্ণীয়াসঃ) তীক্ষ্ণ তাহাদের শস্ত্র হউক (যেষাম্) যাহাদের আমি (পুরঃহিতঃ) অস্মি) অগ্রগামী পুরোহিত হইয়াছি।

অনুবাদ—আমি যাঁহাদের অগ্রণী বা পুরোহিত হইয়াছি তাঁহাদের অস্ত্র শস্ত্র কুঠার হইতেও অধিক, অগ্নি হইতেও অধিক এবং পরমাত্মার বৈদ্যুতিক শক্তি হইতে অধিক তীক্ষ্ণ হউক।

২৯১। অভিযান

পেতা জয়তা নর উগ্রা বঃ সন্তু বাহবঃ।
তীক্ষ্ণেষবোঽবলধন্বনো হতোগ্রায়ুধা অবলানুগ্র বাহবঃ॥

অথর্ববেদ, ৩/১৯/৭

শব্দার্থ—(নরঃ) নেতৃগণ! (প্র-ইত) ধাবমান্ হও (জয়ত) বিজয় কর (বঃ বাহবঃ) তোমাদের বাহু (উগ্রঃ) প্রচণ্ড (সন্তু) হউক (তীক্ষ্ণেষবঃ উগ্রায়ুধাঃ) তীক্ষ্ণ শর ও উগ্র শস্ত্রধারী (উগ্র-বাহবঃ) উগ্রবাহু সম্পন্ন বীরগণ! শত্রুকে (অবলধন্বনঃ) নির্বল ধনু ও (অবলান্) বলহীন করিয়া (হত) হনন কর।

অনুবাদ—হে অগ্রণী বীরগণ! ধাবমান হও, বিজয় কর, তোমাদের বাহুবল প্রচণ্ড হউক। হে তীক্ষ্ণ শর ও শস্ত্রধারী পুরুষগণ! হে উগ্র বাহু সম্পন্ন বীরগণ! শত্রুদলকে নির্বলাস্ত্র ও অশক্ত করিয়া হনন কর।

২৯২। পুংসবন

যাসাং দ্যৌঃ পিতা পৃথিবী মাতা সমুদ্রো মূলং বীরুধা বভূব।
তাস্ত্বা পুত্রবিদ্যায় দৈবীঃ প্রাবন্ত্বোষধয়ঃ॥

অথর্ববেদ, ৩/২৩/৬

শব্দার্থ—হে স্ত্রী! (যাসাম্) যে বীধব (বীরুধাম্) ওষধি সমূহের (দ্যৌঃ পিতা) দ্যুলোক পিতা (পৃথিবী মাতা) পৃথ্বীলোক মাতা এবং (সমুদ্রঃ মূলম্) সমুদ্র লোক মূল আধার (বভূব) হইয়াছে (তাঃ) সেই ওষধি সমূহকে আমি তোমাকে (পুত্র-বিদ্যায়) সন্তান লাভের জন্য দান করিতেছি (দৈবীঃ) দিব্য গুণযুক্ত (ওষধয়ঃ) ওষধি সমূহ (প্র-অবন্তু) রক্ষা করুক।

অনুবাদ—হে স্ত্রী! যে ওষধি সমূহের দ্যুলোক পিতা, পৃথ্বীলোক মাতা এবং সমুদ্র লোক মূল আধার সেই ওষধি সমূহ তোমাকে সন্তান লাভের জন্য দান করিতেছি। দিব্য গুণযুক্ত ওষধি সমূহ তোমাকে রক্ষা করুক।

২৯৩। শুদ্ধি মন্ত্র

ইন্দ্রং বর্ধন্তো অপ্তুরঃ কৃন্বন্তো বিশ্বমার্য্যম্।
অপঘ্নন্তো অরাব্নঃ॥

অথর্ববেদ, ৯/৬৩/৫

শব্দার্থ—(ইন্দ্রং বর্ধন্তঃ) ঈশ্বরের মহিমাকে বৃদ্ধি কর (অপ্তুরঃ অপঘ্নতঃ অরাব্নঃ) স্বত্বাপহারী অনার্য্যকে সমুচিত শিক্ষা দাও (কৃন্বন্তঃ বিশ্বম্ আর্য্যম্) বিশ্বের সকলকে আর্য্য করিতে থাক।

অনুবাদ—হে মনুষ্য, ঈশ্বরের মহিমাকে বৃদ্ধি কর, স্বত্বাপহারী অনার্য্যকে সমুচিত শিক্ষা দাও, বিশ্বের সকলকে আর্য্যধর্মে দীক্ষিত করিতে থাক।

২৯৪। শুদ্ধিকরণ

পুনন্তু মা দেবজনাঃ পুনন্তু মনবো ধিয়া।
পুনন্তু বিশ্বা ভূতানি পবমানঃ পুনাতু মা॥

অথর্ববেদ, ৬/১৯/১

শব্দার্থ—(দেবজনাঃ) বিদ্বান্ পুরুষেরা (মা) আমাকে (পুনন্তু) পবিত্র করুন (মনবঃ) মননশীল পুরুষেরা (ধিয়া) বুদ্ধি দ্বারা (বিশ্বা ভূতানি) সব প্রাণী (পবমানঃ) পাবক পরমাত্মা (পুনাতু মা) আমাকে পবিত্র করুন।

অনুবাদ—বিদ্বান্ পুরুষেরা আমাকে পবিত্র করুন। মননশীল পুরুষেরা বুদ্ধি দ্বারা আমাকে পবিত্র করুন। প্রাণী মাত্রই আমাকে পবিত্র করুক, পবিত্রতাময় পরমাত্মা আমাকে পবিত্র করুন।

২৯৫। শুদ্ধিকরণ

পবমানঃ পুনাতু মা ক্রত্বে দক্ষায় জীবসে।
অথো অরিষ্টতাতয়ে॥

অথর্ববেদ, ৬/১৯/২

শব্দার্থ—(পবমানঃ) শুদ্ধিদাতা পরমাত্মা (মা) আমাকে (ক্রত্বে) পুরুষার্থের জন্য (দক্ষায়) বলবৃদ্ধির জন্য (জীবসে) দীর্ঘায়ু লাভের জন্য (অথো অরিষ্ট-তাতয়ে) এবং কল্যাণ প্রাপ্তির জন্য (পুনাতু) পবিত্র করুন।

অনুবাদ—পুরুষার্থের জন্য, বলবৃদ্ধির জন্য, দীর্ঘায়ু লাভের জন্য এবং কল্যাণ প্রাপ্তির জন্য শুদ্ধিদাতা পরমাত্মা আমাকে পবিত্র করুন।

২৯৬। শুদ্ধিকরণ

যদ্বিদ্বাংসো যদবিদ্বাংস এনাংসি চকৃমা বয়ম্।
যূয়ং নস্তস্মান্মুংচত বিশ্বেদেবাঃ সজোষসঃ॥

অথর্ববেদ, ৬/১১৫/১

শব্দার্থ—(বিশ্বে দেবাঃ) বিদ্বান্‌গণ! (বিদ্বাংসঃ যৎ) যাহা জ্ঞাত (যৎ অবিদ্বাংসঃ) যাহা অজ্ঞাত (এনাংসি বয়ং কৃতম্) পাপ কর্ম আমরা করিয়াছি (সজোষসঃ যূয়ম্) সমান প্রীতিযুক্ত তোমরা (তস্মাৎ) সেই পাপ হইতে (নঃ মুংচত) আমাদিকে মোচন কর।

অনুবাদ—হে বিদ্বান্‌গণ! জ্ঞাতই হউক বা অজ্ঞাতই হউক আমরা যে সব পাপ কর্ম করিয়াছি, আমাদের সে সব হইতে মুক্ত কর, কারণ তোমাদের সকলের প্রতি প্রীতি সমান।

২৯৭। শুদ্ধিকরণ

যদি জাগ্রদ্যদি স্বপন্নেন এনস্যোঽকরম্।
ভূতং মা তস্মাদ্ভব্যং দ্রুপদাদিব মুংচতাম॥

অথর্ববেদ, ৬/১১৫/২

শব্দার্থ—(জাগ্রৎ) জাগ্রতাবস্থায় (স্বপন্) স্বপ্নাবস্থায় (যদি) যদি (এনস্যঃ এনঃ) পাপ দ্বারা পাপ (অকরম্) করিয়া থাকি (ভূতম্) অতীত কালের (ভব্যম) ভবিষ্যৎ কালের (দ্রুপদাৎ) কাষ্ঠ বন্ধন হইতে মোচনের ন্যায় (তস্মাৎ) সেই পাপ হইতে (মা) আমাকে (মুংচতাম) মোচন কর।

অনুবাদ—জাগ্রতাবস্থায় বা স্বপ্নাবস্থায়, অতীতকালে বা ভবিষ্যৎকালে আমি

যে সব পাপ করিয়াছি, কাষ্ঠবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়ার ন্যায় সেই সব হইতে আমাকে মুক্ত কর।

২৯৮। শুদ্ধিকরণ

দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ স্বিন্নঃ স্নাত্বা মলাদিব।
পূতং পবিত্রেণেবাজ্যং বিশ্বে শুংভন্তু মৈনসঃ॥

অথর্ববেদ, ৬/১১৫/৩

শব্দার্থ—(দ্রুপদাৎ মুমুচানঃ ইব) কাষ্ঠ বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার ন্যায় (স্বিন্নঃ স্নাত্বা মলাৎ ইব) জলে ডুব দিয়া স্নান করিলে মল হইতে যেরূপ শুদ্ধ হয় (পবিত্রেণ পূতং আজ্যৎ ইব) সাঁকনী দ্বারা শুদ্ধ ঘৃতের ন্যায় (বিশ্বে) সর্ব ধর্মাত্মারা (এনসঃ) পাপ হইতে (মা শুংভংতু) আমাকে শুদ্ধ করুন।

অনুবাদ—কাষ্ঠ বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়ার ন্যায়, জলে ডুব দিয়া স্নান করিলে মল হইতে যেরূপ শুদ্ধ হওয়া যায় এবং সাঁকনী দ্বারা ঘৃত যেরূপ শুদ্ধ হয়, সব ধর্মাত্মারা আমাকে সেইরূপ শুদ্ধ করুন।

২৯৯। কল্যাণকারিণী স্ত্রী

শিবা ভব পুরুষেভ্যো গোভ্যো অশ্বেভ্যঃ শিবা।
শিবাস্মৈ সর্বস্মৈ ক্ষেত্রায় শিবা ন ইহৈধি॥

অথর্ববেদ, ৩/২৮/৩

শব্দার্থ—(পুরুষেভ্যঃ গোভ্যঃ অশ্বেভ্যঃ) পুরুষ গো ও অশ্বের প্রতি (শিবা ভব) কল্যাণকারিণী হও (নঃ) আমাদের জন্য (শিবা হই এধি) কল্যাণকারিণী রূপে এখানে এস।

অনুবাদ—হে কল্যাণি (স্ত্রী), তুমি পুরুষ, গো ও অশ্বজাতির প্রতি কল্যাণকারিণী হও, পতিগৃহের জন্য কল্যাণকারিণী হও, আমাদের জন্য কল্যাণকারিণী রূপে এখানে এস।

৩০০। সভাসদ

যদ্রাজানো বিভজন্ত ইষ্টাপূর্ত্তস্য ষোড়শং যমস্যামী সভাসদঃ।
অবিস্তস্মাৎ প্রমুংচতি দত্তঃ শিতি পাৎ স্বধা॥

অথর্ববেদ, ৩/২৯/১

শব্দার্থ—(যমস্য) নিয়ম পালক (অমী সভাসদঃ রাজানঃ) রাজার সভাসদ (যৎ ইষ্টাপূর্ত্তস্য ষোড়শম্) অন্নাদি ভোগের ষোড়শাংশ (বি-ভজন্তে) বিভাগ করে তাহা (দত্তঃ) প্রদত্ত (আবিঃ) রক্ষক (শিতিপাৎ) হানি হইতে (প্রমুঞ্চতি) মুক্ত করে এবং (স্বধা) স্বয়ং ধারণ করে।

অনুবাদ—নিয়ম রক্ষক রাজার সভাসদেরা প্রজার অন্নাদি ভোগের এক ষোড়শাংশ রাজার জন্য পৃথক করিয়া রাখে। প্রজাকর্ত্তৃক এই কর রাজাকে প্রদত্ত হয় এবং ইহাই প্রজার রক্ষক। ইহা প্রজাকে বিপত্তি হইতে মুক্ত করে এবং নিজেকে রক্ষা করে।

৩০১। সহৃদয়

সহৃদয়ং সাংমনস্যম বিদ্বেষং কৃণোমি বঃ।
অন্যো অন্যমভি হর্যত বৎসং জাতমিবাঘ্ন্যা॥

অথর্ববেদ, ৩/৩০/১

শব্দার্থ—(সহৃদম) সহৃদয়তা (সাংমনস্যম্) মনের উত্তম ভাব (অবিদ্বেষম্) নির্বৈরতা (বঃ) তোমাদের জন্য (কৃনোমি) করিতেছি (অন্যঃ অন্যম) একে অন্যের প্রতি (অভি হর্য্যত) প্রীতি কর (ইব) যেমন (জাতং বৎসম্) নবজাত বৎসকে (অঘ্ন্যা) গাভী প্রীতি করে।

অনুবাদ—আমি তোমাদের জন্য সহৃদয়তা, উত্তম মন, নির্বৈরতা প্রদান করিয়াছি। তোমরা একে অন্যের প্রতি, গাভী যেমন নবজাত বৎসের মলিন শরীরকে সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ জিহ্বা দ্বারা পরিষ্কার করে, তোমরাও সেইরূপ প্রেম কর।

৩০২। গার্হস্থ্য ধর্ম

অনুব্রতঃ পিতুঃ পুত্রো মাত্রা ভবতু সংমনাঃ।
জায়াপত্যে মধুমতীং বাচং বদতু শংতিবাম্॥

অথর্ববেদ, ৩/৩০/2

শব্দার্থ—(পুত্রঃ) পুত্র (পিতুঃ অনুব্রতঃ) পিতার অনুকূল (মাত্রা) মাতার সঙ্গে (সংমনা) সৎভাবে থাকিবে (জায়া) পত্নী (পত্যে) পতির সহিত (মধুমতীম্) মধুর (শংতিবাম্) শান্ত (বাচং বদতু) বাণী বলিবে।

অনুবাদ—পুত্র পিতার অনুকূলে কার্য্য করিবে, মাতার সহিত সৎভাবে থাকিবে। পত্নী পতির সহিত শান্ত ও মধুর বচন বলিবে।

৩০৩। ভ্রাতা ভগ্নী

মা ভ্রাতা ভ্রাতরং দ্বিক্ষন্মা স্বসারমুতস্বসা।
সম্যঞ্চঃ সব্রতা ভূত্বা বাচং বদত ভদ্রয়া॥

অথর্ববেদ, ৩/৩০/৩

শব্দার্থ—(ভ্রাতা ভ্রাতরম্) ভ্রাতা ভ্রাতাকে (মা দ্বিক্ষৎ) দ্বেষ করিবে না (উত) এবং (স্বসা স্বসারম্) ভগ্নী ভগ্নীকে (মা) দ্বেষ করিবে না (সম্যঞ্চঃ) সম মতাবলম্বী (সব্রতাঃ) সম কর্মাবলম্বী (ভূত্বা) হইয়া (ভদ্রয়া বাচং বদত) উত্তম রীতিতে বার্ত্তালাপ করিবে।

অনুবাদ—ভ্রাতা ভ্রাতাকে দ্বেষ করিবে না। ভগ্নী ভগ্নীকে দ্বেষ করিবে না। তোমরা সকলে সম মতাবলম্বী ও সম কর্মাবলম্বী হইয়া সৎভাবে বার্তালাপ করিবে।

৩০৪। অবিরোধ

যেন দেবা ন বিয়ংতি নোচ বিদ্বিষতে মিথঃ।
তৎকৃন্মো ব্রহ্ম বো গৃহে সংজ্ঞানং পুরুষেভ্যঃ॥

অথর্ববেদ, ৩/৩০/৪

শব্দার্থ—(যেন) যাহাতে (দেবাঃ ন বিয়ন্তি) বিদ্বান্‌দের মধ্যে বিরোধ না হয় (মিথঃ নো চ বিদ্বিষতে) পরস্পর দ্বেষ না হয় (তৎ সংজ্ঞানং ব্রহ্ম) সেই উত্তম জ্ঞান (বঃগৃহে) তোমাদের গৃহে (পুরুষেভ্যঃ) মনুষ্যদের জন্য (কৃন্মঃ) করি।

অনুবাদ—যাহাতে জ্ঞানীদের মধ্যে বিরোধ না হয়, পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ না জন্মে সেই উত্তম জ্ঞান তোমাদের গৃহে মনুষ্যের মধ্যে দান করিয়াছি।

৩০৫। সম্বন্ধ

জ্যায়স্বন্তশ্চিত্তিনো মা বি যৌষ্ট সংরাধয়ন্ত সধুরাশ্চরন্তঃ।
অন্যো অন্যস্মৈ বল্গু বদন্ত এত সধ্রীচী নান্বঃ সংমনসস্কৃণোমি॥

অথর্ববেদ, ৩/৩০/৫

শব্দার্থ—(জ্যায়স্বন্তঃ) জ্যেষ্ঠের সম্মান দাতা (চিত্তিনঃ) বিচারশীল (সংরাধয়ন্তঃ) সাধক (সধু রাঃ চরন্তঃ) এক বন্ধনের নীচে গমনশীল তোমরা (মা বি যৌষ্ঠ) পৃথক হইও না (অন্যঃ অন্যস্মৈ) একে অন্যের সঙ্গে (বল্গু বদন্তঃ) মনোহর কথাবার্তায় (এত) অগ্রসর হও (বঃ) তোমাদিগকে (সধ্রীচীনান্) এক পথের পথিক (সং মনসঃ) উত্তম মনযুক্ত (কৃনোমি) করিতেছি।

অনুবাদ—তোমরা জ্যেষ্ঠের সম্মান করিও। তোমরা বিচারশীল সাধক একই বন্ধনের নীচে আবদ্ধ হইয়া চলিতেছ। তোমরা পৃথক হইও না। একে অন্যের সঙ্গে মনোহর কথাবার্তায় অগ্রসর হও। তোমাদিগকে এক পথের পথিক এবং উত্তম মন বিশিষ্ট করিয়াছি।

৩০৬। সজ্ঘবদ্ধতা

সমানীপ্রপাসহ বোহন্নভাগঃ সমানে যোক্ত্রে সহ বো যুনজ্মি।
সম্যঞ্চোঽগ্নিং সপর্য্যতারা নাভি মিবাভিতঃ॥

অথর্ববেদ, ৩/৩০/৬

শব্দার্থ—(বঃ) তোমাদের (প্রপাঃ) পান (সমানী) এক সঙ্গে হউক (বঃ অন্নভাগঃ) তোমাদের আহার (সমানঃ) এক সঙ্গে হউক (বঃ) তোমাদিগকে (সহ) সঙ্গে (সমানে যোক্ত্রে) এক বন্ধনে (যুনজমি) যুক্ত করিতেছি (সম্যঞ্চঃ) সব মিলিয়া (অগ্নিং সপর্য্যত) পরমাত্মাকে পূজা কর (ইব) যেমন (অরাঃ নাভিং অভিত) রথের চক্রনাভির চারিদিকে অর থাকে।

অনুবাদ—তোমাদের পান একসঙ্গে হউক, ভোজনও এক সঙ্গে হউক। তোমাদিগকে এক সঙ্গে একই প্রেমবন্ধনে যুক্ত করিয়াছি। সকলে মিলিয়া পরমাত্মাকে পূজা কর। রথচক্রের কেন্দ্রের চারিদিকে যেমন অর থাকে তোমরা সেইভাবে থাক।

৩০৭। সজ্ঘবদ্ধতা

সধ্রীচীনান্বঃ সংমনসস্কৃণোম্যেকশ্নুষ্ঠান্ত্ সংবননেন সর্বান্।
দেবা ইবামৃতং রক্ষমানাঃ সায়ং প্রাতঃ সৌমনসো বো অস্তু॥

অথর্ববেদ, ৩/৩০/৭

শব্দার্থ—(সংবননেন) উত্তম সেবা ভাবের সহিত (বঃ সর্বান্) তোমাদের সকলকে (সধ্রীচীনান্) এক পথের পথিক এবং (সংমনসঃ) সুমনা (এক শ্নুষ্টীন্) সমান ভোজন গ্রাহী (কৃনোমি) করিতেছি (অমৃতং রক্ষমানাঃ দেবাঃ ইব) অমৃতের রক্ষক বিদ্বান্‌দের ন্যায় (সায়ং প্রাতঃ) সকালে ও সায়ংকালে (বঃ সৌমনসঃ অস্তু) তোমাদের চিত্তের প্রসন্নতা হউক।

অনুবাদ—তোমরা সৎভাবে একই পথে অগ্রসর হও, চিত্ত তোমাদের উন্নত হউক, পানাহার তোমাদের একসঙ্গে হউক—আমি তোমাদের জন্য এইরূপ ব্যবস্থাই করিয়াছি। অমৃত রসে আপ্লুত বিদ্বান্‌দের ন্যায় প্রাতে ও সায়ংকালে তোমাদের চিত্ত প্রসন্ন হউক।

৩০৮। আরোগ্য

বি দেবা জরসা বৃতন্ বিত্বমগ্নে অরাত্যা।
ব্যহহং সর্বেণ পাপ্মনা বিযক্ষ্মেণ সমায়ুষা॥

অথর্ববেদ, ৩/৩১/১

শব্দার্থ—(দেবাঃ) দেবতা (জরসা) জরতা হইতে (বি-অবৃতন্) দূরে থাকেন (অগ্নে) হে অগ্নে! (ত্বম) তুমি (আ-রাত্যা) সংকোচ হইতে পৃথক থাক (অহম্) আমি (সর্বেণ) সর্ব প্রকারের (পাপ্মনা) পাপ হইতে (যক্ষ্মেণ) রোগ হইতে (বি) পৃথক (আয়ুষা) দীর্ঘ আয়ু দ্বারা (সম্) যুক্ত থাকিব।

অনুবাদ—দেবতা জড়তা হইতে দূরে থাকেন। হে অগ্নে! তুমি মালিন্য হইতে পৃথক। আমিও সর্বপ্রকারের পাপ ও রোগ হইতে পৃথক থাকিয়া দীর্ঘ আয়ু ভোগ করিব।

৩০৯। সপ্তগ্রহ

অনড্বান্ দাধার পৃথিবীমুত দ্যামনড্বান্ দাধারোর্বন্তরিক্ষম্।
অনড্বান্ দাধার প্রদিশঃ ষড়ুর্বীরনড্বান্ বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ॥

অথর্ববেদ, ৪/১১/১

শব্দার্থ—(অনড্বান্) এই সূর্য্য! অনড্বান্ ইন্দ্র অর্থাৎ সূর্য্যের এক নাম। (পৃথিবীম্ দাধার) পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছে (অনড্বান্ উত দ্যাম্ উরু অন্তরিক্ষম্) সূর্য্য দ্যুলোক এবং বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষকে (দাধার) ধারণ করিয়াছে (অনড্বান্ প্রদিশঃ দাধার) সূর্য্য দিকসমূহকে ধারণ করিয়াছে (অনড্বান্ ষড় উর্বীঃ) সূর্য্য অন্যান্য ছয় পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছে।

অনুবাদ—সূর্য্য এই পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছে, এইরূপ দ্যুলোক ও বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষকে, দিক্ সমূহ ও অন্যান্য ছয় গ্রহকেও সূর্য্য ধারণ করিয়াছে।

৩১০। উন্নত জীবন

উতদেবা অবহিতং দেবা উন্নয়থা পুনঃ।
উতাগশ্চক্রুষং দেবা দেবা জীবয়থা পুনঃ॥

অথর্ববেদ, ৪/১৩/১

শব্দার্থ—(দেবাঃ দেবাঃ) হে শ্রেষ্ঠ বিদ্বান্‌গণ! (অবহিতম্) অধোগত মনুষ্যকে (উন্নয়থা) উন্নত করিতেছ (আগঃ চক্রুষম্) অপরাধকারীকে (উত) পুনরায় (জীবয়থা) জীবনদান কর।

অনুবাদ—হে মনস্বী বিদ্বান্‌গণ! অধঃপতিত মানবগণকে উপরে উঠাও, পাপীদিগকে উৎকৃষ্ট জীবন দান কর।

৩১১। প্রাণ ও অপান বায়ু

দ্বাবিমৌ বাতৌ বাত আসিন্ধোরা পরাবতঃ।
দক্ষং তে অন্য আবাতু ব্যহন্যো বাতু যদ্ রপঃ॥

অথর্ববেদ, ৪/১৩/২

শব্দার্থ—(ইমৌ) এই (দ্বৌ) দুই (বাতৌ) প্রাণ ও অপান বায়ু (বাতঃ) চলিতেছে (আ-সিন্ধোঃ) এক সমুদ্র হইতে (অপরাবতঃ) দ্বিতীয় বহুদূর প্রদেশ হইতে (অন্যঃ) এক (তে) তোমার জন্য (দক্ষম্) বল (আ-বাতু) আনে (অন্যঃ) অন্য (যদ্) যে (রূপঃ) রোগ-পাপ (বি-ধাতু) বাহির করে।

অনুবাদ—প্রাণ বায়ু ও অপান বায়ু দুইই প্রবাহিত হইতেছে। অপান বায়ু সমুদ্র সদৃশ গভীর ফুসফুস হইতে আসিতেছে এবং প্রাণ বায়ু দূর বায়ু মণ্ডল হইতে আসিতেছে। প্রাণবায়ু তোমার জন্য বল সঞ্চার করিতেছে এবং অপান বায়ু শরীরের রোগ পাপকে শরীর হইতে বাহির করিতেছে।

৩১২। গো

যূয়ং গাবো মেদয়থা কৃশংং চিদশ্রীরং চিৎ কৃণুথা সুপ্রতীকম্।
ভদ্রং গৃহং কৃণুথ ভদ্রবাচো বৃহদ্বো বয় উচ্যতে সভাসু॥

অথর্ববেদ, ৪/২১/৬

শব্দার্থ—(যূয়ং গাবঃ) ধেনু সকল! তোমরা (কৃশম্) কৃশ মনুষ্যকে (মেদয়থা) হৃষ্ট পুষ্ট কর (অ-শ্রীরং চিৎ) বিশ্রী মনুষ্যকে (সুপ্রতীকম্) সুশ্রী কর (গৃহম্) গৃহকে (ভদ্রম্) মঙ্গলময় (কৃনুথ) কর (ভদ্রবাচঃ) সুশব্দ যুক্ত ধেনু সকল! (সভাসু) সভা সমূহে (বঃ) তোমাদের (বৃহৎ বয়ঃ) বহু বর্ণনা (উচ্যতে) করা হয়।

অনুবাদ—হে ধেনু সকল! তোমরা কৃশ মনুষ্যকে হৃষ্ট পুষ্ট কর। অশুচি মনুষ্যকে পবিত্র কর, গৃহকে মঙ্গলময় কর। তোমাদের কথা মঙ্গলময় হউক। সভাসমূহে তোমাদের বহুগুণ বর্ণনা করা হয়।

৩১৩। ক্ষত্রিয়

ইমমিন্দ্র বর্ধয় ক্ষত্রিয়ং ম ইমং বিশামেক বৃষং কৃণু ত্বম্।
নিরমিত্রানক্ষু হ্যস্য সর্বাংস্তান্ রংধয়াস্মা অহমুত্তরেষু॥

অথর্ববেদ, ৪/২২/১

শব্দার্থ—(ইন্দ্র) ঐশ্বর্য্যময় প্রভু! (ইমং ক্ষত্রিয়ম্) এই ক্ষত্রিয়কে (বর্ধয়) সমৃদ্ধিশালী কর (ইমম্) ইহাকে (মে বিশাং একবৃষম) আমার প্রজাদের মধ্যে অদ্বিতীয় বলিষ্ঠ (কৃনু) কর (অস্য অমিত্রান্) ইহার শত্রুদিগকে (নিরক্ষুহি) নির্বল কর (অহমুত্তরেষু) স্পর্ধার মধ্যে (তান্ সর্বাণ) তাহাদের সকলকে (রন্ধয়) বিনাশ কর।

অনুবাদ—হে ঐশ্বর্য্যময় প্রভু! ক্ষত্রিয় বৃদ্ধি কর; আমার প্রজাদের মধ্যে ক্ষত্রিয়দিগকে অদ্বিতীয় বলিষ্ঠ কর। তাহাদের শত্রুগণকে নির্বল কর। স্পর্ধার সহিত সেই সব শত্রুকে বিনাশ কর।

৩১৪। রাজা

অয়মস্তু ধনপতি র্ধনানাময়ং বিশাং বিশ্‌পতিরস্তু রাজা।
অস্মিন্নিন্দ্র মহি বচাংসি ধেহ্য বর্চসং কৃণুহি শত্রুমস্য॥

অথর্ববেদ, ৪/২২/৩

শব্দার্থ—(অয়ম্) এই (ধনানাং ধনপতিঃ) ধনের ধনপতি (অস্তু) হউক (বিশাম্) প্রজাদের (বিশ্‌পতি) যোগ্য পালক (রাজা-অস্তু) রাজা হউক (ইন্দ্র) হে প্রভু! (অস্মিন্) ইহাতে (মহি-বর্চাংসি) বিপুল তেজ (ধেহি) স্থাপন কর (অস্য শত্রুম্) ইহার শত্রুকে (অ-বর্চসং কৃনুহি) নিস্তেজ কর।

অনুবাদ—ক্ষত্রিয়েরা ধনের অধিপতি হউক, প্রজাদের যোগ্য পালক ও রাজা হউক। হে প্রভু! ইহাদের মধ্যে বিপুল তেজ স্থাপন কর এবং ইহাদের শত্রুদলকে নিস্তেজ কর।

৩১৫। শস্ত্রজ্ঞ

তীক্ষ্ণেষবো ব্রাহ্মণা হেতি মন্তো যামস্যন্তি শরব্যাং ন সা মৃষা।
অনুহায় তপসা মন্যুনা চোত দূরাদব ভিন্দন্ত্যেনম্॥

অথর্ববেদ, ৫/১৮/৯

শব্দার্থ—(তীক্ষ্ণ-ইষবঃ) যাঁহাদের বান তীক্ষ্ণ (হেতি-মন্তঃ) যাঁহারা শস্ত্রধারী (ব্রাহ্মণাঃ) এরূপ ব্রাহ্মণেরা (যাং শরব্যাম্) যে সব শস্ত্র নিক্ষেপ করেন (সা ন মৃষা) সে শস্ত্র ব্যর্থ হয় না (মন্যুনা) তেজস্বিতার সহিত (তপসা) কঠোরতা সহ্য করিয়া (অনুহায়) শত্রুর অনুসরণ করিয়া (উত) নিশ্চয় (এনম্) শত্রুকে (দূরাৎ অব ভিন্দন্তি) দূর হইতে ভেদ করে।

অনুবাদ—সুতীক্ষ্ণ শর ও শস্ত্রে সুসজ্জিত ব্রাহ্মণ যে সব শস্ত্র নিক্ষেপ করেন তাহা ব্যর্থ হয় না। তাহা তেজস্বিতার সহিত কঠোরতার মধ্যেও শত্রুর অনুসরণ করিয়া তাহাকে দুর হইতে নিশ্চয়ই ভেদ করে।

৩১৬। অত্যাচারী রাজা

উগ্রো রাজা মন্যমানো ব্রাহ্মণং যো জিঘৎসতি।
পরা তৎসিচ্যতে রাষ্ট্রং ব্রাহ্মণো যত্র জীয়তে॥

অথর্ববেদ, ৫/১৯/৬

শব্দার্থ—(যঃ রাজা) যে রাজা (উগ্রঃ মন্য মানঃ) নিজেকে শক্তিশালী মনে করিয়া (ব্রাহ্মণম্) জ্ঞানীকে (জিঘিৎসতি) বিনাশ করে (যত্র) যেখানে (ব্রাহ্মণঃ জীয়তে) জ্ঞানী দলিত হয় (তৎ রাষ্ট্রম্) সেই রাষ্ট্র (পরাসিচ্যতে) অত্যন্ত অধঃপতিত হয়।

অনুবাদ—যে রাজ্য নিজেকে শক্তিশালী মনে করিয়া জ্ঞানীকে বিনাশ করে এবং যেখানে জ্ঞানী দলিত হয় সে রাষ্ট্র মহা অধঃপতনে নিপতিত হয়।

৩১৭। ধ্বংস

তদ্বৈ রাষ্ট্রমা স্রবতি নাবং ভিন্নামিবোদকম।
ব্রহ্মাণং যত্র হিংসন্তি তদ্রাষ্ট্রং হন্তি দুচ্ছুনা॥

অথর্ববেদ, ৫/১৯/৮

শব্দার্থ—(তদ্বৈ) সেই পাপ (রাষ্ট্রং অস্রবতি) রাষ্ট্রকে ধ্বংস করে (ভিন্নাং নাবম্) ছিদ্র যুক্ত নৌকাকে (যত্র) যেখানে (ব্রহ্মাণং হিংসন্তি) জ্ঞানীর উপর অত্যাচার হয় (তদ্ রাষ্ট্রম্) সেই রাষ্ট্র (দুচ্ছু না হন্তি) দুর্গতি দ্বারা নষ্ট হয়।

অনুবাদ—রাজার অত্যাচার রাষ্ট্রকে ধ্বংস করে, যেমন জল জীর্ণ নৌকাকে বিনষ্ট করে। যেখানে জ্ঞানীদের উপর অত্যাচার হয় সে রাষ্ট্র দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়া বিনষ্ট হয়।

৩১৮। সূর্য্যোদয়

উৎ পুরস্তাৎ সূর্য্য এতি বিশ্বদৃষ্টো অদৃষ্টহা।
দৃষ্টাংশ্চ ঘ্নন্নদৃষ্টাংশ্চ সর্বাংশ্চ প্রমৃণন্ ক্রিমীন্॥

অথর্ববেদ, ৫/২৩/৬

শব্দার্থ—(পুরস্তাৎ) পূর্বদিকে (সূর্য্যঃ) সূর্য্য (উৎএতি) উদয় হয় (বিশ্বদৃষ্টঃ) সকলেই তাহাকে দেখে অদৃষ্টহা (অদৃষ্ট রোগ বীজানুকে নষ্ট করে (দৃষ্টান্) দৃষ্ট রোগ বীজানুকে (ঘ্নন্) মারিয়া (চ) এবং (অদৃষ্টান্) অদৃষ্টরোগ বীজানুকে (সর্বান্) সব (ক্রিমীন্) কীটকে (প্রমৃনন্) নষ্ট করিয়া।

অনুবাদ—সকলেই দেখে সূর্য্য পূর্বদিকে শুধু উদিতই হয়। কিন্তু সূর্য্যের উদয়ে রোগ সমূহের দৃষ্ট ও অদৃষ্ট বীজাণু বিনষ্ট হইয়া যায়।

৩১৯। সূর্য্য

অয়মগ্নি রুপসদ্য ইহ সূর্য্য উদেতু তে।
উদেহি মৃত্যোর্গম্ভীরাৎ কৃষ্ণাচ্চিৎ তমসস্পরি॥

অথর্ববেদ, ৫/৩০/১১

শব্দার্থ—(অয়ম্) এই (অগ্নিঃ) অগ্নি (উপসদ্য) সেবা যোগ্য (ইহ) এখানে (তে) তোমার উপর (সূর্য্যঃ) সূর্য্য (উদেতু) জ্যোতি বিস্তার করুক (গম্ভীরাৎ) গভীর (কৃষ্ণাৎ চিৎ) অত্যন্ত কৃষ্ণ (তমসঃ) অন্ধকার (মৃত্যোঃ) মৃত্যু হইতে (পরি) ছুটিয়া (উৎ এহি) উপরে উঠিয়া এস।

অনুবাদ—এই অগ্নি সেবা যোগ্য। এখানে তোমার উপর সূর্য্য জ্যোতি প্রদান করুক। গভীর কৃষ্ণান্ধকার রূপী মৃত্যু হইতে ছুটিয়া তুমি উদিত জ্যোতির দিকে অগ্রসর হও।

৩২০। প্রাণবায়ু

মা তে প্রাণ উপদসন্মো অপানোপিধায়িতে।
সূর্য্য স্ত্বাধি পতির্মৃত্যোরুদায়চ্ছতু রশ্মিভিঃ॥

অথর্ববেদ, ৫/৩০/১৫

শব্দার্থ—(তে) তোমার (প্রাণঃ) প্রাণবায়ু (মা দসৎ) ক্ষীণ না হয় (তে) তোমার (অপানঃ) অপান বায়ু (অপি-ধায়ী) বন্ধ না হয় (ত্বা) তোমাকে (সূর্য্যঃ) সূর্য্য (অধি পতিঃ) রাজা (মৃত্যোঃ) মৃত্যু হইতে (রশ্মিভিঃ) কিরণ দ্বারা (উদ্ আয়চ্ছতু) উপরে উঠাইতেছে।

অনুবাদ—তোমার প্রাণবায়ু যেন ক্ষীণ না হয়। তোমার অপান বায়ু যেন বন্ধ না হয়। অধিপতি সূর্য্য স্বীয় রশ্মি দ্বারা মৃত্যু হইতে তোমাকে যেন রক্ষা করেন।

৩২১। ভেষজ

সিন্ধু পত্নীঃ সিন্ধুরাজ্ঞীঃ সর্বা যা নদ্যঃ হ স্থন।
দত্ত নস্তস্য ভেষজং তেনা বো ভুনজামহৈ॥

অথর্ববেদ, ৬/২৪/৩

শব্দার্থ—(সিন্ধু পত্নীঃ) সিন্ধুর পত্নী (সিন্ধু রাজ্ঞীঃ) সিন্ধুর রানী (যঃ) যে (সর্বাঃ) সব (নদ্যঃ) নদী (স্থন) আছে (নঃ) আমাদিগকে (তস্য) রোগের (ভেষজম্) ঔষধ (দত্ত) দাও (তেন) তবুও (বঃ) তোমাদের সহায়তায় (ভুনজামহৈ) ভোজনাদি করিব।

অনুবাদ—হে নদী! সমুদ্র তোমাদের পালক ও রাজা। তোমরা যত নদী আছ, আমাদিগকে সর্ববিধ রোগের ঔষধ দান কর। তোমাদের সহায়তায় আমরা ভোজ্য পদার্থ উত্তমরূপে গ্রহণ করিতে পারিব।

৩২২। চিত্তশুদ্ধি

পরোপেহি মনস্পাপ কিমশস্তানি শংসসি।

পরেহি ন ত্বা কাময়ে বৃক্ষাং বনানি সং চর গৃহেষু গোষু মে মনঃ।

অথর্ববেদ, ৬/৪৫/১

শব্দার্থ—(মনঃ পাপ) হে মনের পাপ! (পরঃ) দূরে (অপেহি) অপসৃত হও (কিম্) তুমি কি (অশস্তানি) অসৎ কথা (শংসসি) বলিতেছ (পরা ইহি) দূরে যাও (ত্বা ন কাময়ে) তোমাকে আমি চাই না (বৃক্ষান্ ব্রনানি) বৃক্ষে বৃক্ষে বনে বনে (সং চর) বিচরণ কর (মে মনঃ) আমার মন (গৃহেষু) গৃহে (গোষু) ও পশু পালনে।

অনুবাদ—হে মানসিক পাপ! দূরে অপসৃত হও। তুমি কি অসদুপদেশ দিতেছ। দূরে যাও তোমাকে আমি চাই না। বৃক্ষে বৃক্ষে বনে বনে বিচরণ কর। আমার মন গৃহকার্য্যে ও পশু পালনে নিযুক্ত থাকুক।

৩২৩। মুণ্ডন

যেনাবপৎ সবিতা ক্ষুরেণ সোমস্য রাজ্ঞো বরুণস্য বিদ্বান্।

তেন ব্রহ্মাণো বপতেদমস্য গোমানশ্ববান য়মস্তু প্রজাবান্॥

অথর্ববেদ, ৬/৬৮/৩

শব্দার্থ—(যেন ক্ষুরেণ) যেরূপ ক্ষুর দ্বারা (সোমস্য রাজ্ঞঃ) শান্ত স্বভাব রাজা ও (বরুণস্য) শ্রেষ্ঠ পুরুষের (সবিতা বিদ্বান্) অভিজ্ঞ বিদ্বান্ (অবপৎ) মুণ্ডন করেন (তেন) সেইরূপ ক্ষুর দ্বারা (ব্রহ্মাণঃ) হে ব্রাহ্মণ গণ! (অস্য) এই বালকের (ইদম্) কেশ (বপত) কীর্তন কর (অয়ম্) এই বালক (গোমান্ অশ্ববান্ প্রজাবান্) গো, অশ্ব ও সন্তান যুক্ত (অস্তু) হউক।

অনুবাদ—অভিজ্ঞ বিদ্বান্ যেরূপ ক্ষুরদ্বারা শান্তস্বভাব রাজা ও শ্রেষ্ঠ পুরুষকে মুণ্ডন করেন, সেইরূপ ক্ষুরদ্বারা হে ব্রাহ্মণগণ! এই বালকের কেশ কর্তন কর। এই বালক গো, অশ্ব ও সন্তান লাভ করুক।

৩২৪। মিলন

সং বঃ পৃচ্যন্তাং তন্বঃ সংমনাংসি সমুব্রতা।

সং বোহয়ং ব্রহ্মণস্পতি র্ভগঃ সংবো অজীগমৎ॥

অথর্ববেদ, ৬/৭৪/১

শব্দার্থ—(বঃ তন্বঃ) তোমাদের শরীর (সং পৃচ্যন্তাম্) মিলিয়া থাকুক (মনাংসি সম্) মন মিলিয়া থাকুক (ব্রতা) কর্ম মিলিয়া থাকুক (অয়ম্) এই (ব্রাহ্মণঃ পতিঃ ভগ) জ্ঞানের রক্ষক ঐশ্বর্য্যময় প্রভু (বিঃ সং সম্ অজীগমৎ) সকলকে মিলাইয়া রাখ।

অনুবাদ—তোমাদের শরীর মন এবং কর্ম একসঙ্গে মিলিয়া থাকুক। হে জ্ঞানের রক্ষক, ঐশ্বর্য্যময় প্রভু! সকলকে মিলাইয়া রাখ।

৩২৫। সন্তোষ

সংজ্ঞপনং বো মনসোহথো সংজ্ঞপনং হৃদঃ।

অথো ভগস্য যচ্ছান্তং তেন সংজ্ঞপয়ামি বঃ॥

অথর্ববেদ, ৬/৭৪/২

শব্দার্থ—(বঃ মনসঃ) তোমাদের মনের (সংজ্ঞপনম্) উত্তম জ্ঞান (হৃদঃ) হৃদয়ের (সংজ্ঞপনম্) সন্তোষ ভাব (অথো) এবং (ভগস্য শ্রান্তম্) ভাগ্যের শ্রম (তেন) তাহা দ্বারা (বঃ-সংজ্ঞপয়ামি) তোমাদিগকে সন্তুষ্ট করিতেছি।

অনুবাদ—তোমাদের মনের উত্তম জ্ঞান, হৃদয়ের সন্তোষ ভাব এবং ভাগ্যের শ্রান্তি—এই সব দ্বারা তোমাদের সন্তোষ বিধান করিতেছি।

৩২৬। গর্ভাধান

পরিহস্ত বিধারয় যোনিং গর্ভায় ধাতবে।
মর্য্যাদে পুত্রমা ধেহি তং ত্বমা গময়াগমে॥

অথর্ববেদ, ৬/৮১/২

শব্দার্থ—(পরিহস্ত) হে শক্তির আশ্রয়দাতা পুরুষ! (গর্ভায়ধাতবে) গর্ভের পুষ্টির জন্য (যোনিম্) স্ত্রী যোনিকে (বি-ধারয়) বিশেষভাবে রক্ষা কর (মর্য্যাদে) হে মর্য্যাদা যুক্ত পত্নী! (পুত্রম্) গর্ভস্থ সন্তানকে (আ ধেহি) বিশেষভাবে পুষ্ট কর (ত্বম্) তুমি (তম্) সেই সন্তানকে (আগমে) যোগ্য সময়ে (আগময়) উৎপন্ন কর।

অনুবাদ—হে শক্তিধর পুরুষ! গর্ভের পুষ্টির জন্য স্ত্রী যোনিকে বিশেষরূপে রক্ষা কর। হে মর্য্যাদাময়ী পত্নী! গর্ভস্থ সন্তানকে বিশেষভাবে পুষ্ট কর। তুমি সেই সন্তানকে উপযুক্ত সময়ে প্রসব কর।

৩২৭। মেধা

মেধামহং প্রথমাং ব্রহ্মন্বতীং ব্রহ্ম জুতা মৃষিষ্টুতাম।
প্রপীতাং ব্রহ্মচারিভির্দেবানামবসে হুবে॥

অথর্ববেদ, ৬/১০৮/২

শব্দার্থ—(প্রথমাম্) প্রকৃষ্ট (ব্রহ্মন্বতীম্) ব্রহ্মযুক্ত (ব্রহ্মজুতাম্) ব্রহ্মদ্বারা উদ্বুদ্ধ (ঋষি স্তুতাম্) ঋষিদের দ্বারা প্রশংসিত (ব্রহ্মচারিভিঃ) ব্রহ্মচারীদের দ্বারা (প্র-পীতাম্) বিশেষরূপে সেবনীয়া (মেধাম্) মেধাকে (হুবে) আরাধনা করিতেছি।

অনুবাদ—আমি প্রকৃষ্টা, ব্রহ্মযুক্তা, ব্রহ্ম দ্বারা উদ্বুদ্ধা, ঋষিদের দ্বারা প্রশংসিতা এবং ব্রহ্মচারীদের দ্বারা বিশেষ রূপে সেবনীয়া মেধাকে আরাধনা করি।

৩২৮। সূর্য্য রশ্মি

মেধাং সায়ং মেধাং প্রাতর্মেধাং মধ্যন্দিনং পরি।
মেধাং সূর্য্যস্য রশ্মিভির্বচসা বেশয়ামহে॥

অথর্ববেদ, ৬/১০৮/৫

শব্দার্থ—(সায়ম্) সায়ং কালে (প্রাতঃ) প্রাতঃকালে (মধ্যন্দিনে) দ্বিপ্রহরে (সূর্য্যস্য) সূর্য্যের (রশ্মিভিঃ) রশ্মির সহিত (বচসা) বাণী দ্বারা(মেধাম্) মেধাকে (আ-বেশয়ামসি) ধারণ করি।

অনুবাদ—সায়ংকালে, প্রাতঃকালে এবং দ্বি প্রহরে সূর্য্য রশ্মির সহিত বাণী দ্বারা মেধাকে ধারণ করি।

৩২৯। মেধা

যাং মেধাং ঋভবো বিদুর্যাং মেধামসুরা বিদুঃ।
ঋষয়ো ভদ্রাং মেধাং যাং বিদুস্তাং ময্যা বেশয়ামহি॥

অথর্ববেদ, ৬/১১৮/৩

শব্দার্থ—(যাম্) যে (মেধাম্) মেধাকে (ঋভবঃ) কলাকুশল বিদ্বান্ (বিদুঃ) জানেন (যাম্) যে (মেধাম্) মেধাকে (অসুরাঃ) মেঘবিদ্যাবিৎ (বিদুঃ) জানেন (যাম্) যে (ভদ্রাম্) কল্যাণময়ী (মেধাম্) মেধাকে (ঋষয়ঃ) ঋষিরা (বিদুঃ) জানেন (তাম্) তাহাকে (ময়ি) আমার মধ্যে (আ-বেশয়ামসি) স্থাপিত করি।

অনুবাদ—যে মেধাকে কলাকৌশলবিৎ বিদ্বানেরা জানেন, যে মেধাকে মেঘবিদ্যাবিৎ জ্ঞানীরা জানেন, যে-কল্যাণময়ী মেধাকে ঋষিরাও জানেন, সেই মেধাকে আমার মধ্যে স্থাপন করি।

৩৩০। ভোজন

ব্রীহি মত্তং যবমত্তমথো মাষমথো তিলম্।
এষ বাং ভাগো নিহিতো রত্ন ধেয়ায় দন্তৌ
মা হিংসিষ্টং পিতরং মাতরং চ॥

অথর্ববেদ, ৬/১৪০/২

শব্দার্থ—(ব্রীহিম্) তণ্ডুল (অত্তম্) ভোজন কর (যবম্) যব (অথো) বা (অত্তম্) ভোজন কর (মাষম্) মাষকলাই (অথো) অথবা (তিলম্) তিল (এষ বাং ভাগঃ) তোমাদের ইহাই অংশ (রত্নধেয়ায়) রমণীয়তা জন্য (নিহিতঃ) বিহিত (দন্তৌ) দাঁত (পিতরম্) রক্ষককে (মাতরম্) সম্মান দাতাকে (হিংসিষ্টম্) হিংসা যেন না করে।

অনুবাদ—চাউল, যব, মাষ এবং তিল ভক্ষণ কর। রমণীয়তার জন্য ইহাই তোমাদের জন্য অধিকার বিহিত হইয়াছে। পালক ও রক্ষককে ভক্ষণ করিও না।

৩৩১। রাজসভা

সভা চ মা সমিতিশ্চাবতাং প্রজাপতের্দুহিতরৌ সংবিদানে।
যেনা সংগচ্ছা উপমাস শিক্ষাচ্চারু বদানি পিতরঃ সংগতেষু॥

অথর্ববেদ, ৭/১২/১

শব্দার্থ—(প্রজাপতেঃ) রাজার (দুহিতরৌ) কন্যাবৎ (সভা) লোকসভা (চ) এবং (সমিতিঃ) রাষ্ট্র পরিষদ্ (মা অবতাম্) আমাকে রক্ষা করুক উভয়ই (সংবিদানে) ঐক্য সাধন করে (যেন) যে-সভাসদের সঙ্গে আমি মিলিব (সমা উপশিক্ষাৎ) সে আমাকে জ্ঞান দান করুক (পিতরঃ) হে পালন কর্তা সভাসদ্ বৃন্দ! (সংগতেষু) সভাসমূহে (চারুবদানি) সত্য বলিব।

অনুবাদ—লোকসভা ও রাষ্ট্রপরিষদ্ প্রজারক্ষক রাজার দুই দুহিতা সদৃশ। উভয়ই আমাকে রক্ষা করুক। উভয় সভাতেই প্রজার সম্মতির মিলন সংঘটিত হয়। রাজা এই দুই সভার সদস্যদের নিকট হইতে প্রজাদের সম্মতি জানিতে পারেন। হে প্রজারক্ষক সভাসদ্‌বৃন্দ! আমরা সকলে সভা সমূহে পক্ষপাতহীন বাক্য উচ্চারণ করিব।

৩৩২। পরমাত্মা সর্বভূতে বর্তমান

যো অগ্নৌ রুদ্রো যো অপ্স্বন্তর্য ওষধী বীরুধ আবিবেশ।
য ইমা বিশ্বা ভুবনানি চাক্লৃপে তস্মৈ রুদ্রায় নমো অস্ত্বগ্নয়ে॥

অথর্ববেদ, ৭/৮৭/১

শব্দার্থ—(যঃ) যে (অগ্নৌ) অগ্নিতে (রুদ্রঃ) পরমাত্মা (যঃ) যিনি (অপ্সু) জলে (অন্তঃ) ভিতরে (যঃ) যিনি (ওষধীঃ) বিবিধ ওষধীতে (বীরুধঃ) লতায় (আবিবেশ) প্রবিষ্ট রহিয়াছেন (যঃ) যিনি (ইমা) এই (বিশ্বা) সব (ভুবনানি) লোক-লোকান্তরকে (চক্ লৃপে) রচনা করিয়াছেন (তস্মৈ) সেই (রুদ্রায়) পরমাত্মাকে (নমঃ) নমস্কার (অস্তু) হউক (অগ্নয়ে) সর্বব্যাপক।

অনুবাদ—যে পরমাত্মা অগ্নিতে, জলে, ওষধীতে ও বনস্পতিতে ব্যাপক রহিয়াছেন, যিনি এই নিখিল ভুবনকে রচনা করিয়াছেন সেই সর্বব্যাপক পরমাত্মাকে নমস্কার।

৩৩৩। পিশাচ

আরাদরাতিং নিঋতিং পরো গ্রাহিং ক্রব্যাদঃ পিশাচান্।
রক্ষো যৎসর্বং দুর্ভূতং তত্তম ইবাপ ইন্মসি॥

অথর্ববেদ, ৮/২/১২

শব্দার্থ—(অ-রাতিম্) কার্পণ্য (নিঃ ঋতিম্) দুরবস্থা (আরাৎ) দূরে থাকুক (গ্রাহিম্) উৎকট ব্যাধি (ক্রব্যাদাঃ-পিশাচান্) মাংস ভক্ষকও শোণিতপায়ী (দুর্ভূতং রক্ষঃ) দুঃখদায়ী দুষ্ট প্রাণী (তৎ সর্বম্) সে সব (তম ইব) অন্ধকার সদৃশ (অপ ইন্মসি) বিনাশ করিতেছি।

অনুবাদ—কৃপণতা, দুঃখময় অবস্থা ও উৎকট পীড়া আমাদের নিকট হইতে দূরে থাকুক। যাহারা মাংস ভক্ষক, শোণিতপায়ী এবং দুঃখদায়ী দুষ্ট প্রাণী তাহাদিগকে অন্ধকারের ন্যায় দূর করিয়া দিতেছি।

৩৩৪। নিষ্ক্রমণ

শিবে তে স্তাং দ্যাবা পৃথিবী অসন্তাপে অভিশ্রিয়ৌ।
শংতে সূর্য্য আ তপতু শং বাতো বাতু তে হৃদে।
শিবা অভি ক্ষরন্ত ত্বাপো দিব্যাঃ পয়স্বতীঃ॥

অথর্ববেদ, ৮/২/১৪

শব্দার্থ—(তে) তোমার নিষ্ক্রমণকালে (দ্যাবা পৃথিবী) দ্যুলোক ও পৃথ্বীলোক (শিবে) কল্যাণকারী (অসন্তাপে) সন্তাপ নাশক (অভিশ্রিয়ৌ) শোভা ও ঐশ্বর্য্য দাতা হউক (সূর্য্যঃ) সূর্য্য (তে) তোমার জন্য (শং আতপতু) কল্যাণ প্রকাশ করুক (বাতঃ) বায়ু (তে হৃদে) তোমার হৃদয়ের জন্য (শং বাতু) কল্যাণকারী হউক (দিব্যাঃ পয়ঃস্বতীঃ আপঃ) দিব্য গুণযুক্ত স্বাদু জল (ত্বা) তোমার প্রতি (শিবাঃ) কল্যাণকারী হইয়া (অভিক্ষরন্ত) প্রবাহিত হউক।

অনুবাদ—হে বালক! তোমার নিষ্ক্রমণ কালে দ্যুলোক ও ভূলোক কল্যাণকারী, সন্তাপহীন, শোভা ও ঐশ্বর্য্য দাতা হউক। সূর্য্য তোমার নিকট কল্যাণপ্রদ এবং বায়ু তোমার হৃদয়ের অনুকূল মঙ্গল দায়ক হউক। দিব্য-গুণ যুক্ত স্বাদু জল তোমার জন্য কল্যাণকারী হইয়া প্রবাহিত হউক।

৩৩৫। অন্নপ্রাশন

যদশ্নাসি যৎপিবসি ধান্যং কৃষ্যাঃ পয়ঃ।
যদাদ্যং যদনাদ্যং সর্বংতে অন্নমবিষং কৃণোমি॥

অথর্ববেদ, ৮/২/১৯

শব্দার্থ—(যৎ কৃষ্যাঃ ধান্যম্) কৃষি দ্বারা উৎপন্ন যে অন্ন (অশ্নাসি) তুমি ভক্ষণ করিতেছ (যৎ পয়ঃ পিবসি) যে পেয় পান করিতেছ (যৎ অদ্যম) যাহা ভক্ষ্য এবং যাহা পুরাতন হেতু (অনাদ্যম) অভক্ষ্য (সর্বং তে অবিষং কৃনোমি) সে সব তোমার জন্য রোগনাশক অমৃত হউক।

অনুবাদ—হে বালক! কৃষি দ্বারা উৎপন্ন যে অন্ন তুমি ভক্ষণ করিতেছ, যাহা ভক্ষ্য এবং যাহা পুরাতন হওয়ায় অভক্ষ্য, সে সবই তোমার জন্য রোগ রহিত অমৃতময় হউক।

৩৩৬। মৃত্যুভয়

মৃত্যুরীশে দ্বিপদাং মৃত্যুরীশে চতুষ্পদাম্।
তস্মাত্ত্বাং মৃত্যোর্গোপতে রুত্তরামি স মা বিভেঃ॥

অথর্ববেদ, ৮/২/২৩

শব্দার্থ—(দ্বিপদাং মৃত্যুঃ ঈশে) দ্বিপদ প্রাণীর উপর মৃত্যুশাসক (চতুষ্পদাং মৃত্যুঃ ঈশে) চতুষ্পদ প্রাণীর উপর মৃত্যু শাসক (তস্মাৎ গোপতেঃ মৃত্যোঃ) এ জন্য ভূমির শাসক মৃত্যু হইতে (ত্বাং উদ্ভরামি) তোমাকে উপরে উঠাইতেছি (স মা বিভেঃ) অতএব তুমি ভয় করিও না।

অনুবাদ—দ্বিপদ ও চতুষ্পদ প্রাণী উপর মৃত্যুই শাসক। এজন্য হে ভূমির স্বামী! মৃত্যু হইতে তোমাকে উপরে উঠাইতেছি। অতএব তুমি ভয় করিও না।

৩৩৭। বর্ম

বর্ম মে দ্যাবাপৃথিবী বর্মাহর্বর্ম সূর্য্যঃ।
বর্ম ম ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ বর্ম ধাতা দধাতু মে॥

অথর্ববেদ, ৮/৫/১৮

শব্দার্থ—(দ্যাবা পৃথিবী) দ্যুলোক ও পৃথ্বীলোক (মে) আমাদের (বর্ম) রক্ষার সাধন (সূর্য্যঃ) সূর্য্য (অহঃ) দিন (বর্ম) রক্ষার সাধন (ইন্দ্রঃ চ অগ্নিঃ চ) বিদ্যুৎ ও অগ্নি (বর্ম) রক্ষার সাধন (ধাতা) ধারণ কর্তা (বর্ম) রক্ষার সাধন (মে দধাতু) আমাকে ধারণ করুক।

অনুবাদ—দ্যুলোক ও ভূলোক আমার নিকট বর্ম। সূর্য্য, অগ্নি ও বিদ্যুৎ আমার নিকট বর্ম। ধাতা প্রভু এই সব বর্মকে আমার মধ্যে স্থাপন কর।

৩৩৮। প্রারম্ভ

বিরাড় বা ইদমগ্র আসীৎ তস্যা জাতায়াঃ।
সর্বমবিভে দিয়মে বেদং ভবিষ্যতীতি॥

অথর্ববেদ, ৮/১০/১

শব্দার্থ—(অগ্রে) সৃষ্টির আদিতে (বিরাট্) রাজা হীন প্রজাশক্তি ছিল (তস্যা জাতায়াঃ) এই অবস্থায় (সর্বম্) সকলে (অবিভেৎ) ভীত হইল (ইয়ং এবং ইদং ভবিষ্যতি ইতি) বুঝি বা এই অবস্থাই ভবিষ্যতে থাকিবে।

অনুবাদ—সৃষ্টির আদিতে রাজাহীন প্রজা শক্তি ছিল। তখন সকলেই ভীত ছিল, এ অবস্থা বুঝিবা ভবিষ্যতেও থাকিবে।

৩৩৯। গৃহপতি

সোদক্রামৎ সা গার্হপত্যে ন্যক্রামৎ।
গৃহমেধী গৃহ পতির্ভবতি য এবং বেদ॥

অথর্ববেদ, ৮/১০/২-৩

শব্দার্থ—(সা) সেই প্রজাশক্তি (উদক্রামৎ) উৎক্রান্ত হইয়া (গার্হ-পত্যে) গৃহপতিত্বে (নি-আক্রামৎ) পরিণত হইল (যঃ) যে (এবম্) ইহা (বেদ) জানিল সে (গৃহপতিঃ) গৃহপতি (গৃহমেধী র্ভবতি) গার্হস্থ্য ধর্মে নিযুক্ত হইল।

অনুবাদ—সেই প্রজাশক্তি উন্নতি লাভ করিয়া গৃহপতিত্ব লাভ করিল। ইহা জানিয়া গৃহপতি গার্হস্থ্য ধর্মে নিযুক্ত হইল।

৩৪০। সভা

সোদক্রামৎ সা সভায়াং ন্যক্রামৎ।
যন্ত্যস্য সভাং সভ্যো ভবতি য এবং বেদ॥

অথর্ববেদ, ৮/১০/৮-৯

শব্দার্থ—(সা) সেই প্রজাশক্তি (উদক্রামৎ) উৎক্রান্ত হইয়া (সা) তাহা (সভায়াম্) সভায় (নি-অক্রামৎ) পরিণত হইল (য এবং বেদ) যে ইহা জানিল (যন্তস্য সভাং সভ্যো ভবতি) সে ইহার সভ্য হইল।

অনুবাদ—প্রজাশক্তি ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া সভায় পরিণত হইল। যে ইহা জানিল সেই ইহার সভ্য হইবার যোগ্য হইল।

৩৪১। সমিতি

সোদক্রামৎ সা সমিতৌ ন্য ক্রামৎ।
যন্তস্য সমিতিং সামিত্যো ভবতি য এবং বেদ॥

অথর্ববেদ, ৮/১০/১০-১১

শব্দার্থ—(সা) সেই প্রজাশক্তি (উদক্রামৎ) উৎক্রান্ত হইয়া (সা) তাহা (সমিতৌ) সমিতিতে (নি-অক্রামৎ) পরিণত হইল (য এবং বেদ) যে ইহা জানিল (যন্তস্য সমিতিং সামিত্যো ভবতি) সে সমিতির সভ্য হইল।

অনুবাদ—প্রজাশক্তি ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া সমিতিতে পরিণত হইল। যে ইহা জানিল সেই সমিতির যোগ্যতা লাভ করিল।

৩৪২। আমন্ত্রণ

সোদক্রামৎ সামংত্রণে ন্যক্রামৎ।
যন্ত্যস্যামং ত্রণমামংত্রণীয়ো ভবতি য এবং বেদ॥

অথর্ববেদ, ৮/১০/১২-১৩

শব্দার্থ—(সা) সেই প্রজাশক্তি (উদক্রামৎ) উৎক্রান্ত হইয়া (সা) তাহা (আমন্ত্রণে) আমন্ত্রণে (নিঃ-অক্রামৎ) পরিণত হইল (য এবংবেদ) যে ইহা জানিল (যন্ত্যস্য আমন্ত্রণম্-আমন্ত্রণীয়ঃ ভবতি) আমন্ত্রণ-পরিষদের যোগ্য হয়।

অনুবাদ—সেই প্রজাশক্তি ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া আমন্ত্রণ পরিষদে পরিণত হইল। যে ইহা জানিল সে এই আমন্ত্রণ পরিষদের যোগ্য হইল।

৩৪৩। অতিথি যজ্ঞ

ইষ্টং চ বা এষ পূর্তং চ গৃহাণামশ্নাতি যঃ পূর্বোহতিথের শ্নাতি॥
পয়শ্চ বা এষ রসং চ গৃহাণামশ্নাতি যঃ পূর্বোহতিথের শ্নাতি॥
ঊর্জাং চ বা এষ স্ফাতিং চ গৃহাণামশ্নাতি যঃ পূর্বোহতিথের শ্নাতি॥

প্রজাং চ বা এষ পশূংশ্চ গৃহাণামশ্নাতি যঃ পূর্বোঽতিথের শ্নাতি॥
কীর্ত্তিং চ বা এষ যশশ্চ গৃহাণামশ্নাতি যঃ পূর্বোঽতিথের শ্নাতি॥
শ্রিয়ং চ বা এষ সংবিদং গৃহাণামশ্নাতি যঃ পূর্বোঽতিথের শ্নাতি॥
এষ বা অতিথির্যচ্ছ্রোত্রিয়স্তস্মাৎ পূর্বো নাশ্নীয়াৎ॥
অশিতাবতিথাবশ্নীয়াদ্ যজ্ঞস্য সাত্মত্বায় যজ্ঞস্যাবিচ্ছেদায় তদ্ ব্রতম্॥

অথর্ববেদ, ৯/৬/৩/১-৮

শব্দার্থ—(যঃ) যে (অতিথেঃ পূর্বঃ) অতিথির পূর্বে (অশ্নাতি) ভোজন করে (এষঃ) সে (গৃহানাম্) গৃহের (ইষ্টম্) ইষ্টসুখ (চ) এবং (পূর্তম্) পূর্ণতা (ঊর্জাম্) পরাক্রম (অশ্নাতি) ভোজন করে (পয়ঃ) দুগ্ধ (চ) এবং (রসম্) রস (চ) এবং (এষঃ) সে (স্ফাতিম্) বৃদ্ধি (প্রজাম্) প্রজা (পশূন্) পশু (কীত্তিম্) কীর্তি (যশঃ) যশ (শ্রিয়ম্) শ্রী (সংবিদম্) জ্ঞান (যৎ শ্রোত্রিয়ঃ) যিনি বেদজ্ঞানী (এষ বৈ অতিথিঃ) তিনিই অতিথি (তস্মাৎ) এ জন্য (পূর্বঃ ন অশ্নীয়াৎ) পূর্বে ভোজন করিবেন (অশিতৌ অতিথৌ) অতিথি ভোজন করিলে পরে (অশ্নীয়াৎ) ভোজন করিবে (যজ্ঞস্য) যজ্ঞের (সাত্মত্বায়) জীবনের জন্য (অবিচ্ছেদায়) নিরন্তর চলিবার জন্য (তৎ ব্রতম্) ইহাই নিয়ম।

অনুবাদ—যে গৃহস্থ অতিথির পূর্বে ভোজন করেন, তিনি গৃহের ইষ্ট সুখ, পূর্ণতা, দুগ্ধ, রস, পরাক্রম, বৃদ্ধি, সন্তান পশু, কীর্ত্তি, যশ, শ্রী এবং জ্ঞান ভোজন করেন। যিনি বেদজ্ঞানী, তিনিই অতিথি, সুতরাং অতিথির পূর্বে ভোজন করিবে না। অতিথির ভোজনের পর তিনি ভোজন করিবেন। শুভ কর্মময় জীবনের জন্য এবং তাহা নিরন্তর চালাইবার জন্য—ইহাই নিয়ম।

৩৪৪। নবদ্বার-দেহী

অষ্ট চক্রা নবদ্বারা দেবানাং পূরযোধ্যা।
তস্যাং হিরন্ময়ঃ কোশঃ স্বর্গো জ্যোতিষাবৃতঃ॥

অথর্ববেদ, ১০/২/৩১

শব্দার্থ—(অষ্ট চক্রা) আটচক্রযুক্তা (নবদ্বারা) নব দ্বারযুক্ত (দেবানাম্) দিব্য (পূঃ) পুরি অর্থাৎ শরীর (অযোধ্যা) অতি বলশালী (তস্যাম্) তাহাতে (হিরন্ময়ঃ) প্রকাশযুক্ত (কোশঃ) কোশ (স্বর্গঃ) স্বর্গ (জ্যোতিষা) জ্যোতিঃ স্বরূপ পরমাত্মা দ্বারা (আবৃতঃ) আবৃত।

অনুবাদ—দিব্য পুরী অর্থাৎ মনুষ্য শরীর অত্যন্ত বলশালী। ইহা দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, দুই নাসিকা, এক মুখ, এক মলদ্বার ও এক মূত্রদ্বার—এই নয়টী দ্বার যুক্ত এবং ত্বক রক্ত মাংস মেদ অস্থি মজ্জা বীর্য্য ও ওজঃ এই আটটী চক্রযুক্ত। ইহাতে জ্যোতিষ্মান্ কোশ আছে তাহাই স্বর্গ, কারণ ইহা জ্যোতিঃ স্বরূপ পরমাত্মা দ্বারা আবৃত।

৩৪৫। ধাতা বা ধারণকর্ত্তা

যস্মিন্ ভূমিরন্তরিক্ষং দৌর্য্যস্মিন্নধ্যাহিতা।
যত্রাগ্নিশ্চন্দ্রমাঃ সূর্য্যো বাতস্তিষ্ঠন্ত্যার্পিতাঃ
স্কম্ভং তং ব্রূহি কতমঃ স্বিদেব সঃ॥

অথর্ববেদ, ১০/৭/১২

শব্দার্থ—(যস্মিন্) যাহাতে (ভূমিঃ) ভূমি (অন্তরিক্ষম্) অন্তরিক্ষ (দ্যৌঃ) আকাশ (যস্মিন্) যাহাতে (অধি, আহিতা) দৃঢ় স্থাপিত (যত্র) যাহাতে (অগ্নিঃ) অগ্নি (চন্দ্রমাঃ) চন্দ্রমা (সূর্য্যঃ) সূর্য্য (বাতঃ) বায়ু (তিষ্ঠন্তি) অবস্থান করিতেছে (আর্পিতাঃ) সর্বদিকে স্থাপিত (স্কম্ভম্) ধারণকর্তা (তম্) তাহাকে (ব্রূহি) বলিও (কতমঃ স্বিৎ) কিরূপ (এব) নিশ্চিতরূপে (সঃ) সে।

অনুবাদ—যাহাতে ভূমি, অন্তরিক্ষ, আকাশ অধিষ্ঠিত, যাহাতে অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু এই সব দেবতা অধিষ্ঠিত তাহা নিশ্চিত রূপে কিরূপ? তাহাকে তুমি ধারণকর্তা বলিয়া জানিও।

৩৪৬। স্বরাজ্য

যদজঃ প্রথমং সংবভূব স হ তৎ স্বরাজ্যমিয়ায়।
যস্মান্নান্যৎ পরমস্তি ভূতম্॥

অথর্ববেদ, ১০/৭/৩১

শব্দার্থ—(অজঃ) নেতা (প্রথমম্) সর্ব প্রথম (যৎ) যখন (সংবভূব) সম্মিলিত হইয়া অগ্রসর হয় (তৎ) তখন (সঃ হ) সেই (স্বরাজ্যম) স্বরাজ্যকে (ইয়ায়) প্রাপ্ত হয় (যস্মাৎ) যাহা হইতে (অন্যৎ) অন্য কেহ (পরম্) শ্রেষ্ঠ (ভূতং ন অস্তি) হয় নাই।

অনুবাদ—যখন যে নেতা পূর্ব হইতেই সকলের সহিত সম্মিলিত হইয়া অগ্রসর হয় তখন সেই নেতা স্বরাজ্যকে প্রাপ্ত হয়। এরূপ স্বরাজ্য হইতে শ্রেষ্ঠ স্বরাজ্য আর হয় না।

৩৪৭। বিশ্বরূপ

যস্য ভূমিঃ প্রমান্তরিক্ষমুতোদরম্।
দিবং যশ্চক্রে মূর্ধানং তস্মৈ জ্যেষ্ঠায় ব্রহ্মণে নমঃ॥

অথর্ববেদ, ১০/৭/৩২

শব্দার্থ—(ভূমিঃ) ভূমি (যস্য) যাঁহার (প্রমা) পাদমূল (উত) এবং (অন্তরিক্ষম্) অন্তরিক্ষ (উদরম্) উদর (দিবম্) দ্যুলোককে (যঃ) যিনি (মূর্ধানম্) মস্তক (চক্রে) রচনা করিয়াছেন (তস্মৈ) সেই (জ্যেষ্ঠায়) শ্রেষ্ঠ (ব্রহ্মণে) ব্রহ্মকে (নমঃ) নমস্কার।

অনুবাদ—ভূমি যাঁহার পাদমূল সদৃশ, অন্তরিক্ষ যাঁহার উদর সদৃশ, দ্যুলোককে যিনি মস্তক সদৃশ সৃষ্টি করিয়াছেন সেই সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ ব্রহ্মকে নমস্কার।

৩৪৮। চক্ষু

যস্য সূর্য্য শ্চক্ষুশ্চন্দ্রমাশ্চ পুনর্ণবঃ।
অগ্নিং যশ্চক্র আস্যং তস্মৈ জ্যেষ্ঠায় ব্রহ্মণে নমঃ॥

অথর্ববেদ, ১০/৭/৩৩

শব্দার্থ—(যস্য) যাঁহার (সূর্য্যঃ) সূর্য্য (চক্ষুঃ) চক্ষু (চন্দ্রমা) চন্দ্র (চ) এবং (পুনর্ণবঃ) পুনরায় নূতন (অগ্নিম্) অগ্নিকে (যঃ) যিনি (চক্রে) রচনা করিয়াছেন (আস্যম্) মুখ (তস্মৈ) সেই (জ্যেষ্ঠায়) শ্রেষ্ঠ (ব্রহ্মণে) ব্রহ্মকে (নমঃ) নমস্কার।

অনুবাদ—সৃষ্টির আদিতে বারবার নব নব রূপ ধারণ করিয়া সূর্য্য চন্দ্রকে যাঁহার নেত্র সদৃশ, অগ্নিকে যিনি মুখ সদৃশ সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষ ব্রহ্মাকে নমস্কার।

৩৪৯। প্রাণাপান

যস্য বাতঃ প্রাণাপানৌ চক্ষুরঙ্গিরসোঽভবন্।
দিশো যশ্চক্রে প্রজ্ঞানী স্তস্মৈ জ্যেষ্ঠায় ব্রহ্মণে নমঃ॥

অথর্ববেদ, ১০/৭/৩৪

শব্দার্থ—(বাতঃ) বায়ু (যস্য) যাঁহার (প্রাণাপানৌ) প্রাণ ও অপান (চক্ষুঃ) চক্ষু (অঙ্গিরসঃ) রশ্মি সমূহ (অভবন) হইয়াছে (দশঃ) দিক্ সমূহ (যঃ) যিনি (চক্রে) রচনা করিয়াছেন (প্রজ্ঞানীঃ) প্রজ্ঞাসমূহ (তস্মৈ) সেই (জ্যেষ্ঠায়) শ্রেষ্ঠ (ব্রহ্মণে) ব্রহ্মাকে (নমঃ) নমস্কার।

অনুবাদ—বায়ু যাহার প্রাণ ও অপান সদৃশ, রশ্মি সমূহ যাঁহার চক্ষু সদৃশ, দিক্ সমূহ যাঁহার প্রজ্ঞা সদৃশ, সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষ ব্রহ্মকে নমস্কার।

৩৫০। অধিষ্ঠাতা

যো ভূতং চ ভব্যং চ সর্বং যশ্চাধিতিষ্ঠতি।
স্বর্যস্য চ কেবলং তস্মৈ জ্যেষ্ঠায় ব্রহ্মণে নমঃ॥

অথর্ববেদ, ১০/৮/১

শব্দার্থ—(যঃ) যিনি (ভূতম্) ভূতকালে (চ) এবং (ভব্যম্) ভবিষ্যৎকালের (চ) এবং (সর্বম্) সব জগতের (অধিতিষ্ঠতি) অধিষ্ঠাতা (চ) এবং (স্বঃ) সুখ (যস্য) যাহার (কেবলম্) কেবল স্বরূপ (তস্মৈ) সেই (জ্যেষ্ঠায়) শ্রেষ্ঠ (ব্রহ্মণে) পরমেশ্বরকে (নমঃ) নমস্কার।

অনুবাদ—যিনি ভূতকাল, ভবিষ্যৎকাল এবং নিখিল জগতের অধিষ্ঠাতা, সুখই যাঁহার কেবল স্বরূপ সেই সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ ব্রহ্মকে নমস্কার।

৩৫১। ঐশ্বর্য্যদাতা

শতং সহস্রময়ুতং ন্যর্বুদমসংখ্যেয়ং স্বমস্মিন্নিবিষ্টম্।
তদস্য ঘ্নন্ত্যভিপশ্যত এব তস্মাদ্দেবো রোচত এষ এতৎ॥

অথর্ববেদ, ১০/৮/২৪

শব্দার্থ—(শতম্) শত (সহস্রম্) হাজার (অযুতম্) দশ হাজার (নার্বদম্) দশ কোটি (অসংখ্যেয়ম্) অপরিমেয় (স্বম্) ধন (অস্মিন্) পরমাত্মায় (নিবিষ্টম্) পুঞ্জীভূত (তৎ) তাহাকে (অস্য) পরমাত্মার (ঘ্নন্তি) প্রাপ্ত হয় (হন্ হিংসাগত্যোঃ। গচ্ছন্তি। প্রপ্নু বন্তি। (অভিপশ্যতঃ) যাঁহারা সন্দর্শন করিয়াছেন (এব)ই (তস্মাৎ) এজন্য (দেবঃ) দিব্য গুণ যুক্ত প্রভু (রোচতে) প্রিয় হন (এষঃ) এই (এতৎ) এখন।

অনুবাদ—পরমাত্মাতে যে শত, সহস্র, অযুত, অর্বুদ এমনকি অপরিমেয় ধন বা শক্তি পুঞ্জীভূত আছে, যাঁহারা সেই পরমাত্মাকে উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন তাঁহারই তাহা প্রাপ্ত হন। এই অনন্ত সামর্থ্যের জন্যই সেই দিব্য গুণযুক্ত প্রভু সকলের নিকট প্রিয় বলিয়া বোধ হয়।

৩৫২। পুরুষার্থী

ইয়ং কল্যাণ্য জরা মর্ত্য সামৃতা গৃহে।
যস্মৈ কৃতা শয়ে স যশ্চকার জজার সঃ॥

অথর্ববেদ, ১০/৮/২৬

শব্দার্থ—(ইয়ম্) এই আত্মদেবতা (কল্যাণী) কল্যাণকারিণী (অজরা) অজর (মর্ত্তস্য) মরণশীল শরীরের (অমৃতা) অমর (গৃহে) গৃহে (যস্মৈ) যাহার জন্য (কৃতা) করা হয় (শয়ে) সুখ প্রাপ্তির জন্য (সঃ) সে (যঃ) যিনি (চকার) পুরুষার্থ করে (জজার) প্রশংসার যোগ্য হয় (সঃ) সে।

অনুবাদ—মনুষ্যের শরীররূপী মরণশীল গৃহে অমর, অজর, মঙ্গলময় আত্মা বাস করে। যে পুরুষার্থী মনুষ্য উন্নতির জন্য পুরুষার্থ করে সেই প্রশংসনীয় হয়।

৩৫৩। বিশ্বতোমুখ

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উতবা কুমারী।
ত্বং জীর্ণা দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥

অথর্ববেদ, ১০/৮/২৭

শব্দার্থ—(ত্বম্) তুমি (স্ত্রী) স্ত্রী (ত্বম্) তুমি (পুমান্) পুরুষ (অসি) হও (ত্বম্) তুমি (কুমারঃ) কুমার (উত বা কুমারী) তুমিই কুমারী (ত্বম্) তুমি (জীর্ণঃ) বৃদ্ধ হইয়া (দণ্ডেন) যষ্ঠির সাহায্যে (বঞ্চসি) চল (ত্বম্) তুমি (জাতঃ ভবসি) হও (বিশ্বতোমুখঃ) সর্বত্র মুখ যুক্ত।

অনুবাদ—তুমি স্ত্রী, পুরুষ, কুমার ও কুমারী। তুমিই বৃদ্ধাবস্থায় যষ্ঠির সাহায্যে গমনাগমন কর। তোমার মুখ সর্বত্র।

ভাবার্থ—আত্মার লিঙ্গ ও বয়সের ভেদ নাই। শরীরের অবস্থাই তাহার উপর আরোপিত হয়। আত্মা প্রত্যেক ইন্দ্রিয় দ্বারা সর্বত্র বিষয় ভোগ করে।

৩৫৪। জীবাত্মার পুনর্জন্ম

উতেষাং পিতোত বা পুত্র এষামুতৈষাং জ্যেষ্ঠ উত বা কনিষ্ঠ।
একো হ দেবো মনসি প্রবিষ্টঃ প্রথমো জাতঃ সউ গর্ভে অন্তঃ॥

অথর্ববেদ, ১০/৮/২৮

শব্দার্থ—(উত) এবং (এষাম্) ইহাদের (পিতা) পিতা (উত বা) অথবা (এষাম্) ইহাদের (পুত্রঃ) পুত্র (এষাম্উত) এবং ইহাদের (জ্যেষ্ঠ) জ্যেষ্ঠ (এষম্) ইহাদের (উত বা) অথবা (কনিষ্ঠঃ) কনিষ্ঠ (একঃ) এক (দেবঃ) দেব (মনসি) মনে (প্রবিষ্টঃ) প্রবেশ করিয়া (প্রথমঃ) প্রথমে (জাতঃ) জন্মিয়া (সঃ) সে (গর্ভে অন্তঃ উ) গর্ভের ভিতরও আসে।

অনুবাদ—জীবাত্মাই সম্বন্ধ বিশেষে কাহারও পিতা, কাহারও পুত্র, কাহারও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, কাহারও বা কনিষ্ঠ ভ্রাতা হন। এই একই দেব মনে প্রবিষ্ট হইয়া একবার জন্মগ্রহণ করে এবং পরেও গর্ভে প্রবেশ লাভ করে।

৩৫৫। নিত্যা প্রকৃতি

এষা সনত্নী সনমেব জাতৈষা পুরাণী পরি সর্বং বভূব।
মহী দেব্যু যসো বিভাতী সৈকেনৈকেন মিষতা বিচষ্টে॥

অথর্ববেদ, ১০/৮/৩০

শব্দার্থ—(এষা) এই (সনত্নী) সনাতন প্রকৃতি (সনং এব) সর্বদাই (জাতাঃ) কার্য্যোৎপাদন কারিণী (এষা) এই (পুরানী) পুরাতন (সর্বম্) সব কার্য্যে (পরিবভূব) পূর্ণভাবে অবস্থান করে (মহী) মহতী (দেবী) কান্তিময়ী (উষসঃ) কমনীয় পদার্থ সকলকে (বিভাতী) বিশেষরূপে আলোকিত করে (সা) সেই প্রকৃতি (একেন একেন) প্রত্যেক (মিষতা) গতিশীল জীবের সঙ্গে (বিচষ্টে) স্ব স্বরূপ বর্ণনা করে।

অনুবাদ—এই নিত্যাপ্রকৃতি সর্বদাই পরিণাম যুক্তা, পুরাতন, নব নব রূপ ধারিণী এবং সর্বকার্য্যে করণরূপে বিরাজমানা। প্রত্যেক গতিশীল জীবের সঙ্গেই এই প্রকৃতি নিজের স্বরূপ ও সত্ত্বা প্রকাশ করিতেছে।

৩৫৬। নিয়মিত

অবিবৈ নাম দেবত-র্তেনাস্তে পরীবৃতা।
তস্যা রূপেণেমে বৃক্ষা হরিতা হরিতস্রজঃ॥

অথর্ববেদ, ১০/৮/৩১

শব্দার্থ—(অবিঃনাম) প্রকৃতি নামক (বৈ) নিশ্চিতরূপে (দেবতা) দিব্যগুণ যুক্ত পদার্থ (ঋতেন) সত্য নিয়মে (আস্তে) আছে (পরীবৃতা) আবৃত (তস্যাঃ) তাহার (রূপেন) রূপদ্বারা (ইমে) এই (বৃক্ষাঃ) বৃক্ষ সমূহ (হরিতাঃ) শ্যামল (হরিত স্রজঃ) শ্যাম বর্ণের মাল্যযুক্ত।

অনুবাদ—সত্য সত্যই প্রকৃতি নামক এক দেবতা সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মার নিয়মে ভিতর বাহির আচ্ছাদিত রহিয়াছে, তাহার রূপেই এই হরিৎ মাল্য শোভিত বৃক্ষরাজি হরিদ্বর্ণ ধারণ করিয়াছে।

৩৫৭। অক্ষয় বেদ

অংতি সন্তং ন জহাত্যন্তি সন্তং ন পশ্যতি।
দেবস্য পশ্য কাব্যং ন মমার ন জীর্যতি॥

অথর্ববেদ, ১০/৮/৩২

শব্দার্থ—(অংতি সন্তম্) সমীপবর্ত্তী পরমাত্মাকে (ন পশ্যতি) দেখে না (অন্তি সন্তম্) সমীপবর্ত্তী পরমাত্মাকে (ন জহাতি) ছাড়েও না (দেবস্য কাব্যম্) ঈশ্বরের কাব্য বেদকে (পশ্য) দেখ (ন-মমার) মরে না (ন জীর্যতি) জীর্ণ হয় না।

অনুবাদ—মনুষ্য সমীপবর্ত্তী পরমাত্মাকে দেখেও না, তাঁহাকে ছাড়িতেও পারে না। পরমাত্মার কাব্য বেদকে দেখ; তাহা মরেও না জীর্ণও হয় না।

৩৫৮। পুনর্জন্ম

অপানতি প্রাণতি পুরুষো গর্ভে অন্তরা।
যদাত্বংপ্রাণ জিন্বস্যথ স জায়তে পুনঃ॥

অথর্ববেদ, ১১/৪/৬

শব্দার্থ—মনুষ্য (গর্ভে অন্তরা) গর্ভের মধ্যে (প্রাণতি) শ্বাস গ্রহণ করে (অপানতি) প্রশ্বাস ত্যাগ করে (জিন্বসি) প্রেরণা দাও (অথ) তখনই (সঃ) সে (পুনঃ জায়তে) পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে!

অনুবাদ—মনুষ্য গর্ভের মধ্যে শ্বাস গ্রহণ করে ও প্রশ্বাস ত্যাগ করে। হে প্রাণ! যখন তুমি প্রেরণা দান কর তখনই সে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে।

৩৫৯। উপনয়ন

আচার্য্য উপনয়মানো ব্রহ্মচারিণং কৃণুতে গর্ভমন্তঃ।
তং রাত্রীস্তিস্র উদরে বিভর্ত্তি তং জাতং দ্রষ্টুমভি সংযংতি দেবাঃ॥

অথর্ববেদ, ১১/৫/৩

শব্দার্থ—(ব্রহ্মচারিণম্) ব্রহ্মচারীকে (উপনয়মানঃ আচার্য্যঃ) যজ্ঞোপবীত দাতা আচার্য্য (অন্তঃগর্ভম্) নিজের মধ্যে রাখে (তিস্রঃ রাত্রীঃ বিভর্ত্তি) তিন রাত্রি পর্য্যন্ত ধারণ করে (তম্) সেই ব্রহ্মচারীকে (উদরে) গর্ভে (জাতম্) দ্বিতীয় জন্মলাভ করিলে (তম্) তাহাকে (দ্রষ্টুম্) দর্শন করিবার জন্য (দেবাঃ) বিদ্বানেরা (অভিসংযন্তি) সব দিক হইতে একত্র হইয়া।

অনুবাদ—আচার্য্য ব্রহ্মচারীকে উপনয়ন দিয়া নিজের সাহচার্য্যে রাখেন। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই তিন অবিদ্যা অন্ধকার দূর করিতে নিজের বিদ্যার বেষ্টনীর মধ্যে তাহাকে ধারণ করেন। যখন ব্রহ্মচারী বিদ্যালাভ করিয়া দ্বিতীয় জন্মলাভ করে, তখন তাহাকে দেখিবার জন্য সব দিক হইতে বিদ্বানেরা আসিয়া সমবেত হন।

৩৬০। জগৎ সমিধা

ইয়ং সমিৎ পৃথিবী দ্যৌ দ্বিতীয়োতান্তরিক্ষং সমিধা পৃণাতি।
ব্রহ্মচারী সমিধা মেখলয়া শ্রমেণ লোকাঁস্তপসা পিপর্ত্তি॥

অথর্ববেদ, ১১/৫/৪

শব্দার্থ—(ইয়ং সমিৎ) এই প্রথম সমিধা (পৃথিবী) পার্থিব জগৎ (দ্বিতীয়া দ্যৌঃ) দ্বিতীয় সমিধা আত্মিক জগৎ (উত) এবং (সমিধা) নিজের সমিধা দ্বারা (অন্তরিক্ষম্) মনোময় জগৎকে (পৃনাতি) পূর্ণ করে (ব্রহ্মচারী) ব্রহ্মচারী (সমিধা) সমিধা দ্বারা (মেখলয়া) কটিবদ্ধ হইয়া (শ্রমেণ) শ্রমদ্বারা (তপসা) তপদ্বারা (লোকান্) মনুষ্যগণকে (পিপর্ত্তি) পূর্ণ করে।

অনুবাদ—এই প্রথম সমিধা পার্থিব জগৎ, দ্বিতীয় সমিধা আত্মিক জগৎ এবং তৃতীয় সমিধা মনোময় জগৎকে যেমন পূর্ণ করে ঠিক তেমনই ব্রহ্মচারী শারীরিক মানসিক ও আত্মিক দীপ্তি দ্বারা কটিবদ্ধ ভাবে শ্রমও তপশ্চর্য্যার সহিত মানবের পার্থিব, আত্মিক ও মানসিক অভাবের পূরণ করে।

৩৬১। ব্রহ্মচর্য্য

ব্রহ্মচর্য্যেণ তপসা রাজা রাষ্ট্রং বি রক্ষতি।
আচার্য্য ব্রহ্মচর্য্যেণ ব্রহ্মাচারিণমিচ্ছতে॥

অথর্ববেদ, ১১/৫/১৭

শব্দার্থ—(রাজা) রাজা (ব্রহ্মচর্য্যেণ তপসা) ব্রহ্মচর্য্যরূপ তপস্যা দ্বারা (রাষ্ট্রং বিরক্ষতি) রাষ্ট্রকে রক্ষা করেন (আচার্য্যঃ) অধ্যাপক (ব্রহ্মচর্য্যেণ) ব্রহ্মচর্য্যযুক্ত (ব্রহ্মচারিণম্) ছাত্রকে (ইচ্ছতে) ইচ্ছা করেন।

অনুবাদ—রাষ্ট্রের অধিপতি ব্রহ্মচর্য্যরূপ তপস্যা দ্বারাই রাষ্ট্রকে রক্ষা করেন। অধ্যাপক ব্রহ্মচর্য্যযুক্ত ছাত্রকেই কামনা করেন।

৩৬২। বিবাহ

ব্রহ্মচর্য্যেণ কন্যা যুবানং বিন্দতে পতিম্।
অনড্বান্ ব্রহ্মচর্য্যেণাশ্বো ঘাসং জিগীর্ষতি॥

অথর্ববেদ, ১১/৫/১৮

শব্দার্থ—(ব্রহ্মচর্য্যেণ) ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া (কন্যা) কুমারী (যুবানাং পতিং বিংদতে) যুবা পতিকে লাভ করে (ব্রহ্মচর্য্যেণ) ব্রহ্মচর্য্য লাভ করিবার পর (অনড্বান্ অশ্বঃ) বৃষভ ও অশ্ব সংজ্ঞক পুরুষ (ঘাসং জিগীর্ষতি) ভোগ্য পদার্থকে ভোগ করিতে পারে।

অনুবাদ—ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবার পর কুমারী কন্যা যুবা পতিকে লাভ করিবে। বলবান্ ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই ভোগ্য পদার্থকে সম্যক্ ভোগ করিতে পারে।

৩৬৩। ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা মৃত্যুঞ্জয়

ব্রহ্মচর্য্যেণ তপসা দেবা মৃত্যুমপাঘ্নত।
ইন্দ্রো হ ব্রহ্মচর্য্যেণ দেবেভ্যঃ স্ব রা ভরৎ॥

অথর্ববেদ, ১১/৫/১৯

শব্দার্থ—(ব্রহ্মচর্য্যেণ তপসা) ব্রহ্মচর্য্যরূপ তপস্যা দ্বারা (দেবাঃ মৃত্যুং অপাঘ্নত) দেব অর্থাৎ জ্ঞানীরা মৃত্যুকে দূর করিয়াছেন (ইন্দ্রঃ) জীবাত্মা (ব্রহ্মচর্য্যেণ) ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা (দেবেভ্যঃ) ইন্দ্রিয়গণকে (স্বঃ) তেজ (আভরৎ) দান করিয়াছে।

অনুবাদ—ব্রহ্মচর্য্যরূপ তপস্যা দ্বারাই জ্ঞানীরা মৃত্যুকে জয় করেন এবং ব্রহ্মচর্য্য দ্বারাই জীবাত্মা ইন্দ্রিয়গণকে তেজ দান করিতে পারে।

৩৬৪। বেদারম্ভ

ব্রহ্মচারী ব্রহ্ম ভ্রাজদ্ বিভর্ত্তি তস্মিন্দেবা অধি বিশ্বে সমোতাঃ।
প্রাণাপানৌ জনয়ন্নাদ্ ব্যানং বাচং মনো হৃদয়ং ব্রহ্ম মেধাম্॥

অথর্ববেদ, ১১/৫/২৪

শব্দার্থ—(ভ্রাজদ্ ব্রহ্ম) উজ্জ্বল বৈদিক জ্ঞানকে (ব্রহ্মচারী বিভর্ত্তি) ব্রহ্মচারী ধারণ করে (তস্মিন) তাহাতে (বিশ্বে দেবাঃ) সব দিব্যগুণ (অধি সমোতাঃ) অবস্থান করে (প্রাণাপানৌ ব্যানং বাচং মনঃ হৃদয়ম্) প্রাণ, অপান, ব্যান, বাক্য, মন, হৃদয় (ব্রহ্ম) জ্ঞান (আৎ) এবং (মেধাম্) মেধাকে সে (জনয়ন্) প্রকট করে।

অনুবাদ—ব্রহ্মচারী জ্যোতির্ময় বৈদিক জ্ঞানকে ধারণ করে। এজন্য তাহার মধ্যে সব দিব্য গুণ অবস্থান করে। সে প্রাণ, অপান, ব্যান, বাক্য, মন, হৃদয়, জ্ঞান ও মেধাকে উৎকর্ষ দান করে।

৩৬৫। দৃষ্টি শক্তি

চক্ষুঃ শ্রোত্রং যশো অস্মাসু ধেহ্যন্নম্।
রেতো লোহিত মুদরম্॥

অথর্ববেদ, ১১/৫/২৫

শব্দার্থ—(অস্মাসু) আমাদের জাতিতে (চক্ষুঃ) দৃষ্টি শক্তি (শ্রোত্রম্) শ্রবণ শক্তি (যশঃ) যশ (অন্নম) অন্ন (রেতঃ) বীর্য্য (লোহিতম্) রক্ত (উদরম্) পাচন শক্তির (ধেহি) বৃদ্ধি কর।

অনুবাদ—হে পরমাত্মন্! আমাদের মধ্যে দৃষ্টিশক্তি, যশ, অন্ন, বীর্য্য, রক্ত ও পাচন শক্তির বৃদ্ধি কর।

৩৬৬। আনন্দ

আনন্দা মোদা প্রমুদোঽভীমোদ মুদশ্চ যে।
উচ্ছিষ্টাজ্জজ্ঞিরে সর্বে দিবিদেবা দিবিশ্রিত॥

অথর্ববেদ, ১১/৭/২৬

শব্দার্থ—(আনন্দাঃ) মোক্ষ (মোদাঃ) সুখ (প্রমুদঃ) বিষয় ভোগের হর্ষ (অভিমোদমুদ) পরম আনন্দ (দিবিশ্রিত) (জ্ঞানাশ্রিত) দিবি জীবাত্মায় (দেবাঃ) আনন্দ (সর্বে) সব (উচ্ছিষ্টাৎ) পরমাত্মা হইতে (জজ্ঞিরে) উৎপন্ন হয়।

অনুবাদ—জীবাত্মার মোক্ষ-সুখ, বিষয়-সুখ, পরমানন্দ এবং জ্ঞানাশ্রিত আনন্দ—এ সকল পরমাত্মা হইতেই নিঃসৃত হয়।

৩৬৭। পতাকা

উত্তিষ্ঠত সং নহ্যধ্বমুদারাঃ কেতুভিঃ সহ।
সর্পা ইতর জনা রক্ষাংস্যমিত্রাননু ধাবত॥

অথর্ববেদ, ১১/৯/২

শব্দার্থ—(উদারাঃ) হে উদার পুরুষ! (উত্তিষ্ঠত) উঠ (কেতুভিঃ সহ) পতাকা সহিত (সং নহ্যধ্বম) সম্মিলিত হও (সর্পাঃ) সর্পতুল্য ক্রুর (ইতরজনাঃ) শত্রুগণ (রক্ষাংসি) রাক্ষস (অমিত্রান) শত্রু আছে (অনুধাবত) আক্রমণ কর।

অনুবাদ—হে বীরবৃন্দ! উঠ পতাকা হস্তে সমবেত হও। সর্পবৎ ক্রুর ও রাক্ষস শত্রুরা জীবিত আছে, তাহাদের উপর আক্রমণ কর।

৩৬৮। শত্রু সৈন্য

উত্তিষ্ঠ ত্বং দেবজনার্বুদে সেনয়া সহ।
ভঞ্জন্ন মিত্রানাং সেনাং ভোগেভি পরিবারয়॥

অথর্ববেদ, ১১/৯/৫

শব্দার্থ—(দেবজন অর্বুদে) হে তেজস্বী বীর! (ত্বম) তুমি (সেনয়া সহ) সৈন্য বাহিনীর সহিত (উত্তিষ্ঠ) উত্থিত হও (অমিত্রানাম্) শত্রুদের (সেনাম্) সেনাকে (ভঞ্জন্) নষ্ট ভ্রষ্ট করিয়া (ভোগেভিঃ) ব্যূহ রচনা দ্বারা (পরিবারয়) পরাজয় কর।

অনুবাদ—হে তেজস্বী বীর! সৈন্য বাহিনী লইয়া উত্থিত হও। ব্যূহ রচনা কর। শত্রু সৈন্যকে নষ্ট ভ্রষ্ট করিয়া পরাজিত কর।

৩৬৯। শত্রুবধ

যে রথিনো যে অরথা অসাদা যে চ সাদিনঃ।

সর্বান্দন্তু তান্ হতান্ গৃধ্রাঃ শ্যেনাঃ পতত্রিণঃ॥

অথর্ববেদ, ১১/১০/২৪

শব্দার্থ—(যে রথিনঃ) যে সব শত্রু রথী (যে অরথাঃ) যাহারা রথী নয় (অসাদাঃ) বাহন রহিত (যে চ সাদিনঃ) যাহারা বাহন যুক্ত (তান্ সর্বান্) তাহাদের সকলকে (মৃতান্) মৃতকে (গৃধাঃ) গৃধ্র, (শ্যেনাঃ) শ্যেন ও অন্য (পতত্রিনঃ) পক্ষীরা (অদন্তু) ভক্ষণ করুক।

অনুবাদ—যে সব শত্রু রথী বা অরথী, বাহন যুক্ত বা বাহন রহিত তাহাদের সকলেরই মৃত শরীর গৃধ্র, শ্যেন ও অন্যান্য পক্ষী আহার করুক।

৩৭০। মাতৃভূমি

বিশ্বংভরা বসুধানী প্রতিষ্ঠা হিরণ্যবক্ষা জগতো নিবেশনী।

বৈশ্বানরং বিভ্রতী ভূমিরগ্নিমিন্দ্র ঋষভা দ্রবিণে নো দধাতু॥

অথর্ববেদ, ১২/১/৬

শব্দার্থ—(বিশ্বম্ভরা) সর্বপোষক (বসুধানী) রত্নের খনি (প্রতিষ্ঠা) সর্বাধার (হিরণ্য বক্ষাঃ) স্বর্ণগর্ভা (জগতঃ নিবেশী) প্রাণীদের আবাস ভূমি (বৈশ্বানরম্) সর্ব জন রূপ (অগ্নিম্) অগ্নির (বিভ্রতী) ধারণকারিণী (ইন্দ্র ঋষভা) পরমাত্মা স্নেহসিক্তা (ভূমিঃ) মাতৃভূমি (নঃ) আমাদিগকে (দ্রবিণে) ধনরত্নের মধ্যে (দধাতু) রাখুক।

অনুবাদ—বিশ্বম্ভরা, বসুধা, সর্বাধার, স্বর্ণপ্রসু, জীবনিবাস, জনগণের ধাত্রী, পরমাত্মার স্নেহসিক্তা মাতৃভূমি আমাকে ধনরত্নে সমৃদ্ধিশালী করুক।

৩৭১। বাণীর মধুরতা

তা নঃ প্রজাঃ সংদুহ্রতাং সমগ্রা বাচো

মধু পৃথিবী ধেহি মহ্যম্॥

অথর্ববেদ, ১২/১/১৬

শব্দার্থ—(তাং) তাহারা (সমগ্রাঃ) সকলে (নঃ প্রজা) আমাদের প্রজা (সম্) মিলিতভাবে (দুহ্রতাম্) পূর্ণতা প্রাপ্ত করুক (পৃথিবী) হে মাতৃভূমি! (বাচো মধু) বাণীর মধুরতা (মহ্যং ধেহি) আমাকে দান কর।

অনুবাদ—হে মাতৃভূমি! আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে বাণীর মধুরতা দান কর। আমরা ইহার সাহায্যে সকল প্রজা মিলিত ভাবে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইব।

৩৭২। দেশসেবা

বিশ্বস্বং মাতরমমোষধীনাং ধ্রুবাং ভূমিং পৃথিবীং ধর্মণা

ধৃতাম্। শিবাং স্যোনামনু চরেম বিশ্ব-হা॥

অথর্ববেদ, ১২/১/১৭

শব্দার্থ—(ওষধীনাং মাতরম্) ওষধি সমূহের মাতা (শিবাম্) কল্যাণকারিণী (স্যোনাম্) সুখদায়িনী (ধর্মণা ধৃতাম্) ধর্ম কর্ত্তৃক ধৃতা (ধ্রুবাং পৃথ্বীং ভূমিম্) স্থির ও বিস্তৃত ভূমিকে (বিশ্বস্বম্) সর্বস্ব (বিশ্ব-হা) সর্বদা (অনুচরেম) আমরা সেবা করিব।

অনুবাদ—ওষধি সমূহের মাতা, কল্যাণকারিণী, সুখদায়িনী, ধর্ম কর্ত্তৃক ধৃতা এই স্থির ও বিস্তৃত মাতৃভূমিকে সর্বস্ব অর্পণ করিয়া সর্বদা সেবা করিব।

৩৭৩। মেধা

দ্যৌশ্চ ম ইদং পৃথিবী চান্তরিক্ষং চমে ব্যচঃ।

অগ্নি সূর্য্য আপো মেধাং বিশ্বে দেবাশ্চ সংদদু॥

অথর্ববেদ, ১২/১/৫৩

শব্দার্থ—(দ্যৌঃ) দ্যুলোক (চ) এবং (পৃথিবী) পৃথ্বীলোক (চ) এবং (অন্তরিক্ষম্) অন্তরিক্ষলোক (মে) আমাকে (ইদম্) এই (ব্যচঃ) বিস্তার (অগ্নিঃ) অগ্নি (সূর্য্যঃ) সূর্য্য (আপঃ) জল (চ) এবং (বিশ্বে) সব (দেবাঃ) দিব্যগুণ (মেধাম্) মেধাকে (সংদদু) ভালভাবে দান করিয়াছেন।

অনুবাদ—দ্যুলোক, পৃথ্বীলোক, অন্তরিক্ষলোক, আকাশ, অগ্নি, সূর্য্য, জল ও দিব্যগুণ সমূহ আমাকে মেধা দান করুন।

৩৭৪। বিজয়ী

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাডস্মি বিশ্বাষাডা শামাশাং বিষাসহিঃ॥

অথর্ববেদ, ১২/১/৫৪

শব্দার্থ—(ভূম্যাম্) মাতৃভূমিতে (অহম্) আমি (সহমানঃ) সহনশীল (নাম) যশ দ্বারা (উৎ-তর) অধিকশ্রেষ্ঠ (অস্মি) হই (অভী-ষাড়) বিজয়ী (বিশ্বা ষাড়) বিশ্বজয়ী (আশাম্ আশাম্) দিকে দিকে (বিষাসহিঃ) শত্রু জয়ী (অস্মি) হই।

অনুবাদ—মাতৃভূমির উপর আমি সহনশক্তি যুক্ত ও অত্যধিক যশোভাজন হইব। আমি বিজয়ী, বিশ্বজয়ী এবং দিকে দিকে শত্রুজয়ী হইব।

৩৭৫। দেশমাতৃকা

ভূমে মাতর্নি ধেহি মা ভদ্রয়া সুপ্রতিষ্ঠিতম্।
সংবিদানা দিবা কবে শ্রিয়াং মা ধেহি ভূত্যাম্॥

অথর্ববেদ, ১২/১/৬৩

শব্দার্থ—(মাতঃ ভূমে) হে মাতৃভূমি! (মা) আমাকে (ভদ্রয়া) কল্যাণ অবস্থায় (সু-প্রতিষ্ঠিতম্) যুক্ত (নি ধেহি) রাখ (কবে) হে কাব্যময়ী মাতৃভূমি! (দিবা) দিবালোকের সহিত (সংবিদানা) সম্বন্ধ রাখিয়া (মা) আমাকে (শ্রিয়াম্) সম্পদ ও (ভূত্যাম্) ঐশ্বর্য্যে (ধেহি) ধারণ কর।

অনুবাদ—হে মাতৃভূমি! আমাকে কল্যাণ মার্গে নিযুক্ত রাখ। হে কাব্যময়ী মাতৃভূমি! আমাকে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করিয়া বিবিধ সম্পদ ও ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর কর।

৩৭৬। ব্রহ্মতেজ

বৈশ্বদেবীং বর্চস আরভধ্বং শুদ্ধা ভবন্তঃ শুচয়ঃ পাবকাঃ।
অতি ক্রামন্তো দুরিতা পদানি শতং হিমা সর্ববীরাঃ মদেম॥

অথর্ববেদ, ১২/২/২৮

শব্দার্থ—(বর্চসে) ব্রহ্মতেজ প্রাপ্তির জন্য (বৈশ্বদেবীং আরভধ্বম্) সর্বগুণের অভ্যাস আরম্ভ কর (শুদ্ধাঃ শুচয়ঃ) নিজেরা শুদ্ধ পবিত্র হইয়া (পাবকাঃ ভবন্তঃ) অন্যকে পবিত্র করিতে পারিবে (দুরিতা পদানি অতিক্রামন্তঃ) পাপ অবস্থাকে দূরে ঠেলিয়া (সর্ববীরাঃ শতং হিমাঃ মদেম) পূর্ণ বীর হইয়া শতবর্ষ সুখ ভোগ কর।

অনুবাদ—ব্রহ্মতেজ প্রাপ্তির জন্য সর্বগুণের অভ্যাস আরম্ভ কর। নিজেরা শুদ্ধ পবিত্র হইলে অন্যকে পবিত্র করিতে পারিবে। পাপ অবস্থাকে দূরে ঠেলিয়া পূর্ণ বীর হইয়া শত বর্ষ সুখ ভোগ কর।

৩৭৭। জীবনীশক্তি

ওজশ্চ তেজশ্চ সহশ্চ বলংচ বাকচেন্দ্রিয়ং চ শ্রীশ্চ ধর্মশ্চ॥
ব্রহ্মচ ক্ষত্রংচ রাষ্ট্রংচ বিশশ্চ ত্বিষিশ্চ যশশ্চ বর্চশ্চ দ্রবিণংচ॥
আয়ুশ্চ রূপং চ নাম চ কীর্ত্তিশ্চ প্রাণশ্চাপানশ্চ চক্ষুশ্চ শ্রোত্রংচ॥
পয়শ্চ রসশ্চান্নং চান্নাদ্যং চর্তংচ সত্যং চেষ্টং চ পূর্তং চ প্রজাচ পশবশ্চ॥
তানি সর্বাণ্যপক্রামন্তি ব্রহ্ম গবীমাদদানস্য জিনতো ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়স্য॥

অথর্ববেদ, ১২/৫ (২) ৭-১১

শব্দার্থ—(ওজঃ) শারীরিক বল (তেজঃ) তেজস্বিতা (সহঃ) সহন শক্তি (বলম্) আত্মিক বল (বাক্) বাক—শক্তি (ইন্দ্রিয়ম্) ইন্দ্রিয়ের শক্তি (শ্রীঃ) শোভা (ধর্মঃ) কর্ত্তব্য পালন। (ব্রহ্ম) জ্ঞান (ক্ষত্রম্) শৌর্য্য (রাষ্ট্রম্) রাষ্ট্রশক্তি (বিশঃ) বৈশ্য শক্তি (ত্বিষিঃ) অধিকার শক্তি (যশঃ) সম্মান (বর্চঃ) সামর্থ্য (দ্রবিণম্) ধনরত্ন। (আয়ুঃ) আয়ু (রূপম্) সৌন্দর্য্য (নাম) খ্যাতি (কীর্ত্তিঃ) প্রসিদ্ধি (প্রাণঃ) জীবনীশক্তি (অপানঃ) রোগনাশক শক্তি (চক্ষুঃ) সূক্ষ্ম দৃষ্টি (শ্রোত্রম্) শ্রবণ শক্তি (পয়ঃ) বীর্য্য (রসঃ) প্রেম (অন্নং অন্নাদ্যং চ) খাদ্য পানীয়াদি (ঋতম্)

নিয়ম (সত্যম্) সত্য (ইষ্টম্) হিত (পূর্তম্) জনহিত (প্রজা) সন্ততি (চ) (পশবঃ) পশু সমূহ। (তানি সর্বাণি) সে সবই (ব্রহ্ম গবীম্) ব্রাহ্মণের ধেনু তুল্য, ইহারা (আদদানস্য) লুণ্ঠনকারী (ব্রাহ্মণং জিনতঃ) ব্রাহ্মণের উপর অত্যাচারকারী (ক্ষত্রিয়স্য) রাজা হইতে (অপক্রামন্তি) দূরীভূত হয়।

অনুবাদ—শারীরিক বল, তেজস্বিতা, সহনশক্তি, আত্মিক বল, বাক্‌শক্তি, ইন্দ্রিয়ের শক্তি, শোভা, কর্তব্য পালন। জ্ঞান, শৌর্য্য, রাষ্ট্র শক্তি, অধিকার শক্তি, সম্মান, সামর্থ্য, ধনরত্ন। আয়ু, সৌন্দর্য্য, খ্যাতি, প্রসিদ্ধি, জীবনীশক্তি, রোগনাশক শক্তি, সূক্ষ্মদৃষ্টি, শ্রবণ শক্তি। বীর্য্য, প্রেম, খাদ্য পানীয়াদি, নিয়ম, সত্য, হিত, জনহিত, সন্ততি এবং পশুসমূহ। এই সবই ব্রাহ্মণের ধেনুতুল্য। লুণ্ঠনকারী, জ্ঞানীদের উপর অত্যাচারী রাজা হইতে এসব দূরে থাকে।

৩৭৮। জাতবেদ

উদুত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ।
দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যম্॥

অথর্ববেদ, ১৩/২/১৬

শব্দার্থ—(উৎ উ) নিশ্চয় (ত্যম) তাহাকে (জাতবেদসম) বেদের উৎপাদক (দেবম্) পরমাত্মাকে (বহন্তি) প্রদর্শন করায় (কেতবঃ) পতাকা (দৃশে) দেখাইতে (বিশ্বায়) সকলকে (সূর্য্যম্) প্রকাশ স্বরূপকে।

অনুবাদ—হে জগদীশ্বর! তুমি বেদের উৎপাদক ও প্রকাশ স্বরূপ। সকলকে তোমার মহিমা দেখাইবার জন্য সংসারের যাবতীয় পদার্থ পতাকার ন্যায় কার্য্য করিতেছে।

৩৭৯। পরমাত্মা এক ও অদ্বিতীয়

ন দ্বিতীয়ো ন তৃতীয়শ্চতুর্থো নাপুচ্যতে।
ন পঞ্চমো ন ষষ্ঠঃ সপ্তমো নাপুচ্যতে।

নাষ্টমো ন নবমো দশমো নাপুচ্যতে।
য এতং দেবমেক বৃতং বেদ॥

অথর্ববেদ, ১৩/৪/২

শব্দার্থ—(ন) নহে (দ্বিতীয়ঃ) দ্বিতীয় (ন) নহে (তৃতীয়ঃ) তৃতীয় (চতুর্থঃ) চতুর্থ (ন) না (অপি) ও (উচ্যতে) কথিত হয়। (ন) নহে (পঞ্চমঃ) পঞ্চম (ন) নহে (ষষ্ঠঃ) ষষ্ঠ (সপ্তমঃ) সপ্তম (ন) না (অপি) ও (উচ্যতে) কথিত হয়। (ন) নহে (অষ্টমঃ) অষ্টম (ন) নহে (নবমঃ) নবম (দশমঃ) দশম (ন) না (অপি) ও (উচ্যতে) কথিত হয়। (যঃ) যিনি (এতং) এই (দেবং) দেবকে (একবৃতং) শুধু একা বর্তমান বলিয়া (বেদ) জানেন।

অনুবাদ—পরমাত্মা এক, তিনি ছাড়া কেহই দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম বা দশম ঈশ্বর বলিয়া অভিহিত হয় না। যিনি তাঁহাকে শুধু এক বলিয়া জানেন তিনিই তাঁহাকে প্রাপ্ত হন।

৩৮০। দম্পতি

ইহৈব স্তং মা বি যৌষ্টং বিশ্বমায়ুর্ব্যশ্নুতম্।
ক্রীড়ন্তৌ পুত্রৈর্নপ্তৃভির্মোদমানৌ স্বস্তকৌ॥

অথর্ববেদ, ১৪/১/২২

শব্দার্থ—(ইহ এব স্তম) তোমরা উভয়ে এখানেই থাক (মা বি যৌষ্টম) পৃথক হইও না (পুত্রৈঃ) পুত্র ও (নপ্তৃভিঃ) পৌত্রদের সহিত (ক্রীড়ন্তৌ) খেলিতে খেলিতে (স্বস্তকৌ মোদমানৌ) নিজের উত্তম গৃহে আনন্দ করিয়া (বিশ্বং আয়ু) সব আয়ু (বি অশ্নুতু) প্রাপ্ত হও।

অনুবাদ—হে দম্পতী! তোমরা উভয়ে একসঙ্গে থাক, পৃথক হইও না। নিজের গৃহে পুত্র ও পৌত্রদের সঙ্গে খেলিয়া আনন্দ করিয়া পূর্ণ আয়ু ভোগ কর।

৩৮১। পতিব্রতা

আশাসানা সৌমনসং প্রজাং সৌভাগ্যং রয়িম্।
পত্যুরনুব্রতা ভূত্বা সং নহ্যস্বামৃতায় কম্॥

অথর্ববেদ, ১৪/১/৪২

শব্দার্থ—(সৌমনসম্) মনের প্রসন্নতা (প্রজাম্) সন্তান (সৌভাগ্যম্) সৌভাগ্য ও (রয়িম্) ধনকে আশা করিয়া (পত্যুঃ অনুব্রতা) পতিব্রতা (ভূত্বা) হইয়া (কম্) সুখকে (অমৃতায় সংনহ্যস্ব) অমৃতের সহিত সম্বন্ধ কর।

অনুবাদ—মনের প্রসন্নতা, সন্তান, সৌভাগ্য ও ধনের কামনা করিয়া স্ত্রী সর্বদাই পতির অনুকূল আচরণ করিবে এবং মোক্ষলাভের অনুকূল সুখ লাভ করিবে।

৩৮২। সম্রাজ্ঞী

যথা সিন্ধুর্নদীনাং সাম্রাজ্যং সুষুবে বৃষা।
এবা ত্বং সম্রাজ্ঞ্যেধি পত্যুরস্তং পরেত্য॥

অথর্ববেদ, ১৪/১/৪৩

শব্দার্থ—(যথা) যেমন (বৃষা সিন্ধুঃ) বলবান্ সমুদ্র (নদীনাং সাম্রাজ্যম্) নদী সমূহের সাম্রাজ্য (সুষুবে) উৎপন্ন করিয়াছে (এব) তেমন তুমি (পত্যুঃ অস্তং পরা ইত্য) পতিগৃহে গিয়া (ত্বং-সম্রাজ্ঞী এধি) সম্রাজ্ঞী হইয়া থাক।

অনুবাদ—হে বধূ! যেমন বলবান সমুদ্র নদী সমূহের উপর সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছে তুমিও তেমন পতিগৃহে গিয়া সম্রাজ্ঞী হইয়া থাক।

৩৮৩। পতিগৃহে সম্রাজ্ঞী

সম্রাজ্ঞ্যেধি শ্বশুরেষু সম্রাজ্ঞ্যুত দেবৃষু।
ননান্দুঃ সম্রাজ্ঞ্যেধি সম্রাজ্ঞ্যুত শ্বশ্রাঃ॥

অথর্ববেদ, ১৪/১/৪৪

শব্দার্থ—(শ্বশুরেষু) শ্বশুরদের মধ্যে (উত) এবং (দেবৃষু) দেবরদের মধ্যে (ননান্দুঃ) ননদদের সহিত (উত) এবং (শ্বশ্বাঃ) শাশুড়ীর সহিত (সম্রাজ্ঞী এধি) সম্রাজ্ঞী হইয়া থাক।

অনুবাদ—হে নববধূ, শ্বশুরদের মধ্যে এবং দেবরদের মধ্যে, ননদ ও শাশুড়ীদের সঙ্গে মিলিয়া সম্রাজ্ঞী হইয়া থাক।

৩৮৪। বয়ন শিল্প

যা অকৃতন্নবয়ন্ যাশ্চ তত্নিরে যা দেবী রন্তাঁ অভিতো দদন্ত।
তাস্ত্বা জরসে সংব্যয়ন্ত্বায়ুষ্মতীদং পরিধৎস্ব বাসঃ॥

অথর্ববেদ, ১৪/১/৪৫

শব্দার্থ—(যাঃ দেবীঃ) যে সব দেবী (অকৃন্তন্) চরখায় সূতা কাটিয়াছেন (অবনয়ন্) বস্ত্রবয়ন করিয়াছেন (যাশ্চ) এবং যাহারা (তত্নিরে) বস্ত্রে অন্য সূতা লাগাইয়া বিস্তৃত করিয়াছেন (যাঃ) যাঁহারা (অভিতঃ অন্তান্ অদদন্ত) বস্ত্রের চারিদিকে ঝালরাদি যুক্ত করিয়াছেন (তাঃ) সেই সব দেবীরা (জরসে) পূর্ণায়ু লাভের জন্য (ত্বা সংব্যয়ন্ত) তোমাকে বস্ত্র দ্বারা সজ্জিত করুন (আয়ুষ্মতি) হে আয়ুষ্মতি কন্যে (ইদং বাসঃ) এই বস্ত্র (পরি-ধৎস্ব) পরিধান কর।

অনুবাদ—যে সব মহিলা চরখায় সূতা কাটিয়াছেন, বস্ত্র বয়ন করিয়াছেন, যাহারা বস্ত্রে অন্য সূতা লাগাইয়া বিস্তৃত করিয়াছেন এবং যাঁহারা বস্ত্রের চারিপার্শ্বে ঝালরাদি সংলগ্ন করিয়াছেন, সেই সব দেবীরা তোমাকে বস্ত্র দ্বারা সজ্জিত করুন। হে আয়ুষ্মতি কন্যে! এই বস্ত্র পরিধান কর।

৩৮৫। পাণিগ্রহণ

গৃহ্ণামি তে সৌভগত্বায় হস্তং ময়া পত্যা জরদষ্টি র্যথাসঃ।
ভগো অর্য্যমা সবিতা পুরন্ধির্মহ্যং ত্বাদুর্গার্হপত্যায় দেবাঃ॥

অথর্ববেদ, ১৪/১/৫০

শব্দার্থ—(সৌভগত্বায়) ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির জন্য (হস্তম) হস্ত (গৃহ্ণামি) গ্রহণ করিতেছি (ময়াপত্যা) আমি পতির সঙ্গে (জরদষ্টি) বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত সুখ পূর্বক (অসঃ) নিবাস কর (ভগঃ) ঈশ্বর (পুরন্ধিঃ) কল্যাণদাতা (অর্য্যমা) ন্যায়কারী

(সবিতা) স্রষ্টা পরমাত্মা (দেবাঃ) বিদ্বানেরা (ত্বা) তোমাকে (মহ্যম্) আমার জন্য (অদুঃ) সমর্পিত করিতেছেন।

অনুবাদ—হে বরাননে! আমি ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির জন্য তোমার পাণিগ্রহণ করিতেছি। আমি পতি—আমার সহিত তুমি বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত সুখে বাস কর। মঙ্গলময়, ন্যায়কারী, জগৎ স্রষ্টা পরমাত্মা এবং বিদ্বানেরা তোমাকে আমার নিকট সমর্পণ করিতেছেন।

৩৮৬। ধর্মপত্নী

ভগস্তে হস্তম গ্রহীৎ সবিতা হস্তমগ্রহীৎ।
পত্নী ত্বমসি ধর্মণাহং গৃহপতিস্তব॥

অথর্ববেদ, ১৪/১/৫১

শব্দার্থ—(ভগঃ) ঐশ্বর্য্য যুক্ত আমি (তে হস্তং অগ্রহীৎ) তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছি (সবিতা) ধর্মপথের পথিক (তে হস্তং অগ্রহীৎ) তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছি (ত্বম) তুমি (ধর্মনা) ধর্ম সাক্ষ করিয়া (পত্নী অসি) আমার পত্নী (অহম্) আমি (তব) তোমার (গৃহপতিঃ) স্বামী।

অনুবাদ—হে বরাননে! আমি ঐশ্বর্যযুক্ত হইয়া তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছি, ধর্ম সাক্ষী করিয়া তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছি। ধর্মতঃ তুমি আমার পত্নী, আমি তোমার স্বামী।

৩৮৭। পোষ্যা

মমেয়মস্তু পোষ্যা মহ্যং ত্বাদাদ্বৃহস্পতিঃ।
ময়া পত্যা প্রজাবতি সংজীব শরদঃ শতম্॥

অথর্ববেদ, ১৪/১/৫২

শব্দার্থ—(ইয়ম্) এই পত্নী (মম পোষ্যা অস্তু) আমার পোষ্যা হউক (বৃহস্পতিঃ) পরমাত্মা (ত্বা) তোমাকে (মহ্যম্) আমার নিকট (অদাৎ) দিয়াছেন (প্রজাবতি) হে সন্তানবতী! (ময়া পত্যা) আমি পতির সহিত (শরদঃ শতম্) শত বৎসর (সংজীব) শান্তিতে জীবিত থাক।

অনুবাদ—এই পত্নীর আমিই ভরণপোষণ করি। পরমাত্মা তোমাকে আমার

হাতে দিয়াছেন। হে সন্তানবতী! আমি তোমার পতি, আমার সহিত শত বর্ষ শান্তিতে জীবিত থাক।

৩৮৮। দীর্ঘায়ু

পুনঃ পত্নীমগ্নিরদাদায়ুষা সহ বর্চসা।
দীর্ঘায়ুরস্যা যঃ পতির্জীবাতি শরদঃ শতম্॥

অথর্ববেদ, ১৪/২/২

শব্দার্থ—(অগ্নিঃ) তেজস্বী পরমেশ্বর (আয়ুষা বর্চসা সহ) দীর্ঘ আয়ু ও তেজের সহিত (পত্নীং অদাৎ) পত্নীকে দিয়াছেন (অ স্যাঃ পতিঃ) ইহার পতি (শরদঃ শতং জীবাতি) শত বর্ষ জীবিত থাকুক।

অনুবাদ—তেজস্বী পরমাত্মা পত্নীকে দীর্ঘ আয়ু ও তেজ দান করিয়াছেন। ইহার পতি শতবর্ষ জীবিত থাকুক।

৩৮৯। সুমঙ্গলী

সুমঙ্গলী প্রতরণী গৃহাণাং সুশেবাপত্যে শ্বশুরায় শংভূঃ।
স্যোনা শ্বশ্রৈ প্রগৃহান্ বিশেমান্॥

অথর্ববেদ, ১৪/২/২৬

শব্দার্থ—(সুমঙ্গলী) কল্যাণময়ী (গৃহানাং প্রতরণী) গৃহের শোভা বর্দ্ধন কারিণী (পত্যে সুশেবা) পতি সেবা পরায়ণা (শ্বশুরায় শংভূঃ) শ্বশুরের শান্তিদায়িনী (শ্বশ্রৈ স্যোনা) শাশুড়ীর আনন্দদায়িনী (ইমান্ গৃহান্ প্রবিশ) এই সব গৃহে প্রবিষ্ট হও।

অনুবাদ—হে বধূ! কল্যাণময়ী, গৃহের শোভাবর্দ্ধনকারিণী, পতিসেবা পরায়ণা, শ্বশুরের শান্তিদায়িনী, শাশুড়ীর আনন্দদায়িনী! গৃহকার্য্যে নিপুণা হও।

৩৯০। সুখদায়িনী

স্যোনা ভব শ্বশুরেভ্যঃ স্যোনা পত্যে গৃহেভ্যঃ।
স্যোনাঽস্যৈ সর্বস্যৈ বিশে স্যোনা পুষ্টায়ৈষাং ভব॥

অথর্ববেদ, ১৪/২/২৭

শব্দার্থ—(শ্বশুরেভ্যঃ স্যোনা ভব) শ্বশুরদের প্রতি সুখদায়িনী হও (স্যোনা পত্যে গৃহেভ্যঃ) পতির প্রতি ও গৃহের প্রতি সুখদায়িনী হও (অস্যৈ সর্বস্যৈ বিশে স্যোনা) এই সব প্রজাদের প্রতি সুখদায়িনী হও (স্যোনা এযাং পুষ্টায় ভব) ইহাদের পুষ্টির জন্য মঙ্গলদায়িনী হও।

অনুবাদ—হে বধূ! শ্বশুরদের প্রতি, পতির প্রতি, গৃহের প্রতি এবং এই সব প্রজাদের প্রতি সুখদায়িনী হও। ইহাদের পুষ্টির জন্য মঙ্গলদায়িনী হও।

৩৯১। মঙ্গলময়ী বধূ

সুমঙ্গলী রিয়ং বধূরিমাং সমেত পশ্যত।
সৌভাগ্য মস্যৈ দত্ত্বা দৌর্ভাগ্যৈর্বিপরেতন॥

অথর্ববেদ, ১৪/২/২৮

শব্দার্থ—(ইয়ং বধূ) এই বধূ (সুমঙ্গলীঃ) মঙ্গলদায়িনী (সমেত) মিলিয়া (ইমাং পশ্যত) ইহাকে দেখ (অস্যৈ) ইহাকে (দত্ত্বা) দিয়া (দৌর্ভাগ্যৈঃ) দুর্ভাগ্যতা হইতে (বি সরেতন) পৃথক রাখ।

অনুবাদ—এই বধূ মঙ্গলময়ী, সকলে মিলিয়া ইহাকে দেখ, ইহাকে সৌভাগ্য দান করিয়া দৌর্ভাগ্য বিদূরিত কর।

৩৯২। দাম্পত্য

স্যোনাদ্যোনেরধি বুধ্যমানৌ হসামুদৌ মহসা মোদমানৌ।
সুগূ সুপুত্রৌ-সুগৃহৌ তরাথো জীবাবুষসো বিভাতীঃ॥

অথর্ববেদ, ১৪/২/৪৩

শব্দার্থ—(স্যোনাৎ যোনেঃ) সুখময় গৃহে (অধি বুধ্য মানৌ) জ্ঞান লাভ করিয়া (হসা-মুদৌ) হাস্য ও আনন্দ করিয়া (মহসা মোদমানৌ) প্রেমে উভয়ে আনন্দিত থাকিয়া (সুগূ) সুপথের পথিক (সু-পুত্রৌ) সুপুত্র লাভ করিয়া (সুগৃহৌ) উত্তম গৃহ নির্মাণ করিয়া (জীবৌ) জীবনকে সার্থক করিয়া (বিভাতীঃ উষসঃ) তেজস্বী ঊষা কালকে (তরাথঃ) অতিক্রম কর।

অনুবাদ—হে দম্পতী! শান্তিপূর্ণ গৃহে জ্ঞান লাভ করিয়া, হাস্য ও আনন্দ কর। সচ্চরিত্র পুত্র লাভ করিয়া—উত্তম গৃহ নির্মাণ করিয়া প্রেমানন্দে জীবনকে সার্থক কর এবং শান্তিতে জীবন অতিবাহিত কর।

৩৯৩। পতিভক্তি

ইয়ং নার্য্যুপ ব্রূতে পূল্যান্যাবপন্তিকা।
দীর্ঘায়ুরস্তু মে পতির্জীবাতি শরদঃ শতম্॥

অথর্ববেদ, ১৪/২/৬৩

শব্দার্থ—(ইয়ং নারী) এই স্ত্রী (পূল্যানি আবপন্তিকা) মিলনের বীজ বপন করিয়া (উপব্রূতে) বলে (মে পতিঃ) আমার পতি (দীর্ঘায়ুঃ অস্তু শতং শরদঃ জীবাতি) দীর্ঘায়ু হউক, শতবর্ষ জীবিত থাকুক।

অনুবাদ—পতিব্রতা স্ত্রী গৃহে মিলনের বীজ বপন করে ও বলে "আমার পতি দীর্ঘায়ু হউক, শতবর্ষ জীবিত থাকুক।"

৩৯৪। স্বামী-স্ত্রী

অমোহমস্মি সা ত্বং সামাহম স্ম্যক্ত্বং দ্যৌরহং পৃথিবী ত্বম্।
তাহিব সংভবাব প্রজামা জনয়াবহৈ॥

অথর্ববেদ, ১৪/২/৭১

শব্দার্থ—(অহং অমঃ) আমি জ্ঞানী (ত্বং সা) তুমিও সেই রূপ জ্ঞানী (সাম অহং অস্মি) আমি সাম মন্ত্র (ত্বং ঋক্) তুমি ঋগ্বেদ মন্ত্র (অহং দ্যৌং ত্বং পৃথিবী) আমি দ্যুলোক, তুমি পৃথ্বী লোক (তৌ ইহ) এইভাবে আমরা এখানে উভয়ে (সংভবাব) মিলিব (প্রজাং আজনাবহৈ) প্রজা উৎপন্ন করিব।

অনুবাদ—হে স্বামিন্! আমি যেরূপ জ্ঞানী, তুমিও সেইরূপ জ্ঞানী। আমি সাম মন্ত্র, তুমি ঋগ্বেদ মন্ত্র। আমি দ্যুলোক, তুমি পৃথ্বী লোক। আমরা উভয়ে এইভাবে মিলিয়া সন্তানোৎপাদন করিব।

৩৯৫। অভয়

অভয়ং নঃ করত্যন্তরিক্ষমভয়ং দ্যাবাপৃথিবী উভে ইমে।
অভয়ং পশ্চাদভয়ং পুরস্তাদুত্তরা দধরাদভয়ং নো অস্তু॥

অথর্ববেদ, ১৯/১৫/৫

শব্দার্থ—(অন্তরিক্ষম) অন্তরিক্ষলোক (নঃ) আমাদের জন্য (অভয়ম্) অভয় (করতি) করুক (ইমে) এই (উভে) উভয়ে (দ্যাবা-পৃথিবী) দ্যুলোক ও ভূলোক

(অভয় (পশ্চাৎ) পরে (পুরস্তা) উপরে (অধরাৎ) নীচে (অভয়ম্) অভয় হউক।

অনুবাদ—অন্তরিক্ষলোক, দ্যুলোক ও ভূলোক এই তিন লোকই আমাদিগকে অভয় দান করুক। সম্মুখে, পশ্চাতে, উপরে, নীচে সব দিকেই অভয় প্রাপ্ত হউক।

৩৯৬। মিত্র

অভয়ং মিত্রাদভয়মমিত্রাদভয়ং জ্ঞাতাদভয়ং পুরো যঃ।
অভয়ং নক্তমভয়ং দিবা নঃ সর্বা আশা মম মিত্রং ভবন্তু॥

অথর্ববেদ, ১৯/১৫/৬

শব্দার্থ—(মিত্রাৎ) মিত্র হইতে (অভয়ম্) অভয় (অমিত্রাৎ) অমিত্র হইতে (অভয়ম্) অভয় (জ্ঞাতাৎ) জ্ঞাত হইতে (অভয়ম্) অভয় (পুরঃ) সম্মুখে (যঃ) যাহা (অভয়ম্) অভয় (নক্তম্) রাত্রিতে (অভয়ম্) অভয় (দিবা) দিনে (অভয়ম্) অভয় হউক (সর্বাঃ) সব (আশাঃ) দিক (মম) আমার (মিত্রম্) মিত্র (ভবন্তু) হউক।

অনুবাদ—মিত্র হইতে ও অমিত্র হইতে অভয় হইব; জ্ঞাত হইতে ও সম্মুখ হইতে অভয় হইব; দিবাভাগে ও রাত্রি কালে অভয় হইব। দিক সমূহ আমার মিত্র হউক।

৩৯৭। শারীরিক বল

বাঙ্ম আসন্নসোঃ প্রাণশ্চক্ষুরক্ষ্ণোঃ শ্রোত্রং কর্ণয়োঃ।
অপলিতাঃ কেশা অশোনা দন্তা বহু বাহ্বোর্বলম্॥
ঊর্বোরোজো জংঘয়োর্জবঃ পাদয়োঃ।
প্রতিষ্ঠা অরিষ্টানি মে সর্বাত্মা নিভৃষ্টঃ॥
তনূস্তন্বা মে সহে দতঃ সর্বমায়ুরশীয়।
স্যোনং মে সীদ পুরুঃ পৃণস্ব পবমানঃ স্বর্গে॥

অথর্ববেদ, ১৯/৬০/১-২ ১৯/৬১/১

শব্দার্থ—(মে) আমার (বাক্) বাক্শক্তি (আসন্) পূর্ণ আয়ু পর্য্যন্ত থাকুক (নসোঃ প্রাণঃ) নাসিকায় প্রাণশক্তি (অক্ষ্ণোঃ চক্ষুঃ) চক্ষুতে দৃষ্টি শক্তি (কর্ণয়োঃ শ্রোত্রম্) কর্ণে শ্রবণ শক্তি অটুট থাকুক (অপলিতাঃ কেশাঃ) কেশ পলিত না হউক (অশোনাঃ দন্তাঃ) দন্ত মলিন না হউক (বাহ্বোঃ বহুঃবলম্) বাহুতে প্রবল শক্তি (উর্বোঃ) উরুতে (ওজঃ) ওজঃ শক্তি (জংঘয়োঃ জবঃ) জানুতে শক্তি (পাদয়োঃ) পদে (প্রতিষ্ঠা) দৃঢ়তা থাকুক (মে সর্বা) আমার সব অবয়ব (অরিষ্টানি) হৃষ্ট পুষ্ট থাকুক (আত্মা) আত্মা (নিভৃষ্টঃ) উৎসাহ পূর্ণ থাকুক (মে তনুঃ) আমার শরীর (তন্বা) উত্তম অবস্থায় থাকুক (দতঃ) প্রবল শত্রুর (সহে) সহ্য করিবার শক্তি আমাকে দাও (সর্বম্) পূর্ণ দীর্ঘ (আয়ুঃ) আয়ু (অশীয়) লাভ করিব (মে) আমি (স্যোনম্) সুখ (সীদ) লাভ করিব (পুরুঃ পৃণস্ব) পূর্ণতা প্রাপ্ত হউক (পবমানঃ) শুদ্ধ হইয়া (স্বর্গে) সুখে থাকিবে।

অনুবাদ—আমার বাক্শক্তি প্রবল থাকুক, নাসিকার প্রাণ শক্তি, চক্ষুতে দৃষ্টি শক্তি অটুট থাকুক। আমার কেশ যেন পলিত না হয়, দন্ত যেন মলিন না হয়। বাহুতে বল, উরুতে ওজঃ শক্তি, জংঘায় বেগ, পদে দৃঢ়তা থাকুক। আমার সব অবয়ব হৃষ্ট পুষ্ট হউক, আত্মা উৎসাহ পূর্ণ হউক। শরীর উৎকৃষ্ট অবস্থায় থাকুক। আমি প্রবল শত্রুর অত্যাচারে যেন অভিভূত না হই। আমি পূর্ণ দীর্ঘ আয়ু যেন লাভ করি, সুখলাভ যেন হয়, পূর্ণতা যেন প্রাপ্ত হই। আমি পবিত্র হইয়া যেন আনন্দ ভোগ করি।

৩৯৮। লোকপ্রিয়তা

প্রিয়ং মা কৃণু দেবেষু প্রিয়ং রাজসু মা কৃণু।
প্রিয়ং সর্বস্য পশ্যত উত শূদ্র উতার্য্যে॥

অথর্ববেদ, ১৯/৬২/১

শব্দার্থ—(মা দেবেষু প্রিয়ং কৃনু) আমাকে ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রিয় কর (রাজসু মা প্রিয়ং কৃনু) ক্ষত্রিয়দের মধ্যে আমাকে প্রিয় কর। (উত শূদ্রে) এবং শূদ্র সমাজে (উত আর্য্যে) এবং বনিক সমাজে (সর্বস্য পশ্যতঃ প্রিয়ম্) আমাকে সব দ্রষ্টাদের প্রিয় কর।

অনুবাদ—হে প্রভু! আমাকে ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রিয় কর, ক্ষত্রিয়দের মধ্যে আমাকে প্রিয় কর। শূদ্র সমাজে, বনিক সমাজে এবং প্রাণী মাত্রের নিকটেই আমাকে প্রিয় কর।

৩৯৯। বৃদ্ধি

উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে দেবান্ যজ্ঞেন বোধয়।
আয়ুঃ প্রাণং প্রজাং পশূন্ কীর্ত্তিং যজমানং চ বর্দ্ধয়॥

অথর্ববেদ, ১৯/৬৩/২

শব্দার্থ—(ব্রহ্মণস্পতে) হে জ্ঞানের পালক! (উত্তিষ্ঠ) আমাদের উন্নতি করাও (যজ্ঞেন) সৎকর্ম দ্বারা (দেবান্ বোধয়) বিদ্বান্‌দের মধ্যে জাগৃতি উৎপন্ন কর (আয়ুঃ প্রাণং প্রজাং পশূন্ কীর্ত্তিং চ যজমানম্) আয়ু, জীবন, সন্তান, পশু, কীর্ত্তি ও যজ্ঞশীল পুরুষকে (বর্দ্ধয়) বৃদ্ধি কর।

অনুবাদ—হে জ্ঞানের পালক প্রভু! আমাদের উন্নতি বিধান কর। সৎ কর্ম দ্বারা বিদ্বান্‌দের মধ্যে জাগৃতি উৎপন্ন কর। আমাদের মধ্যে আয়ু, জীবন, সন্তান, পশু, কীর্ত্তি ও যজ্ঞশীল পুরুষকে বৃদ্ধি কর।

৪০০। বেদমাতা

স্তুতা ময়া বরদা বেদমাতা প্রচোদয়ন্তাং পাবমানী দ্বিজানাম্।
আয়ুঃ প্রাণং প্রজাং পশুং কীর্তিং দ্রবিণং ব্রহ্ম বর্চসম্॥
মহ্যং দত্ত্বা ব্রজত ব্রহ্মলোকম্॥

অথর্ববেদ, ১৯/৭১/১

শব্দার্থ—(প্রচোদয়ন্তাম্) প্রেরণা দাত্রী (দ্বিজানাং পাবমানী) দ্বিজদের পবিত্রকারিণী (বরদা বেদমাতা) শ্রেষ্ঠ জ্ঞানদাত্রী বেদ মাতাকে (ময়াস্তুতা) আমি স্তুতি করিয়াছি (আয়ুঃ প্রাণং প্রজাং পশুং কীর্তিং দ্রবিণং ব্রহ্ম বর্চসম্) আয়ুঃ প্রাণ, প্রজা, পশু, কীর্তি, ব্রহ্ম তেজ (মহ্যং দত্ত্বা) আমাকে দিয়া (ব্রহ্মলোকং-ব্রজৎ) মুক্তি লাভ কর।

অনুবাদ—ভক্তের উক্তি—মনের উৎসাহ দাত্রী, দ্বিজদের পবিত্রকারিণী, শ্রেষ্ঠ জ্ঞান দাত্রী বেদমাতাকে আমি অধ্যয়ন করিয়াছি। শ্রীভগবানের উক্তি—আয়ু, প্রাণ, প্রজা, পশু, কীর্তি, ব্রহ্মতেজ আমাতে অর্পণ করিয়া তুমি মুক্তি প্রাপ্ত হও।